গুরুগোবিন্দ।

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীহরনাথ বসু প্রণীত।

৫ নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীটে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রিণ্টার্স—মেসার্স মুখার্জ্জি এণ্ড চাটার্জ্জি
মেট্‌কাফ্ প্রেস, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্।

সন ১৩১৫ সাল।

[মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

সধর্ম্মনিষ্ঠ ও বিদ্যানুরাগী

৺রামচন্দ্র সিং মহোদয়ের

করকমলোদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি

রাখিয়া দিলাম।

শ্রীহরনাথ বসু।

ভূমিকা।

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রথমে যখন আমি এই নাটক রচনা করি তখন শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে গুরুকে রঙ্গমঞ্চে নামান সম্বন্ধে আপত্তি করায় এই নাটক পরিবর্ত্তিত করিয়া গুরুগোবিন্দের সমকালীন ইতিহাস অবলম্বনে অভিনয়ার্থে 'পঞ্জাবগৌরব' নামক আর একখানি নাটক লিখিয়াছি। একই যুগের ঘটনা লইয়া দুইখানি নাটক প্রকাশ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় আমি মূল গ্রন্থখানি প্রচার করিলাম। সাধারণের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে কেহ যেন গুরুকে 'আসরে' নামাইয়া শিখ ভ্রাতাদিগের মনে কষ্ট না দেন।

শ্রীহরনাথ বসু।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ-

তেগ বাহাদুর	শিখদিখের নবম গুরু।
গোবিন্দ সিং	ঐ পুত্র।
ফতে সিং ও জিৎ সিং	গোবিন্দ সিংহের পুত্রদ্বয়।
রামরায়	ঐ সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র।
গুরুজিৎ } মতিদাস }	গুরু ভক্তদ্বয়।
রূপচাঁদ	তেগ বাহাদুরের ভৃত্য।
শুকলাল	রূপচাঁদের পুত্র।
বুদ্ধুসা	মুসলমান ফকীর।
মঞ্জুসা	ঐ পুত্র।
কেশবদাস	গোবিন্দ সিংহের পুরোহিত।
ঔরঙ্গজেব	দিল্লীর সম্রাট।
বাহাদুর শা	ঐ পুত্র।
সাফদার	সম্রাটের সেনাপতি।
হায়েত উল্লা ও মুন্না খাঁ	প্রহরিদ্বয়।
আলিজান	গুরুগোবিন্দের গুপ্ত শত্রু।
নবিবক্স	আলিজানের পুত্র।

শিখ ও মুসলমান সৈনিকগণ, ব্রাহ্মণগণ, গ্রামবাসিগণ, পাহাড়ী
রাজগণ, দূত, ভৃত্য, আমীর ওমরাহগণ,
পাল্কীবেহারাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীলোক—

গুজরী	...	...	তেগবাহাদুরের পত্নী।
বিরজা বা যমুনা	...	...	মতিদাসের কন্যা।
যশোদা	...	...	রামরায়ের ক্রীতদাসী।
জেহানারা	...	...	সম্রাটের ভগ্নী।

গুরুগোবিন্দ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গুরু তেগ বাহাদুরের গদি।
গোবিন্দ সিং, গুরুভক্ত মতিদাস, গুরুজিং ও অন্যান্য শিখ
পরিবেষ্টিত তেগ বাহাদুর।

মতিদাস—গুরুদেব, ভগবান নানকের সে সুন্দর সামঞ্জস্য-বিধায়ক মন্ত্র কোথায় গেল? যার বলে এতকাল হিন্দুমুসলমান ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল—যার মোহিনী-শক্তির প্রভাবে প্রসিদ্ধ তৈমুরবংশীয়গণ ঐহিক দৃষ্টি-শূন্য হ'য়ে ইসলাম-ধর্ম্মের উদারনীতির অনুসরণ কচ্ছিলেন—যে মহামন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে ভারতের অপরাপর রাজন্যবর্গ মোগলশক্তির নিকট অধীনতা স্বীকার কত্তে সঙ্কুচিত হন নি—সে মন্ত্র কোথায় গেল?

তেগবাহাদুর—সে মন্ত্র তোমার আমার সকলের কাছেই আছে, কিন্তু মোগলসাম্রাজ্যে আর সে মন্ত্রের সমাদর নাই। প্রবল ঐহিকতার তরঙ্গ-স্পর্শে মোগল-সিংহাসন কলুষিত হয়েছে। সে বড় নিবিড় কালিমা, কখনও তার মোচন হবে না। মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস হবে—সিংহাসন অতল জলে ডুবে যাবে—কিন্তু ভারতের ললাটে সে নিবিড় কালিমারেখা চিরাঙ্কিত থাক্‌বে। দিল্লীর রত্নতক্তে সমাসীন হ'য়ে সম্রাট আজ প্রজা-পীড়নে উদ্যত। প্রজার ধর্ম্মনাশ করা রাজোচিত কর্ম্ম নয়।

মতিদাস—ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মোন্মাদই এই সর্ব্বনাশের মূল। নতুবা কেন তিনি হিন্দুকে মুসলমান করবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত কর্ব্বেন; কেনই বা তিনি পবিত্র শিখধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত কত্তে উদ্যত?

তেগবাহাদুর—একে ধর্ম্মোন্মাদ বলে না; এ এক প্রকার কুটিল রাজনীতি। সাম্রাজ্য বিস্তারই সম্রাটের উদ্দেশ্য—ধর্ম্মপ্রচার নয়। তাই তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখে—ছলে, বলে, কৌশলে হিন্দুকে মুসলমান কচ্চেন। কিন্তু এ কর্ম্মের ফল অতি শোচনীয় হবে। এরই মধ্যে দেশ রাজ্যে অসুখ অশান্তি, চারিদিকে বিদ্রোহ বিভীষিকা; রাজা প্রজায় শত্রুতা। সাম্রাজ্য ধ্বংসের সূত্রপাত হয়েছে। উৎপীড়িত হিন্দুর আর্ত্তনাদে প্রবল বহ্নিশিখার ন্যায় মহারাষ্ট্রশক্তি জ্বলে উঠ্‌ছে; রণবীর রাজপুতগণ ভীম হুঙ্কারে মোগল গর্ব্ব খর্ব্ব করবার জন্যে ভীষণ সমরাণল প্রজ্বলিত কচ্চে। ঐ সব দুর্দ্ধার রাজশক্তি পরাস্ত কত্তে গিয়ে বিপন্ন তাতারবাহিনী পুনঃ পুনঃ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্চে। এরূপ হলে মোগল-সিংহাসন কদিন থাকবে?

[বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সহ বুদ্ধুসা ফকীরের প্রবেশ।

বুদ্ধুসা—পরামর্শের আর সময় নেই বাবা—কাজ কর। দেখ্‌ছ না হিন্দুর দুরবস্থার অবধি নেই। সম্রাটের কঠোর আজ্ঞায় সমগ্র দেশ কৃষক-শূন্য; কোথাও অন্ন নাই—বস্ত্র নাই, চারিদিকে দুর্ভিক্ষের হাহাকার। অনন্যোপায় হয়ে অনেক হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কচ্চে। সমাগত ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য সুদূর কাশীধামে ধর্ম্মবীরদের শরণাগত হয়েছিলেন। তাঁরা তোমাকেই হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন।

তেগ বাহাদুর—আপনি কে?

বুদ্ধুসা—বাবা, আমি মুসলমান ফকীর। ব্রাহ্মণগণ পথঘাট জানেন না; তাই এঁদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

তেগ বাহাদুর—আপনি ইস্‌লাম ধর্ম্মী ফকীর হয়ে যে বড় আমাদের কাছে এসেছেন ?

বুদ্ধুসা—কেন, আপনারা কি মুসলমান ফকীরকে ঘৃণা করেন ?

তেগ বাহাদুর—না, আমরা ফকীরকে ঘৃণা করি না। শিখ ঘৃণা করে এক অত্যাচারীকে, আর মানব নাম ধারণ ক'রে যে অত্যাচার সহ্য করে তাকে। দুর্জ্জনকে দমন ও দুর্ব্বলকে বলীয়ান্ করাই শিখের ধর্ম্ম।

বুদ্ধুসা—এ বড় উচ্চ ভাব! এ ভাব যে হৃদয়ে ধারণ কত্তে পারে, সেই মনুষ্য নামের যোগ্য। আমি মুসলমান বটে, কিন্তু যদি ইসলাম ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছু বুঝে থাকি, তা'হলে, বোধ হয়, আপনাদের ভাবে ও আমাদের ভাবে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। জগদীশ্বরের চক্ষে জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণভেদ থাকিতে পারে না।

তেগ বাহাদুর—আহা, আপনার আদর্শ অতি মহান্! সম্রাট যদি এই পথে চলতেন, তা'হলে দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন হিমাচলের ন্যায় অচল অটল হয়ে থাকৃত—রাজাপ্রজার মধ্যে অসন্তোষের বিষময় ব্যবধান লোপ পেত—বহিঃশত্রু আর ভারতের প্রতি লোভের কটাক্ষপাত কত্তে সাহস কত্ত না!

বুদ্ধুসা—হা ঔরঙ্গজেব কি কল্লে! হা ঔরঙ্গজেব কি কল্লে! তোমার পুরুষকারের এত গৌরব,—তোমার রাজশক্তি এত প্রবল,—রাজনীতিতে তুমিএত পণ্ডিত,—নৈতিক চরিত্র তোমার এত বিশুদ্ধ,—তোমার বিলাস লালসা নাই,--তুমি সংযমী; কিন্তু এক পরধর্ম্ম-দ্বেষ, বর্ণ-বিদ্বেষ তোমায় এত অন্ধ করেছে যে তুমি একেবারে ভুলে গেছ যে, জননী জন্মভূমির সুধাপূর্ণ দুই স্তন হিন্দু মুসলমান উভয়েই পান ক'রে পুষ্ট হচ্ছে! তোমার বড় দর্প যে তুমি তরবারির মুখে ভারত শাসন কত্তে চাও! হা অন্ধ সম্রাট, জান না যে, রক্তপাতে কশাইখানার উন্নতি হয়—সাম্রাজ্যের নয়!

তেগবাহাদুর—কেবল তাই নয়; সম্রাট এ কথাও ভুলে গেছেন যে, তরবারি বা বাহু কোন ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের সম্পত্তি নয়। শুনুন, ফকীর সাহেব, এ আপনার আমার নয়—সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ঐশিক অভিপ্রায়—নইলে কোথা হতে ভারতে এই অগ্নিশিখার সৃষ্টি হল; জ্বলন্ত তেজঃপূর্ণ জীবন নিয়ে এই অপূর্ব্ব জাতির অভ্যুদয় হল? জান্‌বেন ফকীর, এ শিখ নয়—শিখা; প্রলয়াগ্নির শিখা। এ শিখা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মকে, যুদ্ধের নামে হত্যাকে, রাজ্যশাসনের নামে অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। ফকীর সাহেব, উৎপীড়িত ব্রাহ্মণগণকে স্থির হতে বলুন; শিখের বাহুতে বল থাকতে কারো সাধ্য নাই যে, তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ করে। এতে যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে হয়—তাও দেব।

বুদ্ধুসা।—ধন্য ধন্য গুরু তেগবাহাদুর; আমি এখন এঁদের সঙ্গে নিয়ে চল্লুম। তুমি সম্রাটের এই ঘোর অত্যাচার নিবারণের উপায় কর; ধর্ম্ম পালন কর; ভারতকে রক্ষা কর। আল্লা হো আকবর—

[ব্রাহ্মণগণ সহ প্রস্থান।

তেগবাহাদুর—তোমাদের মধ্যে পরমারাধ্যা ভবানী দেবীর প্রিয় সন্তান এমন কে আছ যে, স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণ-কল্পে মায়ের কাছে আত্মবিসর্জ্জন ক'রে, সহস্র সহস্র নরনারীর অন্তঃশক্তি উদ্দীপ্ত কত্তে প্রস্তুত?

গোবিন্দসিং—কেন বাবা, আমরা ত জানি আপনি মার বড় প্রিয় সন্তান; আপনার পূজা মা যেমন আদরের সহিত গ্রহণ করেন, এমন আর কারো গ্রহণ করেন না।

মতিদাস—গোবিন্দ, তুমি বালক, ও কি কথা বল্‌চ?

তে—(গোবিন্দ সিংহের প্রতি) বাবা, তোমার কথায় তৃপ্ত হলাম। মনের যে মহান্ ভাব থাকলে মানুষ স্বদেশবৎসল ও ধর্ম্মশীল

হতে পারে, মা ভবানী মুক্তহস্তে তোমায় তা দিয়েছেন। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হ'য়ে জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন কর।

(রূপচাঁদের প্রবেশ।)

রূপচাঁদ—অনেক সৈন্য সামন্ত নিয়ে সম্রাটের কাছ থেকে দূত এসেছে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে চায়। বাইরে সে অপেক্ষা কচ্চে।

তে—আচ্ছা তাকে পাঠিয়ে দাও।

{ রূপচাঁদের প্রস্থান ও দূতের প্রবেশ ; তেগবাহাদুরের হস্তে বাদশার পত্র প্রদান।

(পত্র পাঠান্তে) রূপচাঁদ, দূতের পরিচর্য্যা কর—আমি যাচ্চি।

[দূত ও রূপচাঁদের প্রস্থান।

তে—(নিজের শিরোপা ও তরবারি গোবিন্দকে পরাইয়া) মা ভবানীর ইচ্ছা, আমি তাঁর কাছে যাই ; স্বদেশ ও স্বধর্ম্মরক্ষার্থ আত্ম-বিসর্জ্জন করি। এই দেখ, বাদশার আহ্বান পত্র। এখনই আমায় আনন্দপুর ত্যাগ ক'রে দিল্লী যেতে হবে। আর প্রত্যাগমনের আশা নাই। পূর্ব্বপুরুষদের উপদেশ * পালনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। গোবিন্দ, তুমি আজ হতে এই গদির অধিকারী। আর তুমি বালক নও ; তুমি এখন গুরুগোবিন্দ। গুরুর কর্ত্তব্য পালন করো, বাপ! দেখো আমার মৃত্যু যেন বৃথা না হয় ; আমার দেহ যেন শৃগাল কুক্কুরে ভক্ষণ না করে। আমার জন্য দুঃখ কোরো না ; আনন্দপুরে নিরানন্দ আসতে দিও না।

গো—পিতা আপনি চল্লেন ; আর ফিরবেন না—এই যদি মা

* শিখদিগের প্রথম গুরুনানক বলেছিলেন যে ৭ জন গুরুবংশীয় ভক্ত মস্তকদান না ক'ল্লে মা ভবানী তাহাদের প্রতি প্রসন্না হবেন না।

ভবানীর ইচ্ছা হয়, তবে তাই হোক। আপনার সাধের আনন্দপুরে নিরানন্দ আসতে দেব না। দুঃখের দিনে মার কাছে আনন্দ ভিক্ষা করব; মুক্তকেশী আমায় কখন তাতে বঞ্চিত করবেন না।

মতিদাস—গুরুদেব, নিশ্চিত জানবেন, আপনি যেরূপ শিখ জাতির দেবতা স্বরূপ ছিলেন, অতঃপর গোবিন্দ সিং ও সেইরূপ হবেন। গোবিন্দ অসাধারণ বালক। আপনার আশীর্ব্বাদে গুরুগোবিন্দের নাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দুমুসলমানের নিকট প্রাতঃস্মরণীয় হবে।

তেগ—নামে কাজ নাই বাবা। আমার গোবিন্দকে এই আশীর্ব্বাদ কর, সে যেন জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য ভবানী-চরণে আত্মবলি দিতে সদাই প্রস্তুত থাকে; সে যেন প্রকৃত তান্ত্রিক সাধকের মত ইষ্টদেবতার সমক্ষে আত্মদান কত্তে ভয় না পায়। তার মনে যেন উপাসনার ভাব সদাই প্রবল থাকে—বিদ্বেষের লেশ মাত্র না আসে। আমি আর বিলম্ব করব না—তোমাদের সকলের কাছে জন্মের মত বিদায় নিলাম। (প্রস্থান।)

মতি—গুরুজিৎ, চল যাই, পথে মুসলমানেরা কোন রূপ অত্যাচার না কত্তে পারে তার উপায় করি।

[গোবিন্দ সিং ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গোবিন্দ—রূপচাঁদ?

(রূপচাঁদের প্রবেশ।)

শুক লাল কোথায়?

রূপচাঁদ—সকালেই সে একজন গাড়োয়ানের একগাড়ী-মাল নিয়ে পাঁচ ক্রোশ দূরে গেছে। ফেরবার সময় হয়েছে। কেন মহারাজ, তার প্রতি কি আদেশ?

গো—দেখ রূপচাঁদ, বাবা আর দিল্লী-থেকে ফিরবেন না। দিল্লীতে পৌঁছালেই তাঁর শির যাবে। কিন্তু তাঁর পবিত্র দেহ আনন্দপুরে কে আনবে? শুকলাল পথ ঘাট জানে। আমার ইচ্ছা তাকেই পাঠাই।

রূপচাঁদ—সে কি প্রভু, আমি তাকে নিয়ে দিল্লী যাচ্ছি। সে ছেলেমানুষ, কি জানি যদি একলা না সমর্থ হয়; আমিও আগে গাড়োয়ানী কত্তুম। পথ ঘাট আমারও বেশ জানা আছে। সত্যই যদি সর্ব্বনাশ ঘটে, যেরূপে পারি গুরুমহারাজের দেহ আনন্দপুরে নিয়ে আসব।

গো—তবে চল, তোমাদের পাথেয় দি।

রূপচাঁদ—না প্রভু, গুরুর কার্য্যে যাচ্ছি, পাথেয় নিতে পারবো না। আশীর্ব্বাদ করুন যেন কৃতকার্য্য হয়ে আসতে পারি।

রূপচাঁদের প্রস্থান। গুজরির প্রবেশ।

গুজরি—বাবা গোবিন্দ, তোমার পিতা দিল্লী গেলেন কেন?

গো—বাদশা ডেকেছেন।

গু—স্বপ্ন তবে মিথ্যা নয়। স্বপ্ন দেখেছিলুম—তাঁর দেহে মুণ্ড নাই; আর সেই মস্তকের স্থান হতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত সহস্র ধারায় শোণিত নির্গত হয়ে, অসংখ্য শত্রু বিনষ্ট কচ্চে। সেই উত্তপ্ত শোণিতের উত্তাপ সহ্য কত্তে না পেরে মোগলেরা সেই ছিন্নমুণ্ড সন্ন্যাসীর পূজা কচ্চে। ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুনলুম তিনি দিল্লী গেছেন। তবে বুঝি স্বপ্ন সত্য হয়। গোবিন্দ, তোমার পিতার খবর আমায় শীঘ্র এনে দাও বাপ।

গোবিন্দ—মা, তোমার স্বপ্ন বোধ হয় মিথ্যা নয়। সত্য সত্যই পিতৃদেব প্রাণ বিসর্জ্জন ক'ত্তে দিল্লী গেছেন। আমার মাথায় দেখ মা তাঁর শিরোপা—আমার কটিতে দেখ মা তাঁর তরবারি। আমি কি মা এ সকলের উপযুক্ত? আমায় তিনি হাত ধরে গদিতে বসিয়ে গুরুগোবিন্দ বলে ডেকেছেন। আশীর্ব্বাদ কর মা, আমি যেন তাঁর নাম রক্ষা কত্তে পারি।

গু—তবে কি তিনি এ জগতে নাই? আমার অদৃষ্টে এই ছিল?

গো—দুঃখ কচ্চ কেন মা! তুমি বীরপত্নী; প্রকৃত বীরাঙ্গনার ন্যায় পতি শোক সহ্য কর। সব সহ্য করে, বীরজননী হ'য়ে তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানকে বল দাও মা। পিতার উত্তপ্ত শোণিতে যদি শক্রপাত হয়, তাঁর মৃত্যুর ফলে যদি সমস্ত ভারত-সন্তান তোমাকেই জননী ব'লে পূজা করে ও শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দেয়, তবে মা তোমার মত সৌভাগ্যবতী আর কে আছে! সতীত্বের পুরস্কার স্বরূপ পিতা তোমায় শুধু গোবিন্দের মা না ক'রে ভারতের জননী ক'রে যাচ্চেন; তবে কেন মা দুঃখ কর? পিতা তাঁর মৃত্যুতে শোকাশ্রু ফেলতে নিষেধ করেছেন। মা আনন্দাশ্রু ফেল, তোমার গোবিন্দের বাহুতে অসুরের বল দাও, তার হৃদয়কে পাষাণবৎ দৃঢ় কর।

গু— আর কাঁদব না—আর ভাববো না। আমি বীরের পত্নী—বীরের জননী, সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ কচ্চি, তুমি দিগ্বিজয়ী হও।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর নিকটবর্ত্তী পাওটার রাস্তা।

পথি পার্শ্বস্থিত মন্দির সম্মুখে বৃদ্ধ মা ও কয়েক জন শিখের সমাবেশ।

তাড়াতাড়ি গুরুজিতের প্রবেশ।

গুরুজিৎ—সর্ব্বনাশ উপস্থিত; মোগলেরা গ্রামবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার কচ্চে; সর্ব্বত্র প্রচার করে আসছে, গুরু তেগবাহাদুর মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করবার জন্য স্বইচ্ছায় দিল্লী যাচ্চেন; মতিদাসের বাড়ী আক্রমণ করে, তার কন্যাকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

মতিদাস নানা গ্রাম থেকে সৈন্য সংগ্রহ ক'রে আনচে। ফকীর বাবা, কেমন ক'রে এ দায় থেকে মুক্ত হওয়া যায়?'

বুদ্ধু সা—ভয় কি, এই পথ দিয়ে তাদের যেতেই হবে। তোমরা প্রস্তুত থাক ।

গু—আমরা ত মুষ্টিমেয়। যদি মতিদাসের আগমনের পূর্ব্বেই তারা এসে পড়ে, তবে কি উপায় হবে?

বু—তার উপায় আল্লা করে রেখেছেন। কোন ভয় নাই। (নেপথ্যে সৈন্য কোলাহল শুনিয়া) এসো আমরা লুক্কায়িত থাকি, শত্রু সন্নিকট ।

[সকলের প্রস্থান]

(পাল্কীর সহিত ছদ্মবেশে সেনাপতি সাফদারের দুইজন কর্ম্মচারী হায়েত ও মুন্নার প্রবেশ।)

মুন্না—হায়েত, এমন সুন্দরীটাকে কস করে সেনাপতি সাহেবকে দিয়ে দেব? আমার ইচ্ছে, আমরা দুই বন্ধুতে বিবিজানকে নিকে ক'রে রাখি।

হায়েত—তার পর সাফদার বেটা যখন জানতে পারবে, তখন কি করবো দাদা। শেষটা কি পৈতৃক জান্‌টা খোয়া যাবে দোস্ত?

মু—দূর বেতমিজ, হামলোকের জান নেয় এমন সেনাপতি এখনও পয়দা হয় নি। সাফদার তো সাফদার, অমন দশ বিশ হাজার লাখ দোলাখ সাফদারের দফা এক তরোয়ালে রফা ক'ত্তে পারি।

হা—আরে ভাই, তাও কি কখনও হয়। সাফদার হল বাদশার পিয়ারের লোক!

মু—বলিস কিরে ব্যাটা, বাদশা ত আমি আছি। বিবিজানকে ত আমার বেগম করবার জন্যে তঞ্জামে চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দেখে নৈ

বেটা দেখে নে, মুন্নাখাঁর কেরামতটা দেখে নে। (পাল্কীর দরজা খুলিয়া) সুন্দরী, দেখছ, আমি কেমন গেরেস্থারী আদমী আছি?

রমণী—(পাল্কীর মধ্য হইতে) চুপ কর্! সতীর অমর্য্যাদা কল্লে এখনই তার শাস্তি পাবি। শয়তান?

হা—ওরে বেটা মুন্না, সরে আয়। মাগী বড় জবরদস্ত আছে। কথা শুনছিস্—যেন মেঘ ডাকছে। এখনই হয় ত তরোয়াল চালাবে। ধরবার সময় সেনাপতিকে কেমন ঘোল খাইয়ে ছিল দেখেছিলি ত?

মু—(ভীত হইয়া সরিয়া পড়িয়া) তরোয়াল চালাবে কিরে? পেছিয়ে চল—পেছিয়ে চল—পাল্কী থেকে যদি বেরিয়েই পড়ে। পালাই চল, পালাই চল—ও বাবা!

[বৃদ্ধ সার প্রবেশ।]

বৃ—তোমরা কে হে?

মু—আমরা শিখ?

বৃ—মুসলমানের রাজ্যে শিখ কেন; মরবে বলে?

মু—তুই কেরে বেটা হিঁদুকে মারতে আসিস—জেনানার উপর নজর করিস?

বু—আমি কে চিন্তে পার নি—দেখবে?

আল্লা—হো—

(এক দল সৈনিকের প্রবেশ।)

মু—(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) রক্ষা কর ধরম বাপ। আমরা হিন্দু নই; বাদশার জাত বাপধন আমাদের মেরো না।

বু—হিন্দুর পোষাক কেন?

মু—ভুল হয়েছে, বাদশা বাবা? দোহাই পীর বাবা। আমায় ছেড়ে দাও বাবা, আচ্ছা ক'রে তোমায় সিন্নি দেব। আমার ঐ

সঙ্গীটাকে ধর বাবা। ও বেটা হিন্দু। ঐ আমাকে এ পোষাক পরিয়েছে।

হা—তবে রে বেটা বেইমান ?

[মুন্নার মাথায় লাঠি মারিয়া হায়তের পলায়ন।

মুন্না—ও বাবা গো—(পশ্চাৎ দিকে নিরুদ্দেশ।)

বুদ্ধুসা—(সমীপবর্ত্তী সৈন্যদিগের প্রতি) পাল্কী আটক কর নিশ্চয় ঐ পাল্কীতে মতিদাসের কন্যা আছে। পাছে কেউ সন্দেহ করে এই জন্য সমভিব্যাহারী বাদশা সৈন্য ছদ্মবেশ-ধারণ করেছিল।

(সৈন্যদিগের পাল্কীর নিকটবর্ত্তী হওন ; বেহারাদিগের পাল্কী ফেলিয়া পলায়ন।)

বু—(পাল্কীর দরজা খুলিয়া) মা আমার সঙ্গে এস।

[বিরজার পাল্কীর বাহিরে আগমন।

বি—বাবা, শত্রু বধ কর, শত্রু বধ কর। আমার হাতে খড়্গ দাও। আমি স্ত্রীলোক ব'লে ভয় কোরো না। মা ভবানী আমার হাতে বল দেবেন। ওরা আমার পিতার অবমাননা করেছে—গুরুর অবমাননা করেছে—সতীর অন্তরে আঘাত দিয়েছে—হিন্দুর অমর্য্যাদা করেছে।

বু—তার শাস্তি ওরা ভোগ করবে। তুমি এখন ঐ মন্দির মধ্যে অবস্থান করবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

(তেগ বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতি সাফদার ও মুসলমান সৈন্যদিগের প্রবেশ।)

সাফদার—একি, পাল্কী পড়ে, বেহারা নেই—ব্যাপার কি ? হায়েত মুন্নাই বা কোথায় গেল ? পথে ডাকাতি হল না কি ? সুন্দরীকে কেউ লুট কল্লে কি ? নিশ্চয়ই গ্রামের লোকের এই কাজ। সৈন্যগণ, গ্রাম লুট কর ; ঘর বাড়ী জ্বালাও ; যেখানে যত হিন্দুর সুন্দরী পাও বেঁধে আন।

তেগ—তার পর ?

সাফ—তার পর দিল্লীতে গিয়ে সকলের সাম্‌নে তোমার গর্দ্দান উড়িয়ে দেওয়া। তুমিই এই সকলের গোড়া।

তেগ—ভাল এই খানেই তা কর না কেন ?

সাফ—সেনাপতি তোমার সঙ্গে তার পরামর্শ কচ্চে না। কাফের, চুপ করে থাক্। নতুবা এখনই হিন্দুর রক্তে তোকে স্নান করাব।

তেগ—সাফদার, সাবধান! তোমার তা সাধ্য নাই। তুমি আমার অঙ্গ কখন স্পর্শ ক'ত্তে পার্‌বে না। মা ভবানীর তা ইচ্ছা নয়।

সাফ—এখনও স্পর্দ্ধা করিস ? সৈন্যগণ, একে বেঁধে ফেল।

(সৈন্যদিগের অগ্রসর হওন।)

তেগ—(ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া করযোড়ে) মা ভবানী—

(আল্লা আল্লা রবে বহু সৈন্য সহ বুদ্ধুসার মোগল সৈন্য আক্রমণ। মতিদাসের তাহাদের সহিত যোগদান। মোগলদিগের পরাভব ও পলায়ন। মতিদাসের স্বইচ্ছায় মোগলদিগকে আত্মদান। তাহাকে লইয়া মোগলসৈন্যের পলায়ন।)

বু—(তেগ বাহাদুরের প্রতি) শত্রু পরাস্ত হয়েছে; এসো বাবা—বিশ্রাম করবে।

তেগ—না বাবা, আমার বিশ্রামে আবশ্যক নেই। আমি দিল্লী চল্লুম।

ভক্ত সৈন্যগণ—আপনি কেন দিল্লী যাবেন? অনুমতি করুন, গোলামেরা এখনই দিল্লীর সিংহাসন চূর্ণ করে আস্‌বে।

তেগ—না, আমাকে দিল্লী যেতেই হবে।

বু—জানি বাবা, তুমি দিল্লী যাবে—ক্ষত্রিয়োচিত কাজ করবে—বীর ধর্ম্মের পরিচয় দেবে। যাও, তোমার যাওয়ায় বাধা দেব না—তোমার মৃত্যুতে কাঁদব না—খোদার কাছে তোমার প্রাণ ভিক্ষা চাইব না।

(ধীরে ধীরে তেগ বাহাদুরের প্রস্থান। মন্দির হইতে বিরজার বাহিরে আগমন।)

বিরজা—সেনাপতি আমার পিতাকে বেঁধে নিয়ে গেছে। তাঁর লাঞ্ছনার একশেষ করবে—প্রাণ নেবে—শৃগাল কুক্কুরের মুখে তাঁর পবিত্র দেহ ফেলে দেবে। আমি চল্লুম ; হৃদয়ে প্রতিহিংসার বিষম বহ্নি জ্বলে উঠেছে ; প্রতিশোধ নেব—আগুণ জ্বাল্‌ব, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই আগুনে মোগল সাম্রাজ্য ভস্ম হয়ে যাবে। ফকীর বাবা, আপনি আমায় শত্রু হস্ত হতে মুক্ত করেছেন ; আপনাকে প্রণাম করি।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ঔরঙ্গজেবের মন্ত্রণা-গৃহ।

সেনাপতি সাফদার ও পাত্রমিত্র সহ সম্রাট ঔরঙ্গজেব।

ঔরঙ্গজেব—খবর কি সাফদার ?

সাফদার—জনাব, গোলামের নিবেদন এই যে, কমবকত তেগ বাহাদুরের প্ররোচনায় কুত্তা কাফের মতিদাসই বিদ্রোহী হয়ে বাদশা সৈন্যের অবমাননা করেছে। বহুকষ্টে তাকে ধরে এনেছি। তার সুন্দরী মেয়েকে বেগম সাহেবদের পরিচারিকা করবার জন্য ধরে আনছিলুম ; কিন্তু পাঁওটার পথে বিদ্রোহীরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে পালিয়েছে।

ঔ—মতিদাস কোথায় ?

সা—তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বাইরে রেখে এসেছি ; অনুমতি হয় ত এখানে আনাই।

ঔ—আচ্ছা আন।

[সাফদারের প্রস্থান।

আমীর ওমরাহগণ, এরূপ বিদ্রোহীর কিরূপ দণ্ড হওয়া উচিত?

প্রধান আমীর—প্রাণদণ্ডই প্রশস্ত।

(মতিদাসকে লইয়া সান্দারের প্রবেশ।)

ঔ—তোমারই নাম মতিদাস?

ম—হাঁ।

ঔ – বিদ্রোহীর কি দণ্ড জান?

ম—জানি, প্রাণদণ্ড।

ঔ—তুমি সে দণ্ড নিতে প্রস্তুত আছ?

ম—প্রস্তুত না থাকলে এখানে আসব কেন?

ঔ—এখানে কি তুমি স্বইচ্ছায় এসেছ, না তোমায় ধরে আনা হয়েছে?

ম—মোগলের সাধ্য নাই যে শিখের কেশাগ্র স্পর্শ করে; আমি স্বইচ্ছায় এসেছি। তোমরা আমার গুরুকে বধ কর্‌বে, তার পূর্ব্বে আমার প্রাণ দণ্ড দাও—এই আমার ইচ্ছা।

ঔ—তার চেয়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর না কেন? তাহলে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে রাজ সুখ ভোগ করবে।

ম—সম্রাট, পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম কি তা তুমি জাননা। তুমি পৃথিবীর মহামোহে মুহ্যমান। স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য রাজসুখ অপেক্ষা প্রাণদণ্ড ভোগ যে কত সুখকর তা তুমি বুঝবে না। এখনও বলচি সম্রাট, সাবধান; হিন্দুর অন্তরে আর ব্যথা দিও না, সর্ব্বনাশ হবে। জন্মভূমির কল্যাণ কল্পে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ভবানীর চরণে উৎসর্গ ক'ত্তে হিন্দুর যে কি সুখ তা যদি তুমি বুঝতে তা হলে কখনই আপনার সর্ব্বনাশের পথ আপনি উন্মুক্ত কত্তে না।

ঔ—মতিদাস, তুমি কার সামনে কথা কইচ জান?

ম—জানি ধর্ম্মদ্বেষী ভারতসম্রাটের সমক্ষে।

ঔ—তবে তোমার বাতুলতার শাস্তি ভোগ কর।

ম—তথাস্তু।

ঔ—সাফদার, বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড কর।

স—যো হুকুম হজরৎ।

[মতিদাসকে লইয়া সাফদারের প্রস্থান।

(খোজার প্রবেশ।)

খো—তেগবাহাদুর আপনা হতেই ধরা দিয়েছে। হজরতের সামনে হাজির করব কি? না তাকে শৃঙ্খল পরাব?

ঔ—না, যে আপনি আসে তাকে আবার শৃঙ্খল কেন? এইখানে তাকে নিয়ে এস।

[কুর্নিশ করিয়া খোজার প্রস্থান।

খোজা ও সেনাপতি সাফদারের সহিত তেগবাহাদুরের প্রবেশ।

সা—দুর্ব্বৃত্ত ধরা পড়েছে।

ঔ—আমি যে শুনলুম আপনা হতে ধরা দিয়েছে।

সা—না জাঁহাপনা; দিল্লীর ভিতর দিয়ে পালাচ্ছিল—সৈন্যেরা ধরেছে। এতক্ষণ কারাগারে রাখা হয়েছিল। বোধ হয় ঘুস দিয়ে কারাগারের রক্ষীদের হাত করেছিল। তাই কারাগারের ছাদে উঠে কাফের দক্ষিণ দিকের বেগম মহলের পানে চেয়েছিল। সম্ভবতঃ বন্দীর পালাবার মতলব ছিল।

ঔ—(তেগবাহাদুরের প্রতি) তেগবাহাদুর, সত্য তুমি বেগম মহলের দিকে চেয়ে ছিলে? কি দেখছিলে বল?

তে—আমি বেগম মহলের প্রতি দৃষ্টি করি নি—আমি দেখ্‌ছিলুম যারা নির্ব্বিবাদে ঐ সব বেগম মহলের পানে চেয়ে দেখ্‌বে—যারা

অচিরে বেগমদের প্রতি পরিচারিকার ন্যায় ব্যবহার করবে—তাদের আসতে আর কত বিলম্ব আছে ?

ঔ—কি বল্লে ?

তে—ঠিকই বল্লুম ; সম্রাট রাগ কোরো না। তুমি এখন ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত। তাই বুঝচ না কারা এসে ভবিষ্যতে তোমার এই ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে।

প্রধান উজীর—উঃ কি স্পর্দ্ধা দেখ দেখি ! সম্রাটের অপমান—বেগম সাহেবদের অপমান !

তে—সম্রাট, আমায় কি জন্য আনন্দপুর থেকে আহ্বান করেছেন ?

ঔ—তুমি কিসের তেগবাহাদুর তাই জানবার জন্য। তুমি শিখদের গুরু। আমার সামনে একটা কেরামত দেখাও দেখি।

তে—কেরামত বা অদ্ভুত লীলার নাম যাদুগিরি। সাধুগণ এরূপ কাজ করেন না। নটের মত চটক দেখান কুকর্ম্ম।

ঔ—গর্ব্বিত কাফের, তুমি কি আপনাকে সাধু ব'লে পরিচয় দিতে চাও ?

তে—না সম্রাট, তবে সাধুরা যা উপদেশ দেন তা পালন ক'ত্তে চেষ্টা করি।

ঔ—এইবার সে চেষ্টা পরিত্যাগ করে সম্রাটের উপদেশ পালন ক'ত্তে চেষ্টা কর। হিন্দুধর্ম্ম ছাড়ো, মুসলমান হও।

তে—সম্রাট হয়ে অপরের ধর্ম্মনাশের চেষ্টা—এই যদি তোমার সাম্রাজ্যনীতি হয়, তবে তোমার সাম্রাজ্য অতল জলে ডুবে যাক। তোমার কথায় স্বধর্ম্ম ত্যাগ করব ! কখনই নয়।

ঔ—তবে প্রাণদণ্ড ভোগ কর !

তে—প্রস্তুত আছি।

ঔ—কিন্তু সে দণ্ড ভোগ করবার পূর্ব্বে তোমায় বলতে হবে কেন তোমার নাম তেগবাহাদুর হল ?

তে—সেটা পরীক্ষার বিষয়। পরীক্ষা ব্যতীত সম্রাট তা জানতে পারবেন না।

ঔ—বেশ; কি পরীক্ষা কত্তে হবে বল?

তে—তেগ শব্দের অর্থ তরবারি। যদি উত্তম শাণিত খোরাসানি তরবারি দ্বারা আমার গলায় আঘাত কর, তা হলেও কণ্ঠসংলগ্ন এই পাতলা কাগজ খানি কাটতে পারবে না।

জনৈক উজীর—(স্বগতঃ) তোবা—তোবা; এইবার শালা মলরে?

ঔ—এমন ব্যাপার! কি বল উজীর?

উ—তা ক'ত্তেই বা বাধা কি? সম্রাটের তাতে ত ভয়ের কারণ নেই।

ঔ—না, ভয় কিসের?

তেগবাহাদুর—ভয় কিসের? বুকে হাত দিয়ে দেখ দেখি, সম্রাট অন্যায় কত্তে অন্তর কাঁপে কি না? তুমি বুদ্ধিমান। তোমার সকল পাপই জ্ঞান কৃত। তুমি যে ইসলাম ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গুরুতর অন্যায় কচ্চ তার জন্য কি তুমি অনুতাপ কর না—তার জন্য কি নিভৃতে তোমায় শত বৃশ্চিকে দংশন করে না।

ঔরঙ্গজেব—তার জবাব তোমায় দিতে বাধ্য নই।

তে—আমার জবাবের দরকারও নেই। অন্যায় অত্যাচারের বিনি দণ্ডদাতা তাঁর কাছে জবাব দিও।

ঔরঙ্গজবে—আচ্ছা তাই হবে। সাফদার, বন্দা যে পরীক্ষার কথা বল্লে উহার সেইরূপ পরীক্ষা কর। উৎকৃষ্ট খোরাসানি তরবারি দ্বারা উহার গলদেশে আঘাত করগে। যা ফল হয়, আমায় জানাবে।

সাফদার—জনাবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য

[ঔরঙ্গজেব ব্যতীত তেগবাহাদুরকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ঔরঙ্গজেব—(স্বগতঃ) ঠিকই বলেছে; আমার সকল অপরাধই জ্ঞানকৃত। সবই বুঝতে পারি। কিন্তু কি করব—আমার নিজের উপর নিজের হাত নেই। প্রবল রাজ্যলালসাই আমাকে আত্মকর্তৃত্ব-হীন করেছে। আমি উদ্ধত, স্বার্থান্ধ, সন্দিগ্ধচিত্ত, অত্যাচারী, কপট, ধর্ম্মহীন। ঐশ্বর্য্যমদে, পদগৌরবে উন্মত্ত হয়ে আমি সকল গুণে জলাঞ্জলি দিয়েছি—পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের অবমাননা কচ্চি। তেগবাহাদুর সাধু; যথার্থই ধর্ম্মপ্রাণ; মরণে তার ভয় নেই, অত্যাচারে সে কাতর নয়, ঐহিকতায় সে মত্ত নয়। তার তেজই প্রকৃত তেজ, তার দম্ভই প্রকৃত দম্ভ, তার মনুষ্যত্বই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। কিন্তু স্বার্থের জন্য আমি তার প্রাণ নিচ্চি। এত ক্ষুদ্র চেতা আমি—আমাকে অনন্তকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

(খোজার প্রবেশ।)

খোজা—(কুর্নিশ করিয়া বাদশার হাতে একখণ্ড কাগজ দিয়া) তরবারির আঘাতে তেগবাহাদুরের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হয়ে গেল। কিন্তু গলার এই কাগজখানি অক্ষত রয়েছে।

ঔরঙ্গজেব—(কাগজ লইয়া গম্ভীর ভাবে) আচ্ছা তুমি যাও।

খোজা—লাস কি করা হবে?

ঔরঙ্গজেব—আজ রাত্রে কারাগারে রাখো; কাল সহরতলীর পথে পথে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

[কুর্নিশ করিয়া খোজার প্রস্থান।

(কাগজ দেখিয়া) "শির দিয়া, সের নাহি দিয়া" শির দিলাম অথচ গুপ্ত প্রকাশ কল্লুম না। মহাপুরুষের মহাবাক্য। নীচাশয় আমি,

কেন সাধুকে ছেড়ে দিলুম না! এখন আমায় শত বৃশ্চিকে দংশন কচ্চে,—

এর নাম রাজ্যসুখ! বসি সিংহাসনে
অমাত্যবেষ্টিত হয়ে ভেবেছিনু মনে—
কতসুখ রাজ্যপাটে; লক্ষ লক্ষ প্রজা
করে যার স্তুতিগান, যার যশোগাথা
প্রবাহের সমতানে প্লাবিত ভারতে,
চিরসুখী ভবে বুঝি হবে সেই জন;
ভেঙ্গেছে সে মোহের স্বপন; সুঐশ্বর্য্য
দুঃখময়; রত্নতক্ত কণ্টক আসন;
স্তুতিগান, যশোগাথা, বৈতালিকগীত,
ভস্ম আবর্জ্জনা সম খেলায় হিল্লোলে।

খোদা, আমার সিংহাসন চূর্ণ কর; আমি পথের ভিখারী হই। নইলে জ্ঞান হবে না। উঃ, একি? হৃদয় কাঁপে কেন? শরীরের প্রতি শিরা প্রতি ধমনী অবশ হয়ে আসছে কেন? অনেক হত্যা করেছি; অনেক নিরপরাধকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করেছি। কিন্তু তাঁতেও ত এ পাষাণ প্রাণ কাঁপে নি। আজ সাধু হত্যা করে আমার এ কি হল? না, জীবনে আর কখনও দিল্লীতে বিশ্রাম ক'ত্তে পারবো না। জড় জগতের পবিত্র চেতনাখণ্ডবৎ মহাপুরুষের সেই মূর্ত্তি আমার দিল্লী সহরের সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাব।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রামরায়ের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ।

গীত।

যশোদা —

অপার সুখের সুখী করেছ নাথ আমারে ;
তোমার রূপেতে আমার নয়ন দিয়েছ ভরে।
তোমার করুণা ধারে,
হৃদয় গিয়েছে পুরে,
হৃদয়ের নাথ তুমি হৃদয়ে রাখি তোমারে॥

কেনা মেয়েকে বাবা কত ভালবাসেন ? কেন এত ভালবাসেন ? ঐ যা—ভুলে যাচ্ছিলুন। দীননাথ ভালবাসান—তাই ভালবাসেন। কিন্তু বাবা আমার সব সময় দীননাথকে ধরে রাখতে পারেন না। যেই আপনার ভাবনা আপনি ভাবেন, সাহায্যের জন্য ঐ মোগলদের সঙ্গে পরামর্শ করেন—অমনি আমার দীননাথ সরে যান। তাঁর কি একটা কাজ। আমার মত এমন কত কাঙাল পথে পথে কেঁদে বেড়ায়, তিনি নইলে কে তাদের কোলে তুলে নেবে ?

(রামরায়ের প্রবেশ।)

রামরায়—কে কাকে কোলে তুলে নেবে যশোদা ?

যশোদা—এই তুমি ; তুমি আমায় কোলে তুলে নেবে না ?

রা।—তোমায় ত আমি অনেক দিন কোলে তুলে নিইচি মা ?

য—তবে কেন মাঝে মাঝে ফেলে দাও ?

রা—সে কি তোমায় ফেলে দি ? আমার এই দুঃখের জীবনে একটু শান্তি দেবার জন্য ভগবান তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছেন।

য—তবে কেন তুমি সেই ভগবানকে ভুলে যাও? ভগবানকে ভুল্লেই আমাকে ভুলে যাবে। ভগবান দীননাথ। দীননাথকে ভুল্লে কি আর দীনকে মনে থাক্‌বে?

রা—পাগলি মেয়ে, এ সব তোকে কে শেখালে?

য—কেন দীননাথ; দেখ বাবা, তুমি আর ওদের সঙ্গে মিশোনা।

রা—কাদের সঙ্গে?

য—ঐ যাদের সঙ্গে রাতদিন পরামর্শ কর—ঐ মোগলদের সঙ্গে। ওদের আর কাছে আস্‌তে দিও না। ওরা আমার দীননাথের দীন জীবের উপর বড় অত্যাচার করে। যে প্রাণভয়ে পালায়, পেছন দিক দিয়ে গিয়ে তার মাথা কেটে ফেলে। আহা, রক্তে রক্তগঙ্গা হয়! আমার দীননাথের কত যত্নে গড়া জীব, তার কি রক্তপাত ক'রে আছে। মিশোনা বাবা মিশোনা—লক্ষ্মী বাবাটী আমার!

রা—কি কোরব মা; আমার প্রাপ্য গদি যে শিখেরা কেড়ে নিয়েচে। আমার ত আর কোন সহায় নেই—তাই সম্রাটের শরণাগত হয়েছি।

য—তার পর সম্রাট যদি শিখেদের হারিয়ে তোমার প্রাপ্য গদিটুকু তোমায় না দিয়ে নিজে দখল করে বসেন—তখন কি করবে বাবা?

রা—না—না, তা হবে কেন? এর ভেতর একটা ভয়ানক রাজনীতির কথা আছে। ঔরঙ্গজেব হচ্চেন ভারতের সম্রাট। আমি তাঁর অধীন রাজা হ'য়ে তাঁকে রাজস্ব দিয়ে নিজে রাজত্ব করব।

যশোদা—আর সম্রাটের যে সে চাকর এসে তোমার যেমন করে দাঁড়াতে বলবে তেমনি করে দাঁড়াবে; যেমন করে বসতে বলবে তেমনি করে বসবে; খেতে হুকুম কল্লে খেতে পাবে; শুতে হুকুম কল্লে শুতে পাবে; আর তোমার অন্দরের হিসাব পর্য্যন্ত হুকুম মাত্র হুজুরে দাখিল কর্ত্তে হবে। বা-রে আমার তাঁবেদার রাজা!

রা—হাঁ, অনেকটা তাই বটে; তবু কি জান—

য—চাকরীটে বড়—রাজাগিরি চাকরী ?

রা—কিন্তু তা ভিন্ন উপায় ত নেই। সম্রাট ভিন্ন আমি আর কার কাছে যাব ?

য—কেন, সম্রাটের চেয়েও যে বড় রাজা, তাঁকে খুঁজে তাঁর শরণাপন্ন হও না বাবা ?

রা—সম্রাটের চেয়েও বড় রাজা! কে তিনি ?

য—কেন আমার দীননাথ।

রা—হাঃ-হাঃ হাঃ—পাগলি ?

য—আমি ত পাগলিই—তুমিও একটু পাগল হও না বাবা! বেশী বুদ্ধিমান হয়ে ত এতদিন দেখলে যে বুদ্ধির জোরে ক্রমে বাদশার গোলামের গোলামেরও চোক রাঙ্গানী সইতে হচ্ছে, খোসামুদী ক'ত্তে হচ্ছে। তার চেয়ে একবার পাগল হয়ে আমার দীননাথের দরবারে দুঃখ জানিয়ে দেখো দেখি।

রা—তা কি জানাইনে মা ?

য—না বাবা জানাবার মতন করে ত জানাও না!

রা—তুমি কি করে জানাতে বল শুনি ?

য—ভগবানকে পরামর্শ দিতে যেও না! ঠাকুর, তুমি এই কর, এটা না, ওটা দাও—এ সব শেখাতে যেও না; বল আমি দীন, তুমি দীননাথ; আমি কিছু জানিনি, কিছু চাইনি, এ দেহ তোমার এ প্রাণ তোমার, আমি তোমার, আমার আমি নেই, সবই তুমি, তুমি যা ভাল বুঝ তাই কর—তা হলেই আমার ভাল।

রা—এ সব বড় তত্ত্বজ্ঞানের কথা যশোদা। আগে যত দূর সাধ্য নিজে বেয়ে চেয়ে দেখি, তার পর ত ভগবানের উপর ভার দেওয়া আছেই।

য—বুঝেছি বাবা, তুমি আমার দীননাথকে ধরে রাখতে পাল্লে না। আমি অবোধ মেয়ে বলে আমার কথা শুন্‌চো না; কিন্তু আজ যদি আমার একটী মা থাক্‌তেন, তাহলে তিনি তোমার হাত ধরে টেনে নিয়ে দীননাথের দ্বারে দাঁড়করিয়ে দিতেন। মার কথা ত আর ঠেল্‌তে পাত্তে না। হ্যাঁ বাবা, যদি আমি একটী বাবা পেলুম, তবে একটী মা পেলুম না কেন?

রা—একথা তোমার দীননাথকে জিজ্ঞাসা করনা কেন?

য—করি ত? তা তিনি বলেন, তোর মা আছে। হ্যাঁ বাবা, দীননাথের কথা ত মিথ্যা নয়—কোথায় আমার মা আছেন?

রা—কি জানি মা? (ব্যস্তভাবে) যাও যাও, ঐ সাফদার আসছে।

য—(সভয়ে) ও বাবা, সেই, সেই—আমার বড় ভয় করে। আমি তোমার কাছে থাকি বাবা। তাহ্‌লে আর কোন ভয় থাক্‌বে না।

রা—না মা, বাড়ীর ভেতর যাও। তোমার দীননাথ তোমায় রক্ষা করবেন।

[যশোদার প্রস্থান।

(স্বগতঃ) মায়াময়ী আমায় ক্রমে জড়িয়ে ফেলচে দেখচি। আর একা আমার আদরে ওর তৃপ্তি হয় না। মা খুঁজচে। বিরজা, কেন তোর পিতা আমার শত্রুপক্ষ অবলম্বন কল্লে? নইলে আজ ত তুই বালিকাকে মাতৃস্নেহে ভরিয়ে দিতে পাত্তিস। বলবি, তোর দোষ কি? দোষ—মহাদোষ মতিদাসের কন্যা—তাই তুই দোষী।

(সাফদারের প্রবেশ।)

সাফদার—আদব রাজা সাহেব, আপনি কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন, আমায় আসতে দেখে পালিয়ে গেল?

রা—ওটী অনাথা ক্ষত্রিয় কন্যা। বাল্যাবধি আমার কাছেই আছে; আমায় পিতা বলে সম্বোধন করে।

সা—বটে! বিবিটীকে বড় খাপসুরৎ ব'লে বোধ হ'ল। মনে কল্লে আপনি ওকে বড় আমীর ওমরাহের বিবি করে দিতে পারেন। আপনার উপর আমার খুব মেহেরবানী আছে। আপনি কাফের হলেও আপনাকে আমি দোস্ত মনে করি।

রা—হুঁ——

সা—ভাবছেন কি রাজা সাহেব, খবর শুনেছেন?

রা—কি?

সা—একটা বড় গণ্ডার ঘাল করা গেছে। বিশৌলির জায়গীরদারকে জানতেন?

রা—এঁ্যা এঁ্যা—তা জানি, জানি; জানতাম—হঁ্যা হঁ্যা—নাম শুনেছি। তাঁর কি হল?

সা—একদম কোতল; বিস্তর দৌলত লোটাগেছে; কিন্তু আসল দৌলত হাতছাড়া হয়ে গেল। আফশোষ করুন, রাজা সাহেব আফশোষ করুন।

রা—অত বড় জায়গীরদার শেষ এই রকমে মারা গেল; তার পরিবারবর্গের কি দশা হল!

সা—ভয় নেই, ভয় নেই, রাজা সাহেব! সাফদার বাহাদুর বড় রহমদেল; জায়গীরদারের লেড়কা কবিলা কাকেও সে রেখে আসে নি। নরক গুলজার হচ্চে। মোদ্দা আসল দৌলত হাত ছাড়া হল; আফশোষ কর দোস্ত, আমার জন্য আফশোষ কর।

রা—তাঁর একটী কন্যা ছিল না?

সা—তাইতো বলচি দোস্ত, বিবি যেন পরীর ছবি। পেয়েও পেলুম না? অমন বিবিকে প্রাণভরে পেশোয়ারী পোলাও কাবুলী কোপ্তা খাওয়াতে পাল্লুম না! সেই নীলার মত আঁখি দুটীতে নিজের

হাতে শুর্ম্মা পরাতে পাল্লুম না! তার তুলতুলে পাদুখানি কোলে তুলে তাতে হেনা মাখাতে পাল্লুম না! আফশোষ!

রা—(স্বগতঃ) জগদীশ্বর ধৈর্য্য দাও। দারুন রাজ্য-লিপ্সা; নইলে এখনও দুষমনের বক্ষ পদাঘাতে চূর্ণ কচ্চিনে!

সা—হায় হায়, বেহেস্তের হুর হাতে পেয়ে হারালুম! অমন চেহারার ভেতর অত শয়তানী থাকে তা কে জানে।

রা—কেন কি হল?

সা—শোভন আল্লা, যেমন মেরে জান, মেরে পেয়ার, বলে আমি সামনে গেছি, অমনি কুন্ডির ভেতর থেকে এক ছোরা না বার করে এমনি আমার দিকে তেড়ে এল। যে সেই খোলা চুল, রাঙ্গা চোক আর ছোরার ফলক দেখে আমার হাতের তরোয়াল হাত থেকে খসে পড়ল; আর আমি অমনি পেছুন ফিরে ছুট দিলুম; ছুট দিলুন দোস্ত, ছুট দিলুন।—একটা আউরতের সামনে আমি সাফদার জঙ্গ বোঁ বোঁ করে ছুট দিলুম।

রা—(স্বগতঃ) ধন্ত জগদীশ্বর! কাপুরুষ পতির স্ত্রীকে যশোদার দীননাথ রক্ষা করেছেন।

সা—কি ভাবছো দোস্ত?

রা—সর্দ্দার বাহাদুর, হঠাৎ আমার মাথাটা ধরে উঠ্‌লো। আপনি যদি মাপ করেন ত আমি একটু বিশ্রাম করি।

সা—আচ্ছা, আমারও দুনিয়া বড় কালা মালুম হচ্চে। সেরভর সিরাজী না খেলে আর সে সোনার বিবিকে সহজে ভুলতে পারবো না। আদব—

[প্রস্থান।

রা—(স্বগতঃ) কি করি? রাজ্যলালসায় জলাঞ্জলি দিয়ে বির-জার অনুসন্ধানে বেরুব নাকি? না। কেনই বা তা করব; সে

আমার কে? তাকে তো আমি ত্যাগ করেছি। তার চেহারা পর্য্যন্ত আমার মনে নেই। আমাকেই কি তার মনে আছে? অসম্ভব। সেই কতদিন হল গোটাকতক মন্তর পড়া হয়েছিল বইত নয়? তার জন্য আমার আবার মায়া কি? তার জন্য আমার আবার দায়িত্ব কি? সে হিন্দুর মেয়ে হয় ত আপনার ধর্ম্ম আপনি রক্ষা কত্তে পারবে। আমার রাজ্য চাই। কিন্তু তবু প্রাণ এমন করে কেন? যাকে চিনি নি জানি নি—তার জন্যে প্রাণ এমন করে কেন? তবে কি সে আমায় ভালবাসে? স্বামী ত্যাগ কল্লেও কি স্ত্রী তাকে ভোলে না? নইলে কেন সে সাফদারকে ছুরী মাত্তে গিছলো? কার জন্য সে পালাল? কার জন্য সে পথের কাঙ্গালিনী হল?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর কারাগৃহের সম্মুখভাগ।

হায়েত ও মুন্না।

মুন্না—বলি কি কাণ্ডটা হল বল দেখি হায়েত?

হায়েত—অবাক!

মুন্না—বলি খুনটা দেখেছিলি?

হায়েত—না ভাই, খুন আমি দেখতে পারি না। খুন দেখলে মাথা আমার হড়্ বড়্ ঘড়্ ভড়্ হয়ে যায়। আমি তখন বহুত বহুত তফাতে ছিলুম।

মুন্না—বলি শুনিছিস ত ?

হায়েত—না ভাই শুনলে বি মগজটা গরম হ'য়ে ওঠে।

মুন্না—তুই ব্যাটা যেমন ভীতু ! সব তাতেই ভয়। আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়ে গেল, যে খাঁড়ার ফালখানা দেখ্‌লে তোর মাথাটা বোধ হয় ঠিকরে বেরিয়ে অন্ততঃ দশ কোশ তফাতে গিয়ে পড়ে, সেই খাঁড়া দিয়ে জল জ্যান্ত কাফেরটাকে কাট্‌লে। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে! আস্ত মাথা খানা উড়ে গেল ; আর গলায় একখানা কাগজ ছিল—সেখানা যেমন তেমনি রয়ে গেল ! এ কি ব্যাপার বল দেখি ?

হায়েত—ব্যাপার গুরুতর। যাকে কাট্‌লে সে কখনই মানুষ নয়।

মুন্না—তবে সে কে রে ? তাই না কি ? তোবা-তোবা।

হায়েত—শুধু তাই নয় ; এ তার চোদ্দ পুরুষ। নিশ্চয় এতক্ষণ কন্দকাটা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে। তুই আজ পাহারায় আছিস—আর এই ঘরেই লাশ পোরা আছে খানিক রাত্তিরে টের পাবি এখন ?

মুন্না—(হায়েতের কাছে আসিয়া) বলিস কিরে ? এখন উপায় !

হায়েত—উপায় পায় পায় সরে পড়া।

মুন্না—তবে তাই হোক। হায়েত, ঠিক বলিছিস ভাই—বোধ হচ্চে কন্দকাটাটা যেন চারি দিকে ঘুরে বেড়াচ্চে।

হায়েত—ঘুরে বেড়াচ্চে কিরে ? ঐ এল—

মুন্না—(বিকট শব্দে) অঁ্যা—(পতন ও উত্থান।) দাদা, আমি পাহারা দিতে পারবো না ; কি জানি ভাই, মরা আদমা যদি পাকড়াও করে তাহলেই কুপোকাৎ।

হায়েত—আয় না ঘরে গিয়ে ফুর্ত্তি করা যাক ; মুদ্দো আবার আগলাবি কি ? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওন।)

মুন্না—(ছুটিয়া গিয়া হায়েতকে ধরিয়া) দাঁড়া দাদা, বুকটা টিপ্ টিপ্ কচ্চে তোকে ধরে ধরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিরজার প্রবেশ।

গীত।

বিরজা—

অবেলায় হাট ভাঙ্গ্‌লি শ্যামা কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি ;
আমার যা ছিল সকলই গেছে, (এখন) মিছে শুধু ঘুরে মরি।
ভরা হাটের হেটো যারা,
একে একে গেছে তারা,
আমি কর্ম্মদোষে রইনু বসে পাপের বোঝা শিরে ধরি।
রবি যে বসেছে পাটে,
(আমি) কি করি এই ভাঙ্গা হাটে,
নে মা কোলে তুলে অভাগীরে দেমা তোর ঐ চরণ তরী॥

(স্বগতঃ) একা ; এই বিপুল জনস্রোত—এই অবিরাম চাঞ্চল্য—এই কর্ম্মভেদী কোলাহলের মধ্যে আমি একা। এই বিশ্বসংসারে কার্য্য কারণের অনন্ত শৃঙ্খলে আমিও একটী ক্ষুদ্র বলয়। কে আমার লক্ষ্য করে? সংসারে সম্পর্ক বিহীনা এই একাকিনীর প্রতি কে লক্ষ্য করে? কত নক্ষত্রপাত হচ্চে, কত ইন্দ্রপাত হচ্চে, কত জগৎ সৃষ্টি হচ্চে, লয় হচ্চে—কেউ তা লক্ষ্য করে না ; আর আমি ত এক নগণ্য নারী! তাই বা কেন? যাঁর ইচ্ছা ব্যতীত একটী বৃক্ষপত্রও শাখাচ্যুত হয় না—তাঁর লক্ষ্য ত আমার প্রতি আছে? নইলে সেদিনকার সেই পিশাচের পাশব কবল হতে কে আমায় রক্ষা কল্লে? মা মহাশক্তি, আমার অন্তরে বিরাজ কর মা ; হৃদয় যেন তোমায় ভোলে না ; তোমার মঙ্গলময় শক্তিতে, তোমার অজস্র-প্রবাহিত করুণায় এ প্রাণের

বিশ্বাস যেন অটল থাকে। তা হলে যে অসাম আশা, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আজ কায়মনোবাক্যে তোমার কাছে করুণা প্রার্থনা কচ্ছি—অবশ্যই তা পূর্ণ হবে। (দূরে শুকলাল ও রূপচাঁদকে দেখিয়া) এ ঘোর শত্রুপুরী মধ্যে এত রাত্রে কারা এদিকে আসছে? ওদের ত মোগলের পরিচ্ছদ নয়। তবে কি ওরা হিন্দু? এ কি? পরিচিত চেহারা যে!

রূপচাঁদ ও শুকলালের প্রবেশ।

রূ—(শুকলালের প্রতি) এই পশ্চিমদিকের ঘর। গুরু মহারাজের দেহ পাপিষ্ঠেরা বোধ হয় এই খানেই রেখেছে। তরোয়াল ঠিক রাখিস বাপ; যদি কেউ বাধা দিতে আসে, তার মাথা উড়িয়ে দিস।

শু—বাবা, ওকে? হিন্দু জেনানার মত যে? আমাদের পানে চেয়ে রয়েছে—ওকি চেনা কেউ?

রূ—তাইতো দেখি আয়? (বিরজার কাছে গিয়া) বিরজা মায়ি?

বিরজা—আর ও নাম বলো না—আমার নাম এখন যমুনা।

রূ—এ শত্রুপুরীতে তুমি কেন মা?

বি—আমি এখানে কেন—জিজ্ঞাসা কচ্চ রূপচাঁদ?

রূ—না মা, সব শুনেছি? দুষমনেরা তোমারও সর্ব্বনাশ করেছে। তা মা এখানে থেকে আর কি করবি; ঘরে চল।

বি—না রূপচাঁদ, গৃহ আমার শূন্য হয়েছে—ঘরের খেলা আমার ফুরিয়ে গেছে। আমি আর এক খেলা এখানে খেলতে এসেছি। পিতার প্রজ্বলিত চিতাগ্নি পবিত্র হোমাগ্নি শিখার মত দূর হতে আমায় আহ্বান করছে। পিতার পবিত্র চিতাভস্মে আমার দেহ শুদ্ধ হয়েছে।

ভয় ভাবনা সুখ দুঃখ-আমার আর কিছুই নাই। পিতৃমৃত্যুর প্রতিশোধ নেব—শত্রুপুরীতে আগুন জ্বালব—শিখজাতির ঘরে ঘরে শক্তি সঞ্চারিত করব—ভবানী মন্দিরের পবিত্র খড়্গ শত্রুরক্তে রঞ্জিত করব। আমার সর্ব্বনাশ হয় নি রূপচাঁদ ; সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় এই সর্ব্বনাশের উপর আবার সুখস্বর্গের প্রতিষ্ঠা হবে। শ্মশানে আমি সৌধ নির্ম্মাণ কত্তে এসেছি। ঘরে যেতে আমায় আর বোলো না। তোমরা পিতাপুত্রে এখানে কি কত্তে এসেছ রূপচাঁদ ?

রূ—গুরুমহারাজের দেহ নিতে এসেছি। আনন্দপুরে হাহাকার উঠেছে মায়ি! গুরুজীর দেহ না নিয়ে ছোট মহারাজের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। অনেকক্ষণ খুঁজে বেড়াচ্চি। দুষমনেরা কোথায় যে লাশ রেখেছে তার সন্ধান পাচ্চি না।

বি—ভালই হয়েছে, এই: ঘরে যাও। আমি এখানে রইলুম। প্রহরীরা এখন কেউ নেই ; এই বেলা লাশ নিয়ে পালাও। সকাল হলেই লাশের খোঁজ হবে। তারও আর দেরি নেই। শীগ্গির যা ও

[রূপচাঁদ ও শুকলালের প্রস্থান

ক্রোড়াঙ্ক

কারাগৃহের অভ্যন্তর।

(রূপচাঁদ ও শুকলালের প্রবেশ।)

রূপচাঁদ—দেখ শুকলাল, যমুনামায়ি ত কিছুতে ঘরে চলবে না—মাজী এইখানে থাকবে ; গুরুমহারাজের দেহ নিয়ে আমরা ত এখনই পালাব। আর এখনই ফর্সা হলে লোকে যখন দেখবে লাশ চুরি গেছে তখন আমরাও পথের মধ্যে ধরা পড়ব, মাজীকেও ধরে দুষমনেরা জুলুম করবে। তখন কি হবে ? বুঝলি বেটা ?

শুকলাল—সে কথা ঠিক ; কিন্তু উপায় কি ?

রূপচাঁদ—উপায় আছে। ভয় পাস নি বাপ ; ছাতিতে জোর কর। (নিজের তরবারি শুকলালকে দিয়া) এই নে ; আমাকে কাট আর "ওয়া-গুরু" বলে গুরুমহারাজের দেহ নিয়ে পালা। তা'হলে কারো মনে সন্দেহ আস্‌বে না।

শুকলাল—বাবা, তুমি আমাকে কাট !

রূপচাঁদ—না বাপ, ও কথা বলিস না। তুই ছোট আছিস ; এখনও ছোট মহারাজের কত কাজ কত্তে পারবি। আমি বুড়া হলুম ; আর কদিন থাকব বাপ। আর দেরী করিস না ; আমায় কাট্ আমি হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যাই।

শুকলাল—হাত যে উঠ্‌ছে না বাবা।

রূপচাঁদ—তবু ভয় করবি ? এই দেখ, আমি চল্লুম ;—ওয়া-গুরু, ওয়া গুরু। (স্বহস্তে গলায় তরবারির আঘাত ও পতন)।

(যমুনার প্রবেশ।)

যমুনা—একি, এ কাজ কে কল্লে ?

রূপচাঁদ—নিজে কল্লুম মা। একজনকে না রেখে গেলে দুষমনে ধরে ফেলবে যে মায়ি। গুরু মহারাজের পায়ে মাথা রাখলুম—বড় কপাল জোর ছিল মাজী। ওয়া—গুরুজীকি ফতে—(মৃত্যু)।

যমুনা—ধন্য রূপচাঁদ, তুমিই মায়ের সুসন্তান, তুমিই যথার্থ স্বদেশ বৎসল। রাজমুকুট তোমার মাথাতেই শোভা পায়। যাও বিশ্বরাজের মুকুট পরে ত্রিদিব আলো করে থাক। শুকলাল, গুরুদেবের দেহ নিয়ে চলে যাও। [প্রস্থান।]

শুকলাল—বাবা, তোমার দেহ শেয়াল কুকুরে খাবে ? থাক ; তুমি তাই চাও, তুমি তাতেই সুখী হবে। আমি চল্লুম।

[তেগবাহাদুরের দেহ লইয়া প্রস্থান।

যবনিকা।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জেহানারার কক্ষ।

গীত।

জেহানারা-

কোথা সুখ মেলে কে জানে,—
এই খানে কি সেই খানে!
খুঁজে বেড়াই তবু না পাই
আকুল হয়েছি প্রাণে!
করুণা সাগর বিধি, দাও মোরে সেই নিধি,
যার লাগি জনমাবধি চেয়ে আছি তোমাপানে।
মন ভোলে না মিছে সম্পদে ধন দৌলত মানে॥

(খোজার প্রবেশ।)

খোজা—বাদশাজাদী—

জে—বাদশাজাদী বোলে কাঠের পুতুলের মত খাড়া রইলি কেন? কিবল্‌তে এসেছিস্ বল?

খো—এক হিন্দু জেনানা—

জে—তাতে কি হয়েছে?

খো—সে বড় জোর জবরদস্তি কচ্চে?

জে—কেন, তোর নকরী কেড়ে নেবার জন্যে।

খো—আজ্ঞে না।

জে—তবে কি তোকে নিকা করবার জন্যে ? সে কি চায় ?

খো—রংমহলে ঢুকতে চায়।

জে—কি দরকার ?

খো—বলে বাদশাজাদীর কাছে বোলবো।

জে—সঙ্গে দোসরা আদমী আছে ?

খো—কেউ নেই, বড় খপসুরৎ চেহারা।

জে—সত্যি ?

খো—বেগম সাহেবার কাছে মিথ্যে বল্লে মাথা থাকবে না।

জে—রংমহল তাকে কে চিনিয়ে দিলে ?

খো—বাদশার কোন ফৌজ।

জে—নিয়ে আয়।

খোজার প্রস্থান।

দোষ কি ? যদি কোন নিরাশ্রয়া হয়—অনাথিনী হয়—যদি তার বাদশাজাদীর কাছে ভিক্ষা থাকে ? এলোই বা ; তাতে ক্ষতি কি ? দেখি, যদি তার কোন উপকার কত্তে পারি। (যমুনার প্রবেশ।) খোজা ঠিক বল্লেছে—খপসুরৎ রূপই বটে ! এ রূপ রংমহলে নেই, দিল্লী আগ্রায় নেই, বাদশার সাম্রাজ্যে আছে কি না সন্দেহ।

জে—তুমি কি চাও ?

যমুনা—বাদশাজাদীর অনুগ্রহ—বাদশাজাদীর আশ্রয়।

জে—তুমি কি নিরাশ্রয়া ?

য—আমি নিরাশ্রয়া অনাথিনী মন্দভাগিনী।

জে—তুমি যে আমার শত্রু নও—কেমন কোরে বুঝবো ?

য—বুঝবেন আমার মুখ দেখে, বুঝবেন আমার চোখ দেখে, আমার মন দেখে, আমার প্রাণ দেখে, আমার কার্য্যকলাপ দেখে—বাঁদীর অন্য সুপারিশ নেই।

জে—এক লহমাতেই কি চরিত্রের সমস্ত পরিচয় পাওয়া যায় ?

য—মেহেরবাণী করে আশ্রয় দিলে দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে বুঝতে পারবেন।

জে—ততদিন তোমায় নিঃসংশয়ে মহলে স্থান দি কেমন কোরে ?

য—বাদশার মেয়ে বাদশাজাদী, যিনি দণ্ডে দণ্ডে হাজার হাজার লাখ লাখ খোজা বাঁদী নকর গোলাম রাখছেন ছাড়াচ্চেন—তিনি মানুষের মন বুঝতে জানেন না? মানব হৃদয় তো তাঁর নখদর্পণে। তা যদি না হবে, তবে ভগবান আমায় বাদশাজাদী না করে আপনাকে করেছেন কেন ?

জে—বুঝলুম তুমি সত্যভাষিণী। তোমার অকপট মুখমণ্ডলই তোমার সুচরিত্রের পরিচয় প্রদান কচ্চে। তোমার মুল্লুক কোথা ?

য—পঞ্জাব।

জে—পঞ্জাব! এত পথ তুমি এলে কেমন করে ?

য—কখন ডুলি, কখন দোলা—কখন অশ্বে—কখন পদব্রজে।

জে—তোমার পিতামাতা আছেন ?

য—বেগম সাহেবা, বাঁদী সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। আমার কেউ নাই।

জে—স্বামী ?

য—আছেন।

জে—তিনি তোমায় রংমহলে আসতে হুকুম দিলেন যে?

য—আমি তাঁর হুকুম পাই নি—স্বেচ্ছায় এসেছি।

জে—তোমার স্বামী কোথায় ?

য—বাদশার দরবারে।

জে—দিল্লীশ্বরের দরবারে! তাঁর নাম ?

য—রাম রায়।

জে—রাম রায়—রাম রায়! পরিচিত নাম—বাদশার মুখে আমি শুনেছি। তোমার মতলব কি?

য—বাদশাজাদা, আমি ক্ষুদ্র কিন্তু মতলব আমার ক্ষুদ্র নয়। আমি ক্ষুদ্র খালবিল হয়ে দরিয়া শোষণ কর্ত্তে চাই; আমি শশকী হয়ে মৃগেন্দ্র বশে আনতে চাই; আমি বামন হয়ে চাঁদ ধর্ত্তে চাই; আমি পঙ্গু হয়ে গিরি লঙ্ঘন কর্ত্তে চাই।

জে—তোমার কথা বুঝলুম না।

য—বলেছি রাম রায় আমার স্বামী।

জে—তার পর?

য—স্বামী বাঁদীর প্রতি নারাজ।

জে—তোমার মত রূপসীকে তিনি চান না?

য—তিনি বাঁদীকে ভুলে গেছেন। বাঁদী তাঁকে ভুলতে পারে নি। তিনি বাঁদীর মূর্ত্তি মন থেকে মুছে ফেলেছেন, আমি হৃদয়-সিংহাসন পেতে তাঁর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে দিন রাত পূজা কচ্চি। বাদশাজাদী, বাঁদী বাঁদীর দেবতা যাতে পায় এমন কি কোন উপায় নেই?

জে—রামরায়ের কাজ বাদশার দরবারে; আমার রংমহলের বাদশাহীতে তাঁর কোন কাজ নেই।

য—আপনি বাদশাহের সহোদরা?

জে—তাতে কি এসে যায়?

য—শুনেছি বাদশার মত আপনার প্রতাপ।

জে—আমি অন্তঃপুরবাসিনী; আমার হুকুম রংমহলে খাটে, দরবারে খাটিবে কি?

য—পৃথিবী রাষ্ট্র দিল্লীশ্বর আপনার ইঙ্গিতে পরিচালিত।

জে—রংমহলের কাজে আসতে পারো তোমার এমন কি গুণ আছে?

য—আশ্রয় দিলে জাস্তে পারবেন।

জে—তোমার নাম কি?

য—যমুনা।

জে—তুমি গাইতে জানো?

য—সামান্য—শাজাদীর কি তা মনে ধরবে?

জে—আচ্ছা, একটী গাও।

গীত।

য—

বিধি কেন এত নিদয় আমায়?
আমার নয়ন জল কভু না শুখায়;
আমি অভাগিনী, দিবস রজনী,
কাতরে ডাকি তোমায়;—
আমি জ্বলিব পুড়িব, তাহে ক্ষতি নাই—
তাঁহারে রাখিও পায়।

জে—তোফা-তোফা; যমুনা, কেবল তোমার রূপই সুন্দর নয়, তোমার গুণও সুন্দর। রূপে গুণে তুমি অসামান্যা; আমি ভেবেছিলাম তুমি শিমুল ফুল। তা নয়—তুমি বসোরার গোলাপ; আমি খুসি হয়েছি। কই হ্যায়? (জনৈক বাঁদীর প্রবেশ) একে রংমহলের দারোগার কাছে নিয়ে যা। বুঝিয়ে দিবি ইনি আমার মহলে থাকবেন; হিন্দু বেগম মহলে খাওয়া দাওয়া করবেন; যেন এর কোন কষ্ট না হয়। বলবি, বাদশাজাদীর হুকুম।

যমুনাকে সঙ্গে লইয়া বাঁদীর প্রস্থান।

গান গাহিতে গাহিতে জেহানারার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গুরুগোবিন্দের গদি—গুরুগোবিন্দ ও গুরুজিৎ।

গুরুগোবিন্দ—সকলকে বুঝিয়ে বোলো ভাই, ও সব আড়ম্বর অভ্যর্থনা, সম্মান সম্ভাষণের সময় এখন নয়।

গুরুজিৎ—সে কি সর্দ্দার বাহাদুর, আপনার কণ্ঠে বিজয় মালা দেওয়া কি একটা আড়ম্বরের কাজ ?

গুরুগোবিন্দ—জয় কোথায় ভাই যে এরই মধ্যে বিজয় মালা-গাঁথচো ? যদি বিজয় মাল্য দাও, দিও, কিন্তু আজ নয়। যে দিন দাম্ভিক বাদশা অবনতশিরে আমাদের নিকট পরাভব স্বীকার করবেন—যেদিন জগতের চক্ষে হিন্দুস্থানের শিখ এক জাগ্রত জীবন্ত জাতি বলে প্রতীয়মান হবে—সেদিন দিও বিজয় মাল্য ; আমার মস্তকে নয়, কোন প্রধানের মস্তকে নয়,—সেই দীন-তারিণী অসুর-নাশিনী মহাশক্তির মন্দির চূড়ায় গৌরবে বিনয়ে ভক্তিতে তুলিয়ে দিও। এখন শুধু কাজ কর ; জন্মভূমির সেবার জন্য প্রস্তুত হও ; সর্ব্বস্ব বলি দিয়ে মাকে সাজাও।

বুদ্ধুসা ও মঞ্জুসার প্রবেশ।

বু—তোমাদের সে ঐক্য কোথা বাবা ? কেমন করে মাকে সাজাবে ? তোমাদের ঘরে বাইরে শত্রু ! হিন্দু আজ হিন্দুর শত্রুতাচরণ কচ্চে। দৃষ্টান্ত রাম রায়। আগে ঘরের শত্রুকে আপন কর। তারপর অন্য কাজ।

গু—আশীর্ব্বাদ করুন যেন সে কার্য্যে সক্ষম হই।

বু—প্রার্থনা করি খোদা তোমায় সেই শক্তি দিন। বাবা, আমি বেশ জানি তুমি এ মহাকার্য্যের উপযুক্ত। তাই আজ আমি তোমার

হাতে আমার এই পুত্রটীকে সমর্পণ কত্তে এসেছি। ফকীরের পুত্র বলে উপেক্ষা কোরো না—মঞ্জুসা হীন বীর্য্য নয়।

গু—ও কথা বলবেন না ফকীর সাহেব। (মঞ্জুসাকে আলিঙ্গন করিয়া) সহোদর অপেক্ষা অধিক স্নেহের সামগ্রী মনে করে মঞ্জুসাকে আমি এ হৃদয়ে স্থান দিলাম।

বু—(মঞ্জুসার প্রতি) মঞ্জুসা, পিতাকে বিশ্বাস ঘাতক কোরেনো।

ম—পিতা, এই শরীরে আপনার শোণিত, এই হৃদয়ে আপনার উপদেশ, এই প্রাণে ঈশ্বরে বিশ্বাস ; আমার আর অন্য সম্বল নাই।

বু—তোমার অসি, আমার আশিস্, ঈশ্বরের শক্তি তোমায় কর্ত্তব্যে অচলা রাখবে। আমি এখন নিশ্চিন্ত।

[প্রস্থান

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য—রাজা রাম রায়ের দূত দ্বারে উপস্থিত।

গু—আচ্ছা নিয়ে এসো।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

এই সেই বিস্ফোটক ; মারাত্মক নয় বটে ; কিন্তু বড় জ্বালা দেয়।

(দূতের প্রবেশ।)

আপনি রামরায়ের কাছ থেকে আসছেন ?

দূত—আমি দিন দুনিয়ার মালিক শাহানসা বাদশাহ আলমগীরের গোলাম আমির উলমুখ রেসেলদার দোহাজারি সরদার সাফদার জঙ্গ জঙ্গী বাহাদুরের পদাশ্রিত গোলাম কি গোলাম রাজা সাহেব রামরায়ের তরফ হতে আপনার কাছে এসেছি।

গু—অত ভনিতায় কাজ কি ? প্রয়োজন বল।

দূত—রাজা রাম রায়ের গদি আপনারা কেড়ে নিয়েচেন বলে তিনি

বাদশাহের গোলাম সাফদার বাহাদুরের কদমপোষে পড়ে বীর-পুরুষের মতন কাঁদচেন। রহমদেল সেনাপতি সাহেব তাই মেহেরবাণী করে আমায় এখানে পাঠিয়েছেন। আমিও বহুত এনায়েৎসে দিল্লীর দৌলত খানা ছেড়ে আপনাদের এই গরীব খানায় এসে জানাচ্চি যে যদি এখনই আপনারা রাজা সাহেবের রাজ্য ছেড়ে না দেন তবে বাদশাই ফৌজ এসে আপনাদের জোয়ান বাচ্ছা বুড়া আওরৎ সব এক দমসে কোতল করবে—দুনিয়া থেকে শিখের নাম খারিজ হয়ে যাবে।

গু—শিখের নাম খারিজ করা সাফদার বাহাদুরের অথবা তাঁর সম্রাটের পক্ষে বড় সোজা নয়, বোধ হয় তাঁরা তা বুঝে থাক্‌বেন। দূত, সেনাপতিকে মনে করে দিও যে আমাদের যে অসির পরিচয় তিনি পূর্ব্বে পেয়েছেন তার ধার আরো খরতর হয়েছে। (অসি নিষ্কাষণ)।

দূত—(ভীত হইয়া দূরে গিয়া) থাক, থাক, দূত অবধ্য; গোলেস্তায় আছে, রামভারতে আছে।

গুরু—ভয় নেই, মশক নাশের জন্য শিখের অসি নিষ্কাসিত হয় নি। দূত, তোমার বাদশাকে বোলো যে হিন্দুস্থানের লোহায় চমৎকার ইস্পাত হয; আর ভবানী-মন্দিরে যে খড়্গে ছাগ বলি হয় সে খড়্গে নরবলিও হয়ে থাকে। অসির আস্ফালন আর যেন তিনি না করেন। যদি এই বিশাল ভারতকে বলিদানের প্রাঙ্গনে পরিণত দেখ্‌তে তাঁর বিশেষ অভিলাষ হয়, তবে যেমন অত্যাচার চল্‌চে তেমনি চল্‌তে দিন। আমরাও শ্মশানেশ্বরী ভবানীর ষোড়শ উপচারে পূজার ব্যবস্থা করি। গুরুজিৎ, যাও, দূতকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় দাও।

দূত—(করযোড়ে) আজ্ঞা বলেছি ত দূত অবধ্য।

গুরু—ভয় নেই; আমাদের রাজনৈতিক অভিধানে ভাষার ভোজ-বাজি নাই। পুরস্কারের মানে পুরস্কার—দূতের তা সর্ব্বত্রই প্রাপ্য।

[দূত ও গুরুজিতের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামরায়ের কক্ষ।

(সাফদার ও রাম রায়।)

রাম—আর উদাসীন থাকলে চলবে না সেনাপতি সাহেব! ভাঙ্গানীতে অসংখ্য বাদশা সৈন্য ক্ষয় হয়েছে।

সা—দেল দোরস্ত নেই দোস্ত—কার জন্যে লড়ব? কামিনী না থাক্‌লে কাঞ্চন কুড়িয়ে লাভ কি? আগে কামিনী পরে কাঞ্চন। কেমন, তোমাদেরই বয়েদ আছে না?

রা—ওকি কথা বলছেন, সর্দ্দার বাহাদুর। এখন ওসব কামের কলুষ কথা ছেড়ে দিন। এই রণোন্মত্ত শিখজাতির করাল কৃপাণকে আর কৃষকের কাস্তে বলে উপেক্ষা করবেন না। এই নবীন জাতির হৃদয়ে যে দেশভক্তির দীপশিখা প্রজ্বলিত হয়েছে তা যদি এখনই নির্ব্বাপিত কত্তে না পারেন, তাহলে ঐ আলোক দীপ হতে দীপান্তরে চালিত হবে; হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে ঐ স্বদেশ প্রেমের প্রদীপ জ্বলে উঠবে। আর সেই বিংশতি কোটি প্রদীপ্ত দীপের ঐশিক রশ্মির ঔজ্জ্বল্যে হিন্দুস্থানের সম্রাটশক্তির মহিমা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মসী-মলিন হয়ে যাবে।

সা—রায় সাহেব, আপনি কাফেরী কুসংস্কার এখনও ত্যাগ কত্তে পাল্লেন না? দেশভক্তি, দীপশিখা—এসব কি বলচেন? ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলবে না রায় সাহেব, চিতা জ্বলবে। যখনই মনে করব কাস্তে ধরব, আর তোমার বিংশতি কোটিই বল, আর ত্রিংশতি কোটিই বল—লোকগুলাকে ঢলে পড়া ধান গাছের মত মুড়িয়ে কেটে ফেলব।

রা—তবে আর বৃথা চেষ্টা! আপনার দ্বারা দেখছি আমার আর কোন আশা নেই। বাদশা আমায় অনেক আশা দিয়েছিলেন;

তিনি হয় ত আমায় এ অবস্থায় পরিত্যাগ করবেন না। একবার তাঁর কাছে সকল কথা নিবেদন করি।

সা—হাঃ হাঃ, ভুল, দোস্ত, ভুল। আমরাই বাদশার চোখ, আমরাই বাদশার কান, আমরাই বাদশার জবান। আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না যে, বাদশার বিশ্বাস আপনার দোষেই আমাদের পরাজয় হয়েছে!

রা—সে কি সেনাপতি সাহেব, আমার অপরাধ কি? আমি যে তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত যুদ্ধ করেছি।

সা—সব জানি কিন্তু আপনার বীরত্বের বাখান করে কি আমি বাদশাই ফৌজের গৌরব নষ্ট করব।

রা—আপনি কি বলচেন? তবে কি বাদশা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না?

সা—বিশ্বাস করা তাঁর উচিত নয়; আমি সম্রাটের স্বজাতি, আপনি বিজাতি; আমি তাঁর স্বধর্ম্মী, আপনি বিধর্ম্মী; আমি রাজ কর্ম্ম-চারী, আপনি রাজদ্বারে ভিখারী; আমাদের উপর বিশ্বাস, আপনাদের উপর সন্দেহ, আমাদের হুঙ্কার, আপনাদের আতঙ্ক। বাদশাই তক্তের এই চারটী পায়া।

রা—তবে কি আমার দুকূল গেল?

সা—সাফদারকে অনুকূল রাখতে পাল্লেই সব কূল থাকে।

রা—আর কি কল্লে আপনি অনুকূল হন?

সা—এই ব্যাকুলের প্রেমের মুকুলটী ফুটিয়ে দিলেই—

রা—(সবিস্ময়ে) আমি? কারে কি বলছেন? আমি আপনার প্রেমের মুকুল ফোটাব কি?

সা—আপনি কি আর সশরীরে ফোটাবেন? শেষ কি আর লোক পেলুম না যে আপনার সঙ্গেই প্রেম কত্তে চাচ্চি। আপনাকে

ত আমি কত বার ঈশারা ইঙ্গিতে বোলেছি কার জন্য আপনার দোস্তের প্রাণ ব্যাকুল।

রা—কে? যশোদা?

সা—হাঁ এখন যশোদা—আমার বেগম হলে বিবির খুব আমিরী নাম রাখব।

রা—আপনি বলেন কি?

সা—আপনি আশ্চর্য্য হতে পারেন। আমি সেনাপতি বাহাদুর আপনার মত ভূমিশূন্য কাফের রাজার কেনা বাদীর উপর এত মেহের-বাণী কত্তে চাচ্চি—একথা যে শুনবে সেই আশ্চর্য্য হবে।

রা—কেনা বাদী? যশোদা যে আমার কন্যা-তুল্যা। সর্দ্দার সাহেব, আপনি তাকে জানেন না তাই এমন কথা বলচেন। সে যে আমার সেফালি ফুল—শিশিরপাতে ঝরে যায়, সে যে লজ্জাবতী লতা—ছায়াস্পর্শে মুদিত হয়! অনাথিনী দীনা দীননাথকে ডেকে দিন কাটায়।

সা—সে বসোরার গোলাপ—আপনাদের অসভ্যতার অন্ধকারে রেখে তাকে বদ রং করে ফেলেচেন। আমি তাকে আমাদের সভ্যতার সূর্য্যালোকে এনে ফোটাব। সে গোলাপের খোসবো বাদসার রংমহলে পর্য্যন্ত ছুটবে; তার রঙের জলুসে শাজাদীদের পর্য্যন্ত চোক ঝলসে যাবে।

রা—সাফদার বাহাদুর, ঐটী আমায় ক্ষমা করুন; ঐ মর্ম্মভেদী কথাটী ছেড়ে দিন; যশোদার বুক আমি স্বহস্তে ভেঙ্গে ফেলতে পারবো না। আমি লালসার দাস বটে; কিন্তু সেই অনাঘ্রাত বন-কুসুমটী আমি দেবার্চ্চনার জন্যও বৃন্তচ্যুত কত্তে পারব না। সাফদার বাহাদুর, সে কিছু জানে না; মানুষের ভাব, যুবতির বৃত্তি তার প্রাণে নাই; তার আশা নেই, ইচ্ছা নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, ধর্ম্ম নেই,

অধর্ম্ম নেই, বিলাস নেই, বেদনা নাই, সে নিজে নেই তার নিজত্ব নেই—সব তার দীননাথকে দিয়েছে।

সা—কেয়াবাৎ খয়রাৎ; সবই ত দীননাথকে দিয়েছে এখন বাকী আছে পরীর মত শরীরখানি; তা আর রেখে কি হবে—এই প্রাণ-নাথকেই দান করুক না?

রা—(সরোষে) বর্ব্বর

সা—(উচ্চ কণ্ঠে) কি তাঁবেদার?

রা—কিছু না—আপনাকে কিছু বলিনি—মন আমার চীৎকার করে ভেবে ফেলেছে।

(তাড়াতাড়ি দূতের প্রবেশ।)

দূত—ভাঙ্গানীতে পরাজিত হবার পর বাদশাসৈন্য নাদাওনের দুর্গ আক্রমণ কত্তে গিয়েছিল—সেখানেও তাদের পরাজয় হয়েছে।

সা—আচ্ছা যাও।

[দূতের প্রস্থান।

সা—উত্তম হয়েছে; এই বার দেখে নিও রায় সাহেব তোমার আর তৃণাসনও জুটবে না।

রা—আপনি কি গোলামের উপর রাগ কল্লেন?

সা—এখনও বলচি, রাগের শাস্তি আপনার নিজেরই হাতে। এক-বার ভেবে দেখবেন।

[প্রস্থান।

রা—বিষম সমস্যা—কি করি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জেহানারার কক্ষ।

(জেহানারা।)

জে—(স্বগতঃ) গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার স্কন্ধে নিইচি! পরোপকার; হতভাগিনীর অশ্রু বিমোচন। যমুনার এ কার্য্য আমায় সম্পন্ন কত্তে হবে। সে হিন্দু হলেও তার প্রতি আমার কোনরূপ বিদ্বেষ নাই। সে আমার আশ্রিতা—অনুগ্রহ-ভিখারিণী। সে আমার বাঁদী নয়—সঙ্গিনী। আমি তার অশ্রু মুছাব; তার মেঘমলিন মুখমণ্ডল প্রভাত রবিকরস্নাত কুসুম তুল্য প্রফুল্লিত কর্‌ব। রাম রায় আসছে; কৌশলে তার উদ্দেশ্য বুঝতে হবে—কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন কত্তে হবে।

(রামরায়ের প্রবেশ।)

আপনার নামই রামরায়?

রা—আজ্ঞা হাঁ শাজাদী। অধীনকে কি জন্য অনুগ্রহ করে স্মরণ করেছেন?

জে—আপনাকে দেখ্‌বো বলে—কিছু কাজও আছে। বাদশার কাছে আপনার কাজ শেষ হয়েছে?

রা—না শাজাদী, আর কত দিন যে এমন করে থাকতে হবে তাত জানি না।

জে—এতকাল আপনি এখানে বাস কচ্চেন; দেশের জন্য আপনার মন কেমন করে না?

রা—কোথায় আমার দেশ? যে দেশে আমার গৃহ নাই, আশ্রয় নাই, স্থান নাই—সেদেশ আবার আমার দেশ কি? সে এখন গোবিন্দ সিংহের দেশ। গোবিন্দের মহিমাগীত আজ পঞ্জাবে উত্থিত হয়ে

হিমাদ্রীর প্রস্তরে প্রস্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্চে। আর আমি কি আজ ভিখারী হয়ে তার দরবারে মস্তক অবনত করবার জন্য দেশে প্রত্যাবৃত্ত হব?

জে—কেন, আপনার কি স্ত্রীপুত্র নাই?

রা—না।

জে—আপনি বিবাহ করেন নি?

রা—করেছিলুম। কিন্তু বিবাহের পরই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছি। তার পিতা আমার শত্রুপক্ষ অবলম্বন করেছিল।

জে—পিতার উপর রাগ করে স্ত্রীকে ত্যাগ কল্লেন? বিবাহিতা নারী কার সম্পত্তি—পতির না পিতার?

রা—অত ভাবিনি; যে শত্রুর ছায়া স্পর্শ কত্তে নেই, তার কন্যা স্পর্শ কত্তেও প্রবৃত্তি হয় নি।

জে—এখন আপনার স্ত্রী কোথায়?

রা—জানি না; খবর পেয়েছি সে এখন পথের কাঙ্গালিনী হয়েছে।

জে—তবে কি রাজা রাম রায়ের রাণী অনাশ্রিতা হয়ে পথে পথে বেড়াবে?

রা—রাজা রাম রায় কোথায় যে তার রাণী? বাদশাহী দরবারে প্রতি হরকরার নিকট, মোগল শিবিরের প্রত্যেক বরকন্দাজের সমক্ষে যাকে অনুগ্রহের জন্য নতজানু হতে হচ্চে—সে আবার রাজা? সে আবার মানুষ? বাদশাহ আলমগীরের সিংহাসন হিন্দুস্থানে অটল হোক, ভারত সমীরণ মোগল পতাকাকে চিরদিন আন্দোলিত করুক—কিন্তু মার্জ্জনা করবেন শাজাদী, আমি যে মনুষ্যত্বহারা পরাধীন দাস তা ভুলব কেমন কোরে? আমি আর রাম রায় নই—একটা লজ্জা ঘৃণা ও অপমানের আধার মাত্র। এ হৃদয়ে আর প্রেম স্মৃতি কিছুই নাই। রাজ্য—রাজ্য; রাজ্য আগে, ভার্য্যা পরে; আগে প্রাধান্য, পরে প্রেম।

(যমুনার প্রবেশ।)

জে—কি যমুনা ?

য—আপনি অসুস্থ ছিলেন, কেমন আছেন একবার দেখ্‌তে এলুম।

জে—আমি সুস্থ হয়েছি—তুমি যাও।

[যমুনার প্রস্থান।

রা—বাঃ কি সুন্দর !

জে—কি হোল, আপনার কি কোন অসুখ করেছে ?

রা—বুঝতে পাচ্চি না অসুখ কি আরাম, বেদনা কি বিলাস, প্রমোদ কি প্রমাদ।

জে—এতো মন্দ রোগ নয়—আপনার কি এ পীড়া আছে না কি ?

রা—আজ্ঞা না; হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠ্‌লো। শাজাদী, অনুগ্রহ করে একটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে অনুমতি দেবেন ?

জে—একশোটা।

রা—যিনি এই মাত্র এসেই চলে গেলেন উনি কে ?

জে—ওর নাম যমুনা—আমার একজন পরিচারিকা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আপনাকে যে এই বিপদ সঙ্কুল স্থানে ডাকিয়ে এনেছি তার কারণ হচ্চে—

রা—(অন্য মনস্ক ভাবে) বেয়াদবি মাপ হয়, ওকে হিন্দুরমণী বলে বোধ হল।

জে—শুধু তাই—না মুগ্ধ বোধও হল ?

(যমুনার পুনঃ প্রবেশ।)

রা—কি সুন্দর !

য—শাজাদী, উদীপুরী বেগম আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন।

জে—রায় সাহেব, আমি এখন চল্লুম। আমার এই পরিচারিকা

আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছে দেবে। আর একদিন আপনার সঙ্গে কথা হবে।

[প্রস্থান।

য—(স্বগতঃ) স্বামীর হৃদয় ত একেবারে শুকিয়ে যায়নি। এ দৃষ্টির অর্থ কি? লালসা না প্রেম?

(প্রকাশ্যে) আপনি এখন আসবেন কি?

রা—একটু থেকে আপনাকে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে পারি?

য—বলুন।

রা—হিন্দুরমণী হয়ে আপনি দিল্লীর রঙমহলে কেন?

য—হিন্দু হয়ে আপনিই বা দিল্লীর দরবারে কেন?

রা—আমি অন্যায়রূপে আপনার রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি বলে, নিজের ন্যায্য অধিকার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য বাদশার সাহায্যপ্রার্থী।

য—আমিও অন্যায়রূপে আমার রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি বলে—

রা—সে কি, আপনি রাজরাণী!

য—রমণী মাত্রেই রাজরাণী—যদি পতি সোহাগিনী হয়। আমি এখন ভিখারিণী।

রা—আহা এমন পারিজাত অনাদরে ধূলায় ফেলে দেয় কোন্ পাষণ্ড?

য—আপনি বোধ হয় পাষণ্ড নন—পারিজাতের আদর জানেন?

রা—এ পারিজাতের পরিবর্ত্তে পৃথিবীর সাম্রাজ্যও তুচ্ছ।

য—আপনি ত দেখছি ললিত আলাপে ললনাকে প্রলোভন দেখাতে বিলক্ষণ পটু। তবে যেন শুন্‌তে পাচ্ছিলুম শাজাদীকে বলছিলেন শ্বশুরের ওপর রাগ করে পত্নীকে ত্যাগ করেছেন?

রা—সেটা কি এত নিষ্ঠুর কাজ?

য—না সেটা খুব দয়ার কাজ। থাক, ওকথায় আর কাজ নেই।

একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি ত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিদেশীর চরণাশ্রিত; স্বজাতির শবের উপর সিংহাসন পেতে শ্মশান রাজ হবার স্পৃহায় লালায়িত। তাতে আজ পর্য্যন্ত কতদূর সফলকাম হয়েছেন? আপনার প্রতি কি বিজয়লক্ষ্মীর একবারও কটাক্ষপাত হয়েছে?

রা—না হয়নি; কিন্তু সে কেবল একটা নীচাশয় বিলাসী মুসলমান সেনানায়কের ঔদাস্যে, আলস্যে ও উপেক্ষায়। সাফদার একবার মন দিয়ে লড়লে—

য—সাফদার লড়বে? হিন্দু রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মুসলমান লড়বে? কেন, আপনার ক্ষত্রিয় বাহুতে কি পক্ষাঘাত হয়েছে?

রা—আমি একা—

য—না—শুধু একা নয়। আপনি নেই; আপনার জীবন নেই। আপনি শব। পুরুষের শক্তি নারী। শক্তিহীন পুরুষ শব। কার জন্য সংসার, কার জন্য রাজ্য ঐশ্বর্য্য? কার লজ্জা ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য আপনি প্রাণকে তুচ্ছ করে অনলের মুখে ছুটে যাবেন? কার মুখ মনে করে আপনার বুকে বল আসবে? কার তেজোদীপ্ত স্নেহ দৃষ্টির সুধা বৃষ্টিতে অস্ত্রাঘাতের জ্বালা আপনার জুড়িয়ে যাবে? অশোক বনে বন্দিনী জনকনন্দিনীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি মনে না পড়লে কি রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বুকে শক্তিশেল সহ্য কত্তে পাত্তেন? না দশাননকে সবংশে ধ্বংস কত্তে পাত্তেন? অর্জ্জুনের গাণ্ডীব নয়, ভীমের গদা নয়, শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠ-পোষকতা নয়—কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবের প্রচণ্ড বিক্রমের প্রধান কারণ কৃষ্ণার কুটিল দৃষ্টি—তাঁর পৃষ্ঠ-বিলম্বিত বিগলিত বেণী। রাজন, শত্রু-শোণিতে হস্ত রঞ্জিত করবেন মনে করেছেন। সে রক্ত মুছবেন কোন্ পাঞ্চালীর কৃষ্ণ কেশ রাশিতে?

রা—বুঝতে পাচ্চি, আপনার মতন সহধর্ম্মিণী পেলে অতি হীন ব্যাক্তিও জগজ্জয়ী হতে পারে? আভাসে আপনার উচ্চ বংশের পরিচয় কতক দিয়েছেন; এখন বলতে পারেন কতকাল সাধনা কল্লে আপনার মত সহধর্ম্মিণী ভাগ্যে ঘটে?

য—গুণহীনা মুখরা দাসীকে লজ্জা দেবেন না। আমার কথা ছেড়ে দিন; তবে সাধনার কথা বলছিলেন;—শুনেছি সকল সাধনার প্রকৃষ্ট পথ প্রেম। প্রেমে ঈশ্বরকেও পাওয়া যায়।

রা—প্রেম সুন্দরী প্রেম! মুহূর্ত্তমাত্র আলাপের পর, তিলেকমাত্র ঐ তিলোত্তমা প্রতিমা আমার আকুল নয়নে প্রতিবিম্বিত হবার পর, কেমন করে বোঝাবো—

য—থামুন—থামুন। আমি আমার প্রতি প্রেমের পরিচয় চাচ্চি না। আপনি ক্ষত্রিয়; স্বদেশের প্রতি আপনার প্রেমের নিদর্শন কৈ? যে গরীয়সী জন্মভূমি আপনার অহরহ অশ্রুজলে ভাসছে, অত্যাচারীর হুহুঙ্কারে যে মা আপনার সদাই আতঙ্কিত—যে জননী আপনার দিন দিন ধর্ম্মে কাঙালিনী, ধনে কাঙালিনী, অশনে বসনে পীড়িত সন্তানের ক্রন্দনে কাঙালিনী হচ্চেন—সেই জগদ্ধাত্রী স্বরূপা মাতার প্রতি আপনার প্রেম কৈ? যে ব্যক্তি মাকে ভালবাসতে শেখেনি সে পত্নীকে ভাল বাসবে কেমন করে? রাজন, প্রেমের সাধনা করুন; বিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিন; বিজাতির প্রতি স্বার্থপ্রণোদিত বিজাতীয় ভক্তির পাশ হতে আপনাকে মুক্ত করুন; স্বজাতির প্রেমে, সমগ্র ভারতবাসীর প্রেমে আপনার হৃদয়ের অমৃত কুণ্ড পূর্ণ করুন; দেখবেন সেই পবিত্র প্রেমের আকর্ষণে আপনার মানসী প্রতিমা আপনার সঙ্গে মিলিত হবে।

রা। যমুনা, তোমার কথায় আমার হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত হল। আমি ভাববো?

য—এখন আসুন, আর এখানে থাকা উচিত নয়।

রা—চল; (গমন কালে স্বগতঃ) তুমি আমার সরস্বতী, তুমি আমার লক্ষ্মী, তুমি আমার শক্তি; হৃদয়ে থাক—আমার রক্ষা হবে; হৃদয় থেকে সরে যাও—অমনি পথ হারাব।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাম রায়ের কক্ষ।

গীত।

যশোদা—

সবার দুঃখ ঘুচাগো মা আমায় শেষে রাখিস পায়।
আমার ডাকে দিস না সাড়া আর যদি কেউ ঠেকে দায়॥
চাহি না ধন মান,
বাড়ে পাছে অভিমান,
এই ভিক্ষা মাগি শ্যামা শেষের সেদিন রাখিস পায়॥

(স্বগত) এত রাত হল বাবা এখনও আসছে না কেন? ওমা, ভুলে গেছলুম—এখনও যে বাবার বিছানা হয় নি?

প্রস্থান।

রাম রায়ের প্রবেশ।

রাম—(স্বগত) রাত্রি অনেক হয়েছে; যশোদা বোধ হয় শুয়েছে। যশোদা আমার মাতৃস্নেহের কাঙালিনী। যদি যমুনার কোলে তাকে তুলে দিতে পারি, তা হলে বালিকার আর কোন অভাবই থাকবে না। ইস্—

আমি যে স্বপ্নে নন্দন কানন তৈরী করে ফেলেছি! যশোদা লাভের ইচ্ছা যদি সাফদারের ক্ষণিক মোহ না হয়, তাহলেই বিষম বিপদ। ও যে নীচ প্রকৃতি তাতে যশোদাকে না পেলে কখনই আমার রাজ্যো-দ্ধারের সহায়তা করবে না। একটা কথা—লম্পটের চোখে না দেখে পত্নী ভাবে গ্রহণ কত্তে চায়। মন্দের ভাল; কিন্তু যশোদা আমার বনহরিণী। বিজাতীয় ব্যাঘ্রের ঘরে গেলে সে তরাসেই মরে যাবে। (নেপথ্যাভিমুখী হইয়া) যশোদা, ঘুমিয়েছ কি? যশোদা?

য। (নেপথ্যে) কে, বাবা? যাচ্চি।

রা—না, না, শুয়ে থাক; উঠনা—বিশেষ তেমন আবশ্যক নেই।

(যশোদার প্রবেশ)

য—না বাবা, ঘুমুব কেন? তুমি এখন আসনি—আর ঘুমুব? আমি বাইরেই এতক্ষণ বসেছিলুম।

রা—বাইরে বসেছিলে কেন?

য—এই তোমার জন্যে; আর যদি কেউ আসে টাসে।

রা—দেখ যশোদা তুমি আর আগেকার মত বেশী বাইরে টাইরে থেকো না; ক্রমে বড় হচ্চ। ভিখিরী ফকির আসে—দাসী টাসির হাত দে ভিক্ষে পাঠিয়ে দিও।

যশোদা—কেন কি হয়েছে?

রাম—এ দিল্লী সহর। এখানে কত রকম লোক আছে। কে কি ভাবে আসে তা কি বলা যায়। শুনলুম এর মধ্যে কবে কি একটা ফকিরকে ভিক্ষে দিয়েছিলে, সে ব্যাটা বড় বড় জায়গায় গিয়ে—

যশোদা—কি; আমায় গাল দিয়েছে?

রাম—না না, গাল নয়; বরং সুখ্যাত করেছে; কিন্তু এ দিল্লী সহরে স্ত্রীলোকের রূপের সুখ্যাতি তার বিপদের কারণ হতে পারে।

যশোদা—(সহাস্যে) কেন, আপনার বাদশাই মুলুকে সুন্দরী স্ত্রীলোকের ফাঁসী হয় না কি ?

রাম—সুন্দরীর নয়, তবে অনেক সময় তার সৌন্দর্য্যের ফাঁসী হয় বটে।

যশোদা—ছি, ছি, আপনার বাদশা এত ইতর ?

রাম—আমি বাদশাকে মনে করে একথা বলিনি, তবে তাঁর কর্ম্মচারীদের অনেকে—

যশোদা—বুঝেছি বুঝেছি, অনেক সময় চাকরের আচরণ দেখলেই মনিবের প্রকৃতি বোঝা যায়।

রাম—যাক ; ও সব কথা ছেড়ে দাও, তুমি শোওগে। সাবধান কচ্ছিলেম কিজন্য জান? তোমার কন্যা কাল উত্তীর্ণ প্রায়। শীঘ্রই তোমার বিবাহ দিতে হবে। তোমার যে অপরূপ রূপ, তোমার যে সুন্দর স্বভাব তাতে আমার আশা আছে যে তোমায় সামান্য ঘরের ঘরণী হ'তে হবে না।

যশোদা—সে কি বাবা, আপনি কি আমায় দূর ক'রে দিতে চান ?

রাম—ছি, ওকথা কি বলতে আছে ? তোমায় কিনে এনেছিলুম—একথা কখনও কি আমি মুখে এনেছি ; কিন্তু মা জানতো, কন্যার উপর পিতার অধিকার অতি অল্পকাল স্থায়ী। পরের ঘরে যাবার জন্যই তার জন্ম। বালিকা পিতার, যুবতী পতির।

যশোদা—তা বাবা এমন বরের সঙ্গে আমার বিয়ে দাও না, যাতে তোমায় ছেড়ে না যেতে হয়।

রাম—গৃহপালিত জামাতা! ছি ছি—

যশোদা—গৃহপালিত কি বাবা, বরং বল সেই জামাইয়ের বাড়ীতেই পৃথিবী শুদ্ধ লোক বাস কচ্চে, তার খাচ্চে—

রাম—(হাসিয়া) এই বেটি পাগলামি আরম্ভ কল্লে!

যশোদা—বাবা, পৃথিবীতে মিথ্যার মর্য্যাদা কি এতই বেশী যে কেউ সত্যের কথা পাড়লেই লোকে তাকে পাগল বলে!

রাম—ভগবানকে বিয়ে করবি—এ পাগলামির কথা নয়ত কি?

যশোদা। কেন, ভগবান পিতা হতে পারেন, মাতা হতে পারেন, আর পতি হতে পারেন না? এই তো তুমিই বল্লে যে "বালিকা পিতার যুবতী পতির"। পতি যদি যুবতীর এতই আপনার জন, তা হলে ভগবান থাকতে সে আপনার জন অন্যকে কত্তে যাব কেন?

রা—আচ্ছা, তুমি এখন শোওগে। আমার এখন অনেক কাজ আছে, সর্দ্দার যুদ্ধে যেতে ইতস্ততঃ কচ্চে। যদি এই সময় গোবিন্দসিংকে আক্রমণ কত্তে না পারা যায়—তাহলে এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না, আমার সকল আশাই চিরদিনের জন্য নির্ম্মূল হবে।

য—বাবা কেন আর—

রা—এখন এসো মা।

(যশোদার প্রস্থান।)

(স্বগত) সাফদারের অপরাধ কি? এ রত্নহার সম্রাটকেও প্রলোভিত কত্তে পারে। আগে ভাবতেম বটে যে একটা তুচ্ছ স্ত্রীলোকের জন্য লোকে এত লালায়িত হয় কেন; কিন্তু যমুনা আজ আমার হৃদয়ে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করে দিয়েছে। মরুভূমিতে সরিৎ সৃষ্টি কত্তে—মহানিশায় দীপ দান কত্তে—আমার রাক্ষসী আশায় কোমল প্রাণ প্রতিষ্ঠা কত্তে—কোথা হতে ললিত লীলা-ভঙ্গ-ভঙ্গিমা যমুনা এসে দেখা দিলে! যমুনা-লহরী-লাঞ্ছিত কৃষ্ণকেশ-তরঙ্গে যমুনার শ্যামাঙ্গ শোভা উচ্ছ্বসিত; যমুনার নয়নে ব্রজের বিগলিত প্রেমপ্রবাহিণীর তারল্য; যমুনার কণ্ঠে কালিন্দীর আনন্দ কল্লোল! মরি মরি ভৎসনায় কি সহানুভূতির সান্ত্বনা! তিরস্কারে কি প্রীতির পুরস্কার! অনুযোগে কি অনুনয়! সিংহাসন এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রলোভনীয় হয়েছে।

কণ্টক তরুচ্ছেদনই এখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, সঙ্গে সঙ্গে কুসুম তরু রোপণের সুকুমার সংকল্পকেও হৃদয়ে স্থান দিয়েছি। যে সিংহাসন যমুনার রূপে আলোকিত কত্তে পারবো—তার মূল্য আমার চক্ষে এখন অপরিমেয়।

(জনৈক সেনানীর প্রবেশ।)

সেনানী—আদব রাজা সাহেব?

রা—আদব, কি সংবাদ ?

সে—বড় খোস খবর। ভীমচাঁদ কৃপাল প্রভৃতি পাহাড়া রাজারা একেবারে বিদ্রোহী হয়েছে। যেখানে যত শিখসৈন্য ছিল—সব একত্রিত করে গোবিন্দসিং বিদ্রোহ দমন কত্তে গেছে। আপনার রাজ্য এখন একরূপ অরক্ষিত। এই সুযোগে যদি আপনি বাদশাই ফারমান নিয়ে রাজ্যে প্রবেশ কত্তে পারেন, তাহলে বোধ হয় অতি সহজেই আপনার কার্য্য সিদ্ধ হয়।

রা—বল কি, আমি এখনই ফারমানের জন্য দরবারে যাচ্চি। সেনাপতি প্রস্তুত আছেন ত?

সে—সেনাপতি পীড়িত।

রা—পীড়িত! তবে তোমায় কে পাঠালে ?

সে—আজ্ঞে সেনাপতি সাফদার বাহাদুরই পাঠিয়েছেন; তিনি শয্যাগত।

রা—ভাল, আমি নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করব—তুমি শীঘ্রই সৈন্য প্রস্তুত করগে।

সে—সাফদার সাহেবের সৈন্যগণ অন্যের অধীন হয়ে যুদ্ধে যেতে সম্মত নয়।

রা—সে কি! তবে কি জন্য সাফদার তোমাকে আমার নিকট

পাঠিয়েছেন ? আমি একা গিয়েই যদি রাজ্যোদ্ধার কত্তে পাত্তুম, তবে এতকাল দিল্লীতে তাঁবেদারী কচ্চি কেন ?

সে—সেনাপতি বলে পাঠিয়েছেন যে এমন সুযোগ আর হবে না।

রাম—তা তো নিশ্চয়—কিন্তু—

সে—সেনাপতি পীড়িত।

রাম—এর মধ্যে কি হ'ল ?

সে—ভারি ব্যারাম ; খাঁ বাহাদুর বল্লেন তার ঔষধ আপনার কাছেই আছে।

রাম—হুঁ—

সে—আজ যদি সেনাপতি আরাম হন, তাহলে পরশু সন্ধ্যার পূর্ব্বে আপনি আপনার পৈতৃক সিংহাসনে নির্ব্বিঘ্নে বসতে পারবেন।

রা—(স্বগত) তাইতো, হেলায় হারাব ? হেলায় হারাব ? একটা বালিকার পাগলামিতে ভুলে কাপুরুষের ন্যায় পিতৃরাজ্য উদ্ধারে বিরত হব ? না—কখনই নয়। রাজ্যের কাছে রমণী ? অতি তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ ! আসুক রাজ্য—যাক স্নেহ—যাক মায়া !

সে—আজ শেষ রাত্রে কুচ কত্তে পেলে কাল দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই—

রাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত আছি ; আর আমায় বোঝাতে হবেনা।

সে—সেনাপতির যেরূপ অবস্থা দেখে এসেছি তাতে বোধ হয় তাঁর ব্যারাম ক্রমে বাড়ছে।

রাম—আপনি অপেক্ষা করুন—আমি ঔষধ করে আনচি।

প্রস্থান।

সে—(স্বগত) আরে দুনিয়া ! এখানে মেয়ে বল, ছেলে বল, মা বল, বাপ বল, স্ত্রী বল, বন্ধু বল—কেউ কারো নয় বাবা। খালি আমি ; অহম্ মশাই যেখানে ষোলআনার যায়গায় আঠার আনা পান, সেইখানেই

স্নেহ, মায়া, প্রেম, ভালবাসা—সব। আর অহম্ মশাইএর পাওনা গণ্ডা কড়া ক্রান্তি এদিক ওদিক হলেই আঁধার ঘর থেকে খাতাঞ্চি ঠাকুর বেরিয়ে এসে, মনকে এমন সোজা বোঝান বুঝিয়ে দেন যে তখন মার পেটের ভাইকে খেতে দিলে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়; বালিকা কন্যাকে বুড়ো বরের গলায় গেঁথে না দিলে মেয়েকে সুখী করবার আর অন্য উপায় থাকে না; জাত্যভিমান মহাপাতক বলে বোধ হয়; পৈতৃকধর্ম্ম পরিত্যাগ না কল্লে স্বর্গে যাবার অন্য সিঁড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। এই রকম সব নিজের সুবিধা মত যা কিছু শাস্ত্র উপদেশ জ্ঞানতত্ত্ব জলের মত বুঝে পড়ে নিয়ে, অহম্ মশাই আপনার ষোল আনা সুখটা ভোগ দখল কত্তে থাকেন।

যশোদা—(নেপথ্যে) আমার আবার ভাল কি? বল তোমার সুখের জন্যে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

রা—(নেপথ্যে) তোমার ভালয় আমার ভাল—তোমার সুখেই আমার সুখ।

সে—(স্বগত) ঐ গো, তোমার ভাল—তোমার সুখ। জমা খরচ যাই হোক—কৈফিয়ৎ কেটে দাঁড়াচ্চে আমার ভাল—আমার সুখ। হয়েছে, সেনাপতি সাহেবের পক্ষাঘাত আরোগ্য হবার ওষুদ তৈরী হয়েছে। এখন গন্ধমাদন বা আমাকেই কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয়।

রা—(নেপথ্যে) নিশ্চিন্ত থাক মা—নিশ্চিন্ত থাক।

সে—একেবারে নিশ্চিন্তপুরে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে এখন।

রামরায়ের পুনঃ প্রবেশ।

রা—হাবিলদার সাহেব, সেনাপতিকে শিবিকা পাঠাতে বলুন, আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী যশোদা যেতে প্রস্তুত।

সে—এমন শুভ সময়ে আপনার সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত।

রা—না না, আমাদের হিন্দু কন্যারা পিতৃগৃহ ত্যাগের সময় বড় কান্নাকাটি করে। সে দৃশ্য আমি দেখতে পারবো না। আমি দরবারে চল্লুম। বাদশার নিকট ফারমান আনতে হবে; আজ শেষ রাত্রেই কুচ করবো।

সে—যে আজ্ঞে। (কিয়দ্দূর গমন)

রা—শোন শোন, হাবিলদার সাহেব, আমি জানি সেনাপতির তুমি বিশ্বাসভাজন পুরাতন কর্ম্মচারী—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো; আমায় সত্যি উত্তর দেবে?

সে—অনুমতি করুন।

রা—সাফদার বাহাদুরের বিবিরা বেশ সুখে থাকে তো? উনি তাদের কোনরূপ কষ্ট দেন না ত?

সে—শোভন আল্লা! সাফদার বাহাদুর দুষমনের সামনে দানা; কিন্তু জেনানার—

রা—তা হলেই হল, তা হলেই হল। যশোদা আমার বড় যত্নের ধন।

সে—তা আর কথা আছে!

প্রস্থান।

রা—বিদ্রূপ কল্লে না কি? যাক একবার কার্য্যোদ্ধার করে নি। রাজ্য চাই; যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, তখন সব শুধরে নেব। ফারমান—ফারমান; দরবারে যাই; শেষ রাত্রেই কুচ। আজ বৃহস্পতিবার; শনিবার এতক্ষণ সিংহাসনে। সপ্তাহের মধ্যে যমুনা আমার পাটরাণী।

প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সাফদারের বিলাস কক্ষ।

মদ্যপানে নিরত নর্ত্তকী-পরিবেষ্টিত সাফদার।

সা—(স্বগত) যশোদা বিবি আমার বেগম হবে! আহা, কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! আজই, এখনই তাকে মুসলমানী করব। বাদশাকে কিছুতেই জান্‌তে দেওয়া হবে না; ও অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখলে তার হিংসা হবে। (মদ্যপান করিয়া) বাহোবা—বাহোবা—কেয়াবাৎ মিঠা রংদার সিরাজী; নাচো বাইজা—নাচো—গাও—ফূর্ত্তি কর।

গীত।

নর্ত্তকীগণ—

আজব আপনা হাল হোতা
যো বেসালে এয়ার হোতা।
কভি জান সদ্‌কে করতে
কভি দিল্‌ নেসার হোতা॥
এ মজাথা দিল্‌ লাগিমে
কে বরাবর আগ লাগ্‌তি।
নতুমহে করার হোতা
না হামে করার হোতা॥
যো জোমলারি করহে তুমসে
কৈ অটৈ বাদা করতা।
তুম্‌ হি মন সেকিসে কহ্‌দো
তুম হে এতেবার হোতা॥
ডয়ে মরকে হাম যো রোস্‌ওয়া
ডয়ে কেঁও না গরকে দরিয়া।
ন কভি জনাজা উঠতা
ন কঁহি মজার হোতা॥

ধীরে ধীরে যশোদার প্রবেশ।

সা—এসো—বিবিজান, কাছে এসো।

যশোদা—আমি দাসী: আমায় ওরূপ সম্ভাষণ কচ্চেন কেন?

সা—তুমি কাফের রামরায়ের কাছে দাসী ছিলে। রামরায় দুষমণ; তাই তোমাকে দাসী করে রেখেছিল।

য—আপনাকে মিনতি করে বলচি আমার সামনে তাঁর নিন্দা করবেন না। তাঁর নিন্দা কানে শুন্‌লেও ঈশ্বর আমার উপর রাগ করবেন।

সা—সে যদি তোমায় রাণী কত্ত তাহলে তার নিন্দা কত্তুম না। যাই হোক, ওকথা ছেড়ে দাও। এখন তোমার উপযুক্ত পদ লাভ করবে এসো। তুমি আমার বেগম হয়ে থাকবে।

য—সে কি প্রভু, আমি সামান্য পরিচারিকা; আমায় অমন কথা বলবেন না?

সা—আমার কাছে তুমি সামান্য নও। তোমার মত স্বর্গীয় কুসুম সেনাপতির ফুলাধার আলো করে থাক্‌লে তবে তার শোভা হয়। এসো বিবিজান, আমার ঘর আলো করে থাক্‌বে এস। তোমার সুখ দেখে এখন সবাই হিংসা করবে।

য—আমার ও সুখে কাজ নাই। আমি সেই অনন্তময়ের সৌন্দর্য্যে ডুবে আছি। তিনি আমার মাতা পিতা, তিনিই আমার পতিপুত্র, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব। তিনি আমায় সকল সুখে সুখী করেছেন। আমার কোন দুঃখ নাই। আমি দাসী; কি কাজ কত্তে হবে আজ্ঞা করুন।

সা—এখনও ঐ কথা যশোদা বিবি? জঘন্য দাসীবৃত্তির কথা আর তুলো না। তোমার কত ঐশ্বর্য্য হবে; কত মান হবে; কত ক্ষমতা হবে। বল দেখি, যশোদা, তোমার কি বড় হতে সাধ হয় না?

য—না প্রভু, পার্থিব সম্পদে আমার সাধও নেই—অধিকারও নেই।

সা—যশোদা, এত দিন দুঃখের কোলে লালিত হয়েছ; কখন সুখের স্বাদ পাওনি; তাই ঐ কথা বলচ। একবার ভোগ ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পেলে আর অমন কথা বলবে না। এসো যশোদা, কাছে এসো?

য—(কাঁদিতে কাঁদিতে) হা জগদীশ্বর!

সা—কাঁদচো কেন বিবিজান? কিসের জন্য দুঃখ হচ্ছে বল?

য—দুঃখে নয়—অপমানে কাঁদচি। যে কেবল দীননাথকে আত্মসমর্পণ করেছে, লোকে কোন সাহসে তাকে প্রলোভন দেখায়!

সা—যশোদা, প্রলোভন দেখাচ্চি না। সত্য বলচি তোমাকে আমার করব। সত্য সত্যই তোমার মান মর্য্যাদার অবধি থাকবে না। আবার বলচি যশোদা, চিরদিনের জন্য তুমি আমাকে পাবে!

য—আপনাকে নিয়ে আমি কি করব? যিনি এই অখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা; যাঁর রূপ অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, সেই ধনই আমার সব। যে তাঁতে মজেছে সে আর কাকেও চায় না। প্রভু, সেই সকল ধনের সার, যশোদার জীবনধনের অর্চ্চনা করুন; পৃথিবীর মোহ দূর হবে, অপূর্ব্ব শান্তি পাবেন, আর কখনও সামান্য নারীর জন্য লালায়িত হবেন না।

সা—বেশী কথা আর বোলো না যশোদা। ও সব নীরস কবিতা ছেড়ে দাও। আমি আবার বলচি, এক কথায় উত্তর দাও, তুমি আমার হবে কি না?

য—ছিঃ সেনাপতি সাহেব, আবার ঐ কথা।

সা—আমি দেখছি, বল প্রয়োগ ব্যতীত কাফের রমণীর চৈতন্য হয় না। বল্, তুই দণ্ডের ভয় করিস কি না?

য—মানুষের কাছে দণ্ডের ভয় করি না।

সা—আমার কথা শোন, তোর ভাল হবে; নতুবা তোর দুর্দ্দশার অবধি থাক্‌বে না। তোকে অন্ধ-কারাগারে ফেলে দেব, হাত পা পুড়িয়ে দিয়ে তোর এ সৌন্দর্য্য নষ্ট করব, কেউ আর তোর পানে ফিরেও দেখ্‌বে না। শেষ এক মুষ্টি অন্নের জন্য কুক্কুরীর মত দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবি। তুই কি তাই চাস?

য—তাতে আর কষ্ট কি প্রভু? নির্জ্জন কারাগারে বসে তাঁর নাম গান করব। কারাগার আমার দেবালয় হবে। দৈহিক যন্ত্রণা পেয়ে প্রাণভরে তাঁকে ডাকব; আমার সকল যন্ত্রণা দূর হবে। যত পার দুঃখ দিও প্রভু; দুঃখ না পেলে কেমন ক'রে তাঁর কাছে যাব। দুঃখই ত সুখ।

সা—অসহ্য—অসহ্য; কাফের রমণী হয়ে তুই আজ মোগল সেনাপতিকে শিক্ষা দিতে এসেচিস? আমি আর কোন কথা শুনব না। মিষ্টি কথা ঢের বলেছি। এইবার অন্য উপায় অবলম্বন করব। প্রহরী, এই কাফের রমণীকে কারাগারে রেখে এসো। প্রত্যহ একে পঁচিশ ঘা ক'রে বেত মারবে; আটদিনের মধ্যে ও যদি আমার কাছে আসবার জন্য লালায়িত না হয়, তবে ওকে অন্ধ খঞ্জ করে দিল্লী থেকে বের ক'রে দিও।

যবনিকা।

তৃতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মাখোয়ালের পর্ব্বতোপরি নয়নাদেবার মন্দিরে মাতৃপ্রতিমার সম্মুখে শবাসনে আসীন সাধনায় নিমগ্ন গুরুগোবিন্দ।

গুরুগোবিন্দ—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নুমাম।

আমার আঁধার হৃদয় আলো করে ফুটে ওঠ জগদম্বে। আমার ফুলে ফলে তরুলতায় গিরিবনে, আমার নদী-প্রবাহে সাগর-তরঙ্গে মরু-প্রান্তরে, আমার সূর্য্যচন্দ্রে গ্রহতারায় অনন্ত বিথারি নীলাকাশে তোমার বিশ্ব-বিমোহিনী রূপের ছটা ছড়িয়ে দাও মা! মা আমার—

ঘোররাবা মহারৌদ্রী শ্মশানালয়বাসিনী।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতা॥

সৎস্বরূপা আনন্দময়া শ্যামা—আমার ব্রহ্মাণ্ডের সব ভেসে যাচ্চে; আমার পত্রপুষ্পশোভিতা শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা—আমার চন্দ্রতারামণ্ডিত নীল নভোমণ্ডল,—সবই যে তোমার কাল চুলে মিশিয়ে গেল মা! দাঁড়াও এলোকেশী দাঁড়াও—আমার হৃদয়-শ্মশানে তোমার ঘনকৃষ্ণ কেশদাম এলিয়ে দিয়ে দাঁড়াও—যে কেশে বিশ্বজগতকে অনন্ত রহস্যজালে আবৃত করে রেখেছ সেই কেশরাশি এলিয়ে দিয়ে দাঁড়াও। আমি একবার আমার ইন্দ্রিয় মনে, মনবুদ্ধিতে বুদ্ধি আত্মায় ডুবিয়ে দিয়ে তোমার

ভুবনভরা কালরূপে আমার অন্তর পূর্ণ ক'রেনি। (কিয়ৎকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া) এ আবার কি লীলা দেখাচ্ছ মা? পৃথিবীতে মানুষ নাই, শুধু বৃহৎকায় জন্তুসকল সঞ্চরণ করে বেড়াচ্চে। কৈ, তাদেরও ত আর দেখ্‌তে পাচ্চি না। এযে কেবল বিশাল বিটপিশ্রেণী ধরণীগাত্র ছেয়ে রয়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে তরুরাজিও আর নাই! জীব-শূন্যা বিপুলা পৃথ্বী নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারায় সিক্ত হচ্চে। সে বৃষ্টিধারাও যে শুখিয়ে গেল! কি ভীষণ দৃশ্য! জ্বালাময় অগ্নিবর্ষণে বহ্নিপূর্ণা ধরিত্রীর প্রত্যেক অণুপরমাণু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্চে! কি বিরাট ব্যাপার! কোটি কোটি সৌরজগৎ কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে; কোটি কোটি সৌরজগতের অপরিসংখ্যেয় পরমাণুপুঞ্জ অন্যোন্যবিশ্লিষ্ট হ'য়ে ভীমবেগে মহাকাশে ছুট্‌তে ছুট্‌তে মহাব্যোমসহ মহাকাল মনোমোহিনীর অনন্ত কায়ায় মিলিয়ে গেল! মা আমার অজা, মা আমার একা, মা আমার লোহিত শুক্লকৃষ্ণা!

তোমার বিশ্বরূপ যে ধারণা হয় না মা। তুমি আমার মা হয়ে আমায় কোলে নিয়ে ব'স। তোমার অপার বিভূতি, তোমার দুর্ভেদ্য, রহস্য, তোমার অনন্ত কায়ায় মিশিয়ে থাক। আমি আমার মায়ের কোলে শুয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করি। (মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া) অনাদ্যা, তোমাতে ডুবিলাম যদি তবে আবার উঠিলাম কেন? আমার বিশ্বের স্মৃতি ফিরে এসেছে, আমার বড় সাধের শিখজাতির কথা মনে পড়েছে। পতিতোদ্ধারিণী শিবে, তাদের তুমি চরণে ঠেলো না মা! একি মা, তোমার লোল জিহ্বা শুকিয়ে উঠ্‌ছে কেন? তবে কি বিনা রক্তপাতে শিখজাতির উদ্ধার নাই। তাই হবে, মুটো মুটো রাঙ্গা জবা তোমার রাঙ্গা পায়ে ছড়িয়ে দেব। (সোল্লাসে প্রণাম।)

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তেজোরূপেণ সংস্থিতা॥

[পুরোহিত কেশবদাস ও ভক্তগণের প্রবেশ ।]

গুরু—(ভবানীমূর্ত্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভক্তগণের প্রতি)

পূর্ণ স্বাধীনতামূর্ত্তি বরাভয়করা,
শক্তিমুক্তি প্রদায়িনী মানব-তারিণী—
যার ডাকে যুগান্তের ধূলিশয্যা হতে,
ছুটে আসে মুছিবারে লক্ষ লক্ষ প্রাণী—
জাতীয় কলঙ্ককালী হৃদয়-শোণিতে ;
যে ভৈরবী জননীর মহা আবাহনে,
মহা সুষুপ্তির মাঝে জাগে মহাপ্রাণ,
লুটে যায় হিমগিরি স্তব্ধ বসুন্ধরা,
শোণিত সাগরে জীব দেয় সন্তরণ,
ঐ সে বিচিত্ররূপা ভৈরবী ভবানী—
ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী বিশ্বলয়করী !

কেশবদাস—(গুরুগোবিন্দের প্রতি) মা তোমার প্রতি প্রসন্না ; ঐ দেখ, মা মস্তকে বিল্বপত্র ধারণ করেছেন। এইবার মার কাছে বলি দাও ; তোমার যা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সেই জিনিস বলি দাও।

গুরুগোবিন্দ—গুরুজিৎ, আমার ফতে সিং ও জিৎ সিংকে ডাক।

[গুরুজিতের প্রস্থান।

আজ ভবানী চরণে আমার সন্তানদ্বয়কে সমর্পণ ক'রে কৃতার্থ হব। মা ভবানী, তুমি আমার বংশের শোণিতের অভিলাষিণী। আমার ফতে সিং জিৎ সিং অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর নাই। তাদের শোণিতে তোমার চরণকমল রঞ্জিত করব। (দূরে পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া) ঐ আমার ফতে সিং ও জিৎ সিং আসছে। পুরোহিত ঠাকুর, বলির আয়োজন করুন।

[ফতে সিং ও জিৎ সিংহের প্রবেশ।]

আয় বাপ, ফতে সিং জিৎ সিং—তোরা আমার হৃৎপিণ্ড। জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য, পিতৃঋণ পরিশোধ করবার জন্য আমার হৃৎপিণ্ড দিয়ে মাতৃপূজা করব। মায়ের চরণে মস্তক দিতে ভয় হয় কি বাবা ?

ফতে সিং—স্বদেশের মঙ্গলের জন্য এই ভবানীপূজার পুণ্য অনুষ্ঠান ; এ যজ্ঞে ব্রতী আমার পিতা ; এ যজ্ঞের মহাফল স্বাধীনতা। পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য, স্বর্গতুল্য স্বদেশের জন্য তুচ্ছ প্রাণকে আহুতি দিতে ভয় কি বাবা ?

জিৎ সিং—ভয় ? যার পিতা দরিদ্র হয়েও ভারত সম্রাট আলমগীরের প্রতিদ্বন্দ্বী—ভয় শব্দ তার অভিধানে নেই বাবা। আমাদের এখনই বলি দিন।

গুরুগোবিন্দ—তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

কেশবদাস—যাও বাবা, ঝরণার জলে স্নান ক'রে এসো। তারপর তোমাদের মন্ত্রপূত করব।

[ফতে সিং ও জিৎ সিংহের প্রস্থান। গুজরীর প্রবেশ।]

গুজরী—বাছারা কোথায় গেল ? বাবা গোবিন্দ, আমার সামনে বাছাদের তুমি বলি দেবে ?

গুরুগোবিন্দ—হাঁ মা, বলি দেব।

গুজরী—পুরোহিত ঠাকুর, এ কাজ করবেন না। আমার ছেলের নিশ্চয়ই মাথার বিকৃতি হয়েছে।

গুরুগোবিন্দ—মা, তা মনে কোরো না।

গুজরী—তবে কেন এ কাজ কচ্চ বাবা ?

গুরুগোবিন্দ—কেন কচ্চি, আমার মা হ'য়ে তুমি আজ এ কথা জিজ্ঞাসা কল্লে ? মা, এতদিন নিভৃতে বাস ক'রে, কায়মনে মাকে ডাকলুম। প্রসন্না হ'য়ে মা প্রিয়জনের শোণিত চেয়েছেন। সন্তান

ব্যতীত প্রিয় এমন কে আছে মা—যার শোণিত দিয়ে মাতৃপূজা করে স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশের মঙ্গল কত্তে পারি। মা, তোমার সন্তান যদি পাগল হ'য়ে থাকে, তবে সে দেশের জন্য পাগল,—সমগ্র শিখ-সন্তানের জন্য পাগল,—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য পাগল,—পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করবার জন্য পাগল,—মা ভবানীর কৃপা পাবার জন্য পাগল। মন শক্ত কর মা; তোমার অনুমতি না পেলে কেমন ক'রে এ মহাকার্য্যে প্রবৃত্ত হই ?

গুজরী—শোন বাবা, আমার মন বুঝবে না—এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। ঐ বাছারা আসছে। আমি যাই—ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আমার সাম্নে বাছাদের বলি দেবে ? তা কখনই হবে না।

কেশবদাস—এরূপ স্থলে বালকদের উৎসর্গ কল্লে ত মা ভবানী প্রসন্না হবেন না; বাবা, অন্য উপায় কর।

গুরুগোবিন্দ—তবে যাও মা, আর এখানে দাঁড়িও না। কিন্তু মা তুমি ভবানী পূজার বিঘ্ন কল্লে; তুমি কখনই ওদের রেখে যেতে পারবে না; গুরু বংশও আর থাক্‌বে না।

[ফতে সিং ও জিৎ সিংকে লইয়া গুজরীর প্রস্থান।

(হাড়িকাষ্ঠে মস্তক রক্ষা করিয়া) মা ভবানি, প্রিয় সন্তানদের তোমার চরণে সমর্পণ কত্তে পাল্লুম না; তাই আত্মবলি দিতে এসেছি। আমার শোণিতে পিপাসা নিবৃত্তি কর। এই তোমার চরণে দেহ সমর্পণ কল্লুম।

কেশবদাস—তোমার যাবার এখন সময় হয়নি বাবা।

গুরু—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ত্রিলোকপালিনি, জগজ্জননি, জগদম্বে—তোমার এই চরণপ্রার্থী ভক্তকে নিলে না মা ? কিন্তু একদিন এ দাস তার হৃদয়-শোণিতে তোমার চরণকমল ধৌত করবে। ভবানীভক্ত এখানে যারা আছ, সকলে দেখ ভাই, মা আমায় গ্রহণ কল্লেন না।

স্বদেশ সেবার জন্ম আমায় থাকতে হল। কিন্তু ভাই, শোণিত-পিপাসু জননীকে শোণিত দান না কল্লে ত যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। কে আছ এসো—মায়ের চরণে মস্তক দান করবে।

[গুরুজিৎ ও অপর তিন জন ভক্তের গুরুগোবিন্দের সম্মুখীন হওন।]

গুরুজিৎ—গুরুদেব, আমরা আছি। মহানন্দে, অকুতোভয়ে মাতৃ-পূজায়: হৃদয়ের শোণিত দেব।

গুরুগোবিন্দ—গুরুজিৎ, ভয় পাবে না?

গুরুজিৎ—ভয় প্রভু, মায়ের ছেলে মার কাছে যেতে ভয় পাবে? কখনই নয়।

গুরুগোবিন্দ—তবে এসো, তোমায় সর্ব্বাগ্রে নিয়ে যাই।

[বলি দিবার জন্য গুরুজিৎকে লইয়া গুরুগোবিন্দের অন্তরালে গমন; কিয়ৎক্ষণ পরে শোণিত রঞ্জিত খড়্গ হস্তে তাঁহার প্রবেশ।]

গুরুগোবিন্দ—(অপর ভক্তগণের প্রতি) দেখ ভাই; এই খড়্গ গুরুজিতের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। তার দেহে মুণ্ড নাই; সে মুণ্ড ভবানীর গলায় দুলচে। সেই রুধির-প্লাবিত ভীষণ যজ্ঞভূমিতে তোমাদেরও একে একে যেতে হবে। যদি ভয় হয়, তবে এখনও বল, তোমাদের বলি দেব না।

১ম ভক্ত—না প্রভু, কিছুমাত্র ভয় নাই; ভয়ের পরিবর্ত্তে উল্লাসে হৃদয় ফুলে উঠেছে। শীঘ্র চলুন, যজ্ঞস্থলে যাই।

গুরুগোবিন্দ—তবে এসো।

[প্রথম ভক্তের সহিত প্রস্থান ও রক্তাক্ত খড়্গ হস্তে কিছুক্ষণ পরে পুনঃ প্রবেশ।]

দুই জন গেল। যজ্ঞস্থলে শোণিতস্রোত প্রবলতর হয়ে উঠেছে। মায়ের আর সে মূর্ত্তি নাই। মা এখন মুণ্ডমালা প'রে বিকটদশনা,

ভীমনয়না, খড়্গহস্তা, ত্রিশূলধারিণী, রক্তাক্তকলেবরা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। সে মূর্ত্তি দেখে যদি ভীত হও, তবে এসো না।

২য় ভক্ত—আহা, সে মূর্ত্তির চেয়ে সুন্দর মূর্ত্তি আর কি আছে! মা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ না ক'ল্লে কে আমাদের সমরে রক্ষা করবে? চলুন প্রভু, মহামৃত্যুর কোলে দিয়ে আমার ইহকাল পরকাল সার্থক করবেন।

গুরুগোবিন্দ—এসো যাই।

[দ্বিতীয় ভক্তের সহিত প্রস্থান ও কিয়ৎপরে পুনরাগমন

নৃশংস দৃশ্য! রণরঙ্গিণীর গলদেশস্থিত মুণ্ডমালা হতে জলপ্রপাতের ন্যায় শোণিত ধারা ছুটছে। এখনও বলচি ভাই সাবধান। যদি ভয় পাও, ফিরে যাও। ভয় পেলে মা আরো ভয় দেখাবেন—অনন্তকাল অসহ্য যন্ত্রণা পাবে। যদি আতঙ্কে বিচলিত হ'য়ে থাক, বল—অন্য উপায়ে যজ্ঞ পূর্ণ করি।

৩য় ভক্ত—ভয় কিসের গুরুদেব? যার করে বরাভয়, তাঁর মূর্ত্তি দেখে কি ভয় হয় প্রভু? আমার মুণ্ড ভবানীর বক্ষে থাকবে—এর চেয়ে আর সৌভাগ্য কি আছে? চলুন প্রভু, এমন দিন আর আসবে না।

গুরুগোবিন্দ—এসো।

[৩য় ভক্তের সহিত প্রস্থান। কিয়ৎক্ষণ পর পূর্ব্বোক্ত ৪ জন ভক্তের হাত ধরিয়া বাহিরে আগমন। তদ্দর্শনে ভক্ত-গণের বিস্মিত ও চকিত ভাবে দৃষ্টি বিনিময়।]

গুরুগোবিন্দ—বিস্মিত হ'য়ো না ভাই। যে আপন সন্তানদের মাতৃ-চরণে দিতে পাল্লে না, যে আপনাকে অক্ষত রাখ্‌লে, সে কেমন করে তার ভক্তদের বলি দেবে। আমি ছাগ বলি দিয়েছি। শুদ্ধ তোমাদের

মানসিক বল পরীক্ষা করবার জন্য আমি এরূপ কল্লুম। যজ্ঞ পূর্ণ হয়েছে। চল ভাই, এইবার মহোৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি। মা ভবানী আমাদের সহায়।

সকলে—জয় মা ভবানী—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জেহানারার গৃহের সম্মুখ।

রামরায় ও যমুনা।

রা—শাজাদী কোথায়?

য—বাদশার মহলে।

রা—বাদশা যে আজ দরবার করেন নি?

য—বলতে পারি না; বোধ হয় শরীর ভাল নেই।

রা—তবে আমাকে রংমহলে ডাকৃলে কে?

য—আমি; ভয় নেই—আমার উপর বাদশাজাদীর যথেষ্ট মেহেরবাণী আছে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এ মোগলের ঘরে আর কতদিন অতিথি হয়ে থাকবেন?

রা—যতদিন বিধি মাপিয়েছেন?

য—বিধি যদি চিরদিন মাপিয়ে থাকেন, তবে চিরদিনই কি গোলামি করবেন?

রা—তা ভিন্ন উপায় কি?

য—কথাটা কি বুদ্ধিমানের মত হল—হিন্দুর মত হল—শিখের মত হল?

রা—যমুনা, সব বুঝ্‌তে পাচ্চি; কিন্তু উপায় নেই—উপায় নেই!

আমার শিরায় শিরায় রাজ্য-লালসা জড়িত। যমুনা, এক দিকে রাজ্য, অন্যদিকে স্বর্গ। রাজ্য আমার প্রাণ, রাজ্য আমার সর্ব্বস্ব।

য—রাজ্য পাবার আর কি ভরসা আছে?

রা—বাদশা বলেন আছে। কোন প্রকারে গোবিন্দ ও তার সেনাপতিকে বধ কত্তে পাল্লে, পঞ্চনদ আমারই নাম গান করবে।

য। তাদের প্রতাপ কি বাদশা প্রাণে প্রাণে বুঝতে পাচ্ছেন না? বাদশার সেপাইদের যে সাতঘাটের জল খাইয়ে ছাড়চে—ফৌজমহলে একটা হুলস্থূল পড়ে গেছে!

রা। তা পড়ুক; কিন্তু—এক একটা পাতা ছিঁড়ে কে কবে কানন নিষ্পত্র কত্তে পেরেছে? বাদশার প্রতাপ সমুদ্র বিশেষ। তার বিশ পঞ্চাশ হাজার ফৌজ গেলেই বা কি আর না গেলেই বা কি?

য—ও সব কথা ছেড়ে দিন। আমি বলি হিন্দুর ছেলে আর কোর্ম্মা কাবাবের গন্ধ না শুঁকে দেশে গেলে ভাল হয় না?

রা—যাব যমুনা, এক দিন যাব; হয় রাজ্যেশ্বর হয়ে, নয় ভিক্ষুক হয়ে। সে দিন আর বেশী দূরে নয়।

য—এখনও সেই স্বপ্ন, সেই দুরাশা!

রা—(বিস্মিতভাবে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) স্বপ্নই বটে—দুরাশাই বটে—ঐ সম্রাট আসছে! হতভাগোর দুনিয়ার দিন শেষ হয়ে গেল! যমুনা, কি হবে!

য—(স্বগত); সর্ব্বনাশ! ভগবান, এ কি কল্লে। (প্রকাশ্যে) ভয় নেই প্রভু, আমি আছি।

[প্রস্থান।

[ঔরঙ্গজেবের প্রবেশ।]

ঔ - বেয়াদব, তুই কি করে রংমহলে প্রবেশ কল্লি?

রা—জাঁহাপনা মাপ কর্ব্বেন; এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গোলাম অক্ষম।

ঔ—কি, আমার হুকুম—তুই বল্‌বিনে?

রা—জাঁহাপনা, আমার প্রাণদণ্ড করুন, তাও সহ্য করব; কিন্তু আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।

ঔ—রামরায়, আমি তোমাকে বড় স্নেহ কত্তুম; বড় অনুগ্রহ কত্তুম। সে স্নেহ রাখতে দিলে না—সে অনুগ্রহ নিতে জানলে না; অকৃতজ্ঞ নরাধম, খুব কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছ—এখন তার ফলভোগ কর; (খোজার প্রতি) এই দণ্ডেই একে কারাগারে নিয়ে যাও।

[সকলের প্রস্থান]

[অপর দিক দিয়া জেহানারা ও যমুনার প্রবেশ।]

য—বাদশাজাদী, দিন দুনিয়ার মালিক আপনি—হতভাগিনীর কেউ নেই। আপনার অনুগ্রহ ভিখারিণী হয়ে এসেছিলুম—যথেষ্ট অনুগ্রহও পেয়েছিলুম। কিন্তু বিধাতা আমায় বিরূপ; এইবার আমার সব আশা ফুরাল। স্বামীর প্রাণদণ্ড হবে শাজাদী; যমুনা পাগলিনী হয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াবে। দিল্লীশ্বরী হজরত সাহেবার পাঞ্জা পেলে হয়ত এখনও সে তার স্বামীকে রক্ষা কত্তে পারে। দয়া করুন শাজাদী?

জে—দয়া যমুনা? যদি আমার বুক চিরে রক্ত দিলে তোমার স্বামী-মুক্ত হয়, এখনই তা দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যমুনা, বাদশাই নিয়ম তুমি জান না। জেহানারা এখন রংমহলের কুক্কুরী-তুল্য। তার পাঞ্জার আর কোন মূল্য নাই।

য—তবে—তবে, কি হবে! কোথা যাব, কি করব! প্রভু,

স্বামী, আমার সর্ব্বস্ব,—যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ তোমায় রক্ষা করবার চেষ্টা করব! চল্লুম শাজাদী।

[প্রস্থান।

জে—হা খোদা, কি কল্লে! কেন আমায় বাদশাজাদী করেছিলে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারাগৃহের সম্মুখভাগ।

প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত মুন্না।

মুন্না—না, নসীবটে বড়ই বেয়াড়া দেখছি। এ ছাই পাহারাগিরিও ঘুচবে না, একটা ফুর্ত্তি করবার লোকও জুটবে না। দিন রাতই কি এই জেলখানার কড়ি গুণে কাটবে! কি করব, বরাত! বাদশার আক্কেলটা দেখ দেখি? আমার মত সমজ্‌দার, তালিমদার, হুঁসিয়ার, জোয়ান আদমীকে সেনাপতি না করে, কল্লে কি না একটা পাহারা-ওয়ালা! মাসহারা যা পাই, তাতে একবেলা আধপেটও কুলায় না। হাড়ভাঙ্গা মেহন্নতি—তার উপর সিকিপেটা খাওয়া—এতে দেহ যা হয়েপড়েছে—কোন্‌দিন দেখছি পাকাটির মত পট্‌ ক'রে ভেঙ্গে পড়বে।

[যমুনার প্রবেশ।]

যমুনা—(স্বগত) এইবার যমুনা ছলনাময়ী! (মুন্নার নিকটবর্ত্তী হইয়া) সেকজী?

মুন্না—কেও? রাতদুপুরে নাকিসুরে কে বাবা তুমি?

যমুনা—চিন্তে পারবে না।

মুন্না—দাঁড়াও বাবা, একটু সাম্‌লে নি। নাকিসুর চেনা বড় শক্ত। তাতে আবার সাম্‌নেই কোতলের মাঠ। রাত্তির বেলা এখানে অমন অনেক নাকিসুরওয়ালী আস্ত মানুষ গিলে খায়। কিন্তু ঠাকরুণদের লুকোবার যো নেই বাবা? ঠোঁট ত ঠোঁট—ঠোঁটের ওপর পাহাড় পর্ব্বত চাপালেও সে মূলোদাঁত যেন গুঁতোতে আসে। দেখি বাবা, চাঁদের আলোয় মুখখানা খুলে দাও ত? (মুখ দেখিয়া) না মুখখানা ত ঠিকই আছে দেখছি। সুন্দরী, পা দুখানা একবার দেখি—উল্টা-পাল্টা কি না?

যমুনা—তুমি কি আমায় পেত্নী ঠাওরালে সেকজী?

মুন্না—রাম-রাম, তোবা-তোবা; রাম তোবা, তোবা—রাম; হিঁদু মুসলমান—দুজাতেরই এখানে ছড়াছড়ি। রাত্তিরে কি আর নাম করে।

যমুনা—বলি আমায় কি শেষ তাই ঠাওরালে?

মুন্না—আরে না না। তুমি বড় খাপসুরাৎ বিবি আছ। তোমার বুলি বড় মিঠা। কি দরকার বিবিজান?

য—দরকার তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করা। সেকজী, তোমার দিব্যি চেহারা?

মু—আমি সেকজী না আছি।

য—তবে তুমি কি?

মু—রহিমদ্দৌলা ফতেচাঁদ নুর মহম্মদ সায়েদ হোসেন আবদুল জব্বর—আরো কত কি আছে—শেষটা হচ্চে খাঁ সাহেব। বাদশা আমার উপর বহুত রাজী আছে। ব'স বিবিজান, তোমার সঙ্গে দুটা বাতচিত বলি।

য—বসবো কি খাঁ সাহেব, যদি তোমার ঘরের বিবিটী এই সময় এসে পড়ে?

মু—সে ভয় নেই সুন্দরী, আমার বিবি ছুটা আদমী নিয়ে ভেগেছে। আমি এখন একলা মরদ আছি।

য—আঁ্যা, এমন ছবির মত চেহারা তার পছন্দ হল না? আমরা হলে এ চেহারায়—কি আর বলব?

মু—বিবিজান, বড় মিঠা সরবাত বুলি বলচ; তবিয়ৎ আমার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তুমি কোথা থাক বিবিজান?

য—সাজাদী রোসেনারার নাম শুনেছ?

মু—হাঁ অমনি একটা নাম সেদিন আমার জুড়িদার আমায় বলছিল। তা তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্চে যে সত্যই তুমি বেগম আছ?

য—না খাঁ সাহেব, আমি তাঁর বাঁদী।

মু—বহুত আচ্ছা বাঁদা। আমি বাঁদী বড় ভাল বাসি। বেগম সে বাঁদী আচ্ছা। তা সুন্দরী, তুমি আমার কাছে এলে কেমন করে?

য—মন থাক্‌লেই আসা যায় খাঁ সাহেব?

মু—সে বাত ঠিক্। আচ্ছা বিবিজান, বহুত বহুত ত পাহারা আছে; আমায় তুমি চিন্‌লে কেমন কোরে?

য—এ চেহারা যে একবার দেখে সে কি আর ভুলতে পারে?

মু—হাঁ হাঁ বিবিজান, সবাই ঐ কথা বলে। আমি কিন্তু কোন আদমীকে পছন্দ করি না। তুমি বড় খপসুরৎ আছ। বিবিজান তোমার আদমী আছে?

য—আদমী থাকলে কি আর আসতে দিত? আমার সাদী হয় নি। তোমার মত যদি কাউকে পাই, তা হলে আমি নকরীর মাথায় পয়জার মেরে সুখে থাকি। যাকে তাকে আমার মনে ধরে না। যে পর্য্যন্ত তোমায় দেখেছি সেই পর্য্যন্ত আমার আর কিছু ভাল লাগে না।

মু—আমার বি ঐ রকম হল বিবিজান। কি বলব, মরে গেছি সুন্দরী, মরে গেছি। আবার কবে তোমায় দেখবো বিবি ?

য—ঐটী মুস্কিল—দেখা, এখানে থাকলে, আর হবে না। শাজাদীর হুকুমে কালই আমায় দোসরা জায়গায় যেতে হবে।

মু—সুন্দরী, তুমি গেলে গোলাম বাঁচবে না। আমায় সঙ্গে নিয়ে চল বিবি। আমি দোসরা জায়গায় নকরী করে তোমায় খাওয়াব। জানে মেরেছ, বিবিজান, জানে মেরেছ।

য—দেখ খাঁ সাহেব, ঠিক ক'রে বল দেখি, তুমি আমায় পায়ে ঠেলবে না ?

মু—তোবা—তোবা, পায়ে ঠেলবো কি বিবিজান ? তোমায় পেলে আমার হাত পা সব গুটিয়ে যাবে। বল বিবি, আমার উপায় কি হবে ?

য—দেখ, আমি আজ একটা উপায় করে রংমহল থেকে বেরিয়েছি। তুমি যদি পায়ে রাখ, তবে এখনই আমায় নিয়ে চল। খাবার ভাবনা ভেবো না; সোনা দানা চুনি পান্না, হীরা জহরৎ বেগম সাহেবের দামি দামি জিনিশ আমি দুবস্তা সরিয়েছি।

মু—খপসুরৎ বিবি, চল এখনই যাব। খোদা আমার উপর বহুত রাজী আছে। এসো বিবিজান, দেরী কোরো না। থোড়া ঘড়ি বাদই আমার বদলী আসবে।

য—তবে তুমি এক কাজ কর; রংমহলের পূবদিকের বাগিছা থেকে চোরাই মালের বস্তা দুটো শীগ্‌গির নিয়ে এসো।

মু—তাইতো বিবিজান, আমি পাহারায় আছি; জুড়িদার কি দোসরা কেউ দেখ্‌লে কি বলবে ? সঙ্গে মাল পত্তর থাকবে—যদি পাকড়াও করে ? তুমি আনতে পাল্লে না ?

য—আমি মেয়ে মানুষ—অত ভারি বইতে পারবো কেন খাঁ সাহেব ?

কোন রকমে জানালা দিয়ে বাগানে ফেলে দিইছি। বইতে যদি পাত্তুম তাহলে এখনই নিয়ে আসতুম।

মু—না, বিবি, তোমার গায়ে দরদ লাগবে—আমিই যাব। আমার জুড়িদার আমায় না চিন্তে পারে এমন একটা মতলব বাতলাতে পার বিবিজান? তোমায় দেখে মাথা আমার গুলিয়ে গেছে।

য—আচ্ছা এক কাজ কর। আমার এই কাপড় পরে মেয়ে মানুষ সাজ। আর এই পাঞ্জা খানা সঙ্গে রাখ। যদি কেউ ধত্তে আসে, পাঞ্জা দেখিও।

[যমুনার মুন্নাকে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ ও একখানা পাঞ্জা দেওন।]

মুন্না—তোফা মতলব বিবিজান। এই দ্যাখো—

[স্ত্রীবেশ ধারণ ও প্রহরীর পরিচ্ছদ ত্যাগ ।]

চল্লুম—কেমন, কিছু চেনা যায়?

য—বাঃ কি সুন্দর! ঠিক যেন মেয়ে মানুষ! খাঁ সাহেব শীগ্‌গির এসো। আমি একলাটী রইলুম।

মু—যাব আর আসবো বিবিজান। বাগিচা ত নগিজ আছে?

[প্রস্থান।

য—যাও, তুমি জাহান্নামে যাও—আমিও আমার কাজে চল্লুম।

[প্রস্থান।

———

ক্রোড়াঙ্ক।

পট পরিবর্ত্তন।

কারাগৃহের অভ্যন্তর।

শৃঙ্খলাবদ্ধ রাম রায়।

রা—(স্বগত) দুষ্কর্ম্মের এই পরিণাম, মহাপাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত! বড় উচ্চ আশা করেছিলাম—রাজ্যলালসায় উন্মত্ত হয়েছিলাম! তার ফল এই হল! বন্ধন যাতনা আর সহ্য হয় না। এর চেয়ে প্রাণদণ্ড ভাল। তারও আর বিলম্ব নেই! রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত। এখনই সর্ব্বজন সমক্ষে মুসলমানের হস্তে আমার মৃত্যু হবে! উঃ কি অপমান! আজ কি ঘৃণ্যভাবেই আমার জীবনের পর্য্যবসান হচ্চে! যমুনা বলেছিল আমায় মুক্ত করবে; দুঃখ কষ্টের দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে শুধু সে আমাকে আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা দিচ্ছিল—এত কষ্টের মধ্যেও একটু আশা ছিল। এইবার তাও নিবে গেল। প্রভাত হয়ে আস্‌ছে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ভয়! জ্বালার উপর জ্বালা, অসহ্য যন্ত্রণা! মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করব কেমন করে? এক উপায় আছে, সেই মৃত্যুঞ্জয়কে ডাকা। তাই বা কি বলে ডাকি? দুর্দ্দমনীয় রাজ্যলালসায় আমি যে তাঁকেও ভুলেছিলাম। আমার ডাক তিনি শুন্‌বেন কেন? তবু ডাকি; আর যে না ডেকে থাক্‌তে পারি না! কাঙালের বন্ধু, অগতির গতি, দয়াময় প্রভু তোমার এই পাপিষ্ঠ সন্তানকে কোল দাও।

[যমুনার প্রবেশ।]

রা—যমুনা, তুমি এসেছ? আমায় রক্ষা করবে?

য—হাঁ রক্ষা করব; এই নিন, মোগলের পরিচ্ছদ পরুন। প্রহরী সেজে বেরিয়ে যান।

রা—যমুনা তুমি আমার কে?

য—কেউ নই প্রভু, সামান্যা দাসী।

রা—আমাকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে বিপন্ন কচ্চ কেন যমুনা?

য—আপনি মুসলমানের বন্দী বলে।

রা—তবে তুমি কেন মুসলমানের বাঁদী হয়ে আছ?

য—আর থাকবো না।

রা—যাবে কেমন কোরে?

য—রাত্রে আমার রংমহলের বাইরে যাবার হুকুম আছে।

রা—কোথায় যাবে যমুনা?

য—(ব্যস্তভাবে) তা জানি না; বিলম্ব করবেন না—শীঘ্র যান।

রা—যমুনা, তুমি মানবী না দেবী!

[প্রস্থান।

য—যাও প্রভু, আমিও আবার সন্ন্যাসিনী হলুম।

[প্রস্থান।

[মুন্নার জুড়িদার হায়েতের প্রবেশ।]

হায়েত—একি, জুড়িদার কোথায় গেল; বন্দাও নেই; ব্যাপার কি? কিছুই ত বুঝতে পাচ্চি না!

[দূরে স্ত্রী-বেশধারী মুন্নাকে দেখিয়া]

ওকে? একটা মেয়েমানুষ না? তাই ত এইদিকেই আসছে যে! এইবার সব বুঝেছি; মুন্নাবেটা মাগীটাকে সঙ্গ নিয়েছিল—সেই সুযোগে বন্দী সটকেছে। যাই হোক বাবা, এ মাগীর বাজারে যা পাই তাই লাভ। মাগীটেকে ছাড়া হচ্চে না।

[স্ত্রীবেশধারীর নিকটবর্তী হওন]

এসো বিবিজান? (কাছে গিয়া) কথা কও? (স্ত্রীবেশধারী মুন্নাকে পলায়নোন্মুখ দেখিয়া তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক) কোথা যাও বিবিজান?

মুন্না—উঁহু—উঁহু।

হায়েত—(গায়ে হাত দিয়া) ও কি সুন্দরী—গোয়াচ্চ যে!

মুন্না—উঁহু—হুঁ—হুঁ; (বিকৃত স্বরে) বেগম সাহেবের বাঁদীর গায়ে হাত?

হায়েত—একি বাবা, এ যে ষেঁড়ো গলা! বলি বিবিজান, রেগে কি গজরাচ্চ?

[ঘোম্‌টা উন্মোচনের চেষ্টা; মুন্নার বাধা দেওন; শেষে হায়েত কর্ত্তৃক মুন্নার ঘোম্‌টা উন্মোচন।]

ও—বাবা, দেড়ে মাগী কেরে? (ভাল করিয়া দেখিয়া) অ্যাঁ এ কি? জুড়িদার? তোর এ কি কাণ্ড!

মুন্না—সরে যা—সরে যা; আমার দিদি এখানে আছে।

হায়েত—দিদি কি রে বেটা, আমি যে তোর দাদা রে!

মুন্না—তুই নোস—তুই নোস; সরে যা; দিদি—দিদি;—আমি এসেছি! (এদিক ওদিক করিয়া) এদিকে এসো দিদি?

হায়েত—ওরে ব্যাটা তোকে ভূতে পেলে না কি?

মুন্না—না—না, দিদি—দিদি গো—

হায়েত—ওরে তোর বগলে কি? কিছু চুরী চামারী ক'ত্তে গেছলি না কি?

মুন্না—না—না, ও সব দিদির। কোথা গো দিদি—

হায়েত—বলি পাগলামি ত খুব হচ্চে; বন্দী কোথায় খবর রাখিস?

মুন্না—অ্যাঁ, সে কি! বন্দী কোথায়?

হায়েত—তা আমি কেমন করে জানব? আমি এসে দেখ্‌লুম সব ফাঁক।

মুন্না—সর্ব্বনাশ, তবে কি এ সব শালির কারসাজি?

হায়েত—ব্যাপার কিরে?

মুন্না—আর ব্যাপার! বলব কি ভাই, দিব্যি পরির মত একটা নাগী এসে আমার নিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইলে, আর বল্লে ছবস্তা মণিমুক্তা চুরী ক'রে রংমহলের বাগিচায় রেখে এসেছে। পাছে কেউ চিন্তে পারে বলে বেটী আমায় এই মেয়ে মানুষের পোষাক পরিয়ে ঐ ছবস্তা চোরাই মাল আন্‌তে পাঠালে; আমিও দিব্যি চলে গেলুম। তা নাগী গেছে গেছে—আমরা এই বস্তা ছটো নিয়ে পালাই আয়।

হায়েত—তা বস্তা খুলে দেখ?

মুন্না—ঠিক বলেছিস। (বস্তা খুলিয়া) তোবা তোবা; এ যে ইট পাটকেল দাদা? কি আর বলব,শালিকে যদি দেখ্‌তে পাই ত—এই সব ছুঁড়ে খুন করি।

হায়েত—ওরে, ঐ দেখ, কে এদিকে আসছে? পোষাক পর—পোষাক পর।

মুন্না—দাদা, পোষাক ত নেই; তাই পরিয়ে দেখছি বন্দীকে সরিয়েছে। এখন উপায় কি?

হায়েত—উপায় চম্পট; শালা তোর জন্যে আমারও চাকরীটুকু গেল। ছজনেই পাহারায় আছি। একজনকে না পেলে জুড়িদারকে ধরে টান্‌বে।

মুন্না—তবে দে সট্‌কান।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

যমুনা তীরে যশোদা।

গীত।

যশোদা

পথ ফুরাল না আর ;
মেলি আঁখি শুধুই দেখি শূন্য চারিধার।
এপারে আঁধার ওপারে আলো,
নয়নে আমার লেগেছে ভালো,
ঘাটে নাই তরী, কি হবে শঙ্করী—
আমি না জানি সাঁতার,—
দাও মা তারিণী, চরণ তরণী
অকূলে করিতে পার॥

আর চল্‌তে পারি না—একটু বসি। কেমন নির্জ্জন স্থান! কেমন সুন্দর প্রভাত! কেমন রমণীয় প্রকৃতি! সৌন্দর্য্যময়ের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! যে দিকে চাই সেই দিকেই তিনি। গাছে গাছে ফুল, শাখে শাখে পাখী, যমুনার সঙ্গীত—সব সুন্দর; সবই তিনি। এমন সৌন্দর্য্যময়কে কি ভয় করে ডাক্‌তে আছে!

গীত।

যদি নরকের ভয়ে ডাকি মা তোমারে নরকে পাঠা'ও আমারে।
যদি স্বরগের সাধ জেগে উঠে প্রাণে, যেতে দিও না স্বরগ দ্বারে॥

প্রভু, যে তোমায় চেনেনি, সেই এ জগতে বৃথা সুখ অন্বেষণ করে; যে তোমার সৌন্দর্য্যে মজেনি—সেই রূপ যৌবন ধন ঐশ্বর্য্য খুঁজে বেড়ায়। দীননাথ, সেনাপতি আমায় যন্ত্রণা দিয়েছে; আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করেছে। দয়াময়, তোমায় ডেকে আমি সব কষ্ট ভুলে আছি। প্রভু, বুঝেছি, মানুষকে সুখ দেবে বলে তুমি দুঃখ দাও।

[যমুনার প্রবেশ।]

যমুনা—তুমি কে গা—একলাটী এখানে বসে কি কচ্ছ ?

যশোদা—মা আমি ভিখারিনী। বড় ক্লান্ত হয়েছি বলে একটু বিশ্রাম কচ্চি। তুমি কে গা ? তুমি কি রাধিকা—আমার ব্রজেশ্বরী. রাধিকা ? আহা, তুমি বড় সুন্দর !

যমুনা—আমি তোমার চেয়ে সুন্দর নই। তোমায় বুকে করে রাখতে ইচ্ছা করে। মধুসূদন তোমার মঙ্গল করুন।

যশোদা—মধুসূদন !—দীননাথ !—তুমি তাঁকে ভালবাসত ?

যমুনা—আমি দীননাথের দাসী।

যশোদা—অ্যাঁ, অ্যাঁ, তবেত আমি ঠিক ধরেছি—তুমি ব্রজেশ্বরী রাধিকা ! আহা, তুমি যদি আমার মা হতে !

যমুনা—তুমি কোথায় থাক মা ?

যশোদা—আমার থাকবার কোন স্থান নাই।

যমুনা—চিরদিনই এম্‌নি করে কাটাচ্চ ?

যশোদা—না, মা, সম্প্রতি আমার এই দশা হয়েছে। এই দ্যাখ না মা, হাত পা ভেঙ্গে গেছে।

যমুনা—আহা তাইতো ! আগে তুমি কোথায় ছিলে ?

যশোদা—রাজা রামরায়ের নাম শুনেছ—তাঁর কাছে ?

যমুনা—সে কি ! তাঁর কাছে তুমি কি কত্তে ?

যশোদা—আমি তাঁর ক্রীত দাসী।

যমুনা—তবে তিনি তোমায় তাড়ালেন কেন ? হাত পা ভেঙ্গে যাওয়ায় কাজ কত্তে পাত্তে না বলে বুঝি ?

যশোদা—না মা, তাঁর কাছে আমার কোন কাজ কত্তে হত না। তিনি আমায় মেয়ের মত স্নেহ কত্তেন।

যমুনা—তবে তিনি তোমায় ত্যাগ কল্লেন কেন ?

যশোদা—সে অনেক কথা; শুনলে তোমার কষ্ট হবে মা।

যমুনা—তা হোক, বল।

যশোদা—তবে শোন মা। বাদশার সেনাপতির নাম শুনেছ?

যমুনা—হাঁ শুনেছি।

যশোদা—সেই সেনাপতি আমায় বিবাহ করবে বলে বাবার কাছ থেকে চেয়ে নেয়। আমি দীননাথ ছাড়া জগতের আর কিছুই জানি না; সুতরাং সেনাপতির প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে রাগ করে সে আমার হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে। সেই থেকে আমি ভিখারিণী।

যমুনা—তোমার প্রভু তোমায় যদি মেয়ের মত ভালবাসতেন, তবে সেনাপতির হাতে তোমায় তুলে দিলেন কেন?

যশোদা—কি করবেন বল, সেনাপতি তাঁর উপকার করেছিল।

যমুনা—এমন কি উপকার?

যশোদা—সেনাপতি বাবাকে সৈন্য সাহায্য করেছিল।

যমুনা—আহা, এইজন্য তোমার এই দুর্দ্দশা করেছেন; স্নেহের বস্তটার জন্য একবার তাঁর প্রাণ কাঁদ্‌ল না! তিনি এত নিষ্ঠুর!

যশোদা—তাঁর নিন্দা কর না মা, তিনি আমার অন্নদাতা। তিনি ত আমায় কোন কষ্ট দেন নি। আঘাত পেয়েছি—তাতেও আমার কোন কষ্ট নেই। আমি আমার দীননাথকে ডেকে কত সুখ পাই। কষ্ট না পেলে মানুষ তাঁকে ডাক্‌তে চায় না মা। প্রার্থনা কর, আমার বাবার ভাল হয়—তিনিও যেন আমার মত দীননাথকে ডাকেন। এমন সুখ এমন শান্তি আর কিছুতে নাই।

যমুনা—বেলা হয়ে পড়ল; আর কতক্ষণ এমন করে একলাটী এখানে বসে থাকবে। আমার ঘরে চল; ঐ আমার কুটীর দেখা যাচ্চে।

যশোদা। চল মা যাই। (যাইতে যাইতে) তোমায় আমি মা বলে

থাকব। কেমন আদরের বাবা পেয়েছিলুম! আবার কেমন আদরের মা পেলুম!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বাদশাহের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

ঔরঙ্গজেব—(স্বগতঃ) এই আমার সাম্রাজ্য, এই আমার রংমহল, এই আমার বাদশাগিরি! কাবুল, কান্দাহার, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, বাংলা, বেরার, মহারাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ—প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থান জয় কল্লুম। আমার চক্ষের পলকে পৃথিবী কম্পিত হয়; আমার ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের ভাগ্য দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্ত্তন হচ্চে; আর আমি রংমহলের কিছুই ক'ত্তে পাল্লুম না। আমার রংমহল আমার নয়; সেখানে আমার কোন অধিকার নেই। সে আমার সাম্রাজ্যের বাইরে। এই আমার শাসনদণ্ড পরিচালন ক্ষমতা! অন্তঃপুর শাসনে আমার শক্তি নেই, আর আমি দুনিয়া শাসনে প্রবৃত্ত! এ শুধু ধৃষ্টতা মাত্র। জেহানারার যথেচ্ছা-চারিতা অসহ্য হয়ে উঠেছে। তার পাপের দরিয়া কিনারায় কিনারায় পূর্ণ হয়েছে। এ পাপিষ্ঠার কি উচ্ছেদ হবে না? খোদা, জেহানারার নাম কি তোমার সুন্দর দুনিয়া থেকে মুছে ফেলবে না?

[জেহানারার প্রবেশ।]

জেহানারা—জাঁহাপনা কি আমায় তলব করেছেন?

ঔ—হাঁ। জেহানারা, তোমায় আমি যথেষ্ট অনুগ্রহ কত্তুম; তাই বুঝি এমনি কোরে অনুগ্রহের সদ্ব্যবহার কচ্চ?

জে—বাঁদীর কসুর কি সম্রাট ?

ঔ—কসুর ভেবে ঠিক পাচ্চ না ? রংমহল এত উচ্ছৃঙ্খল কেন ? দিল্লীর বাদশার অন্তঃপুরের কলঙ্ক কালিমা দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত কেন ? হিন্দুস্থানে আমার মুখ দেখাবার স্থান নাই কেন ?

জে—এ সংবাদ অন্য পৌরাঙ্গনাদের জিজ্ঞাসা করবেন, এ সংবাদ আপনার কন্যাদের জিজ্ঞাসা করবেন ?

ঔ—তোমার কোন দোষ নাই ?

জে—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আত্মপ্রশংসা কত্তে হয়।

ঔ—এখনও প্রতারণা ? পাপিষ্ঠা, তুই দিল্লীশ্বরের সহোদরা ; চন্দ্র সূর্য্য তোর মুখ দেখ্‌তে পায় না ; আর একটা জঘন্য কাফের কার হুকুমে আমার রংমহলে আসত ?

জে—আমার হুকুমে।

ঔ—তবুও তুই নির্দ্দোষ ?

জে—সে তার স্ত্রীর কাছে আসতো।

ঔ—পাপিষ্ঠা, এখনও মিথ্যা কথা ? পাপের উপর এখনও পাপ সঞ্চয় ? ধর্ম্ম নাম একেবারে হৃদয় থেকে মুছে ফেলেছিস ?

জে—ধর্ম্মের নাম নিও না সম্রাট। যদি দুনিয়ায় কেউ অধর্ম্মের অবতার থাকে, সে দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর ; যদি অধর্ম্মই কারো জীবনের মূল মন্ত্র হয়, যদি অধর্ম্মই কারো ইহকাল পরকালের একমাত্র সম্বল হয়, সে আলমগীর বাদশাহের। অধর্ম্মে বর্দ্ধিত, অধর্ম্মে চালিত, অধর্ম্মের উপাসক—আমাকে আবার ধর্ম্ম দেখাও কি ? মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হবে তোমার অধর্ম্মে।

ঔ—আমার অধর্ম্মে ? আমার অধর্ম্মে ? মোগলসুনামধ্বংসকারিণী, মোগল গৌরব শ্রীবিনাশিনী পাপিষ্ঠা—আমার অধর্ম্মে ?

জে—হাঁ তোমার অধর্ম্মে ; শতবার বলব তোমার অধর্ম্মে ; সহস্রবার

বলব তোমার অধর্ম্মে; লক্ষবার বলব তোমারই অধর্ম্মে। আজ হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গগন ভেদ করে ক্রন্দনের রব উঠেছে—এ কার অত্যাচারে? তোমার অত্যাচারে নয় কি সম্রাট? কাবুল থেকে উড়িষ্যা—হিমালয় থেকে বেরার, আমেদনগর পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান একমন্ত্রে পরিচালিত, এক প্রাণে উজ্জীবিত, এক উদ্দেশ্যে গঠিত হয়ে, জাহাঙ্গীর শাজাহানের সোনার সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ ক'ত্তে আসছে—এ কার অত্যাচারে? তোমার অত্যাচারে নয় কি সম্রাট? ধন জন পূর্ণ রাজস্থান আজ বাত্যাবিতাড়িত কাননতুল্য ছিন্নভিন্ন শ্রীশূন্য বিষাদ পূর্ণ; এ কার অত্যাচারে? তোমার অত্যাচারে নয় কি সম্রাট? তবু তুমি ধর্ম্মের ভাণ করবে? আকাশে তারকা যেমন অসংখ্য, পাদপে পত্র যেমন অসংখ্য, তরঙ্গিণীতে তরঙ্গ যেমন অসংখ্য,তোমার পাপও তেমনি অসংখ্য—তোমার অধর্ম্মও তেমনি অসংখ্য—তোমার অকীর্ত্তিও তেমনি অসংখ্য।

ঔ—শয়তানী, প্রাণের ভয় রাখিস না?

জে—প্রাণের ভয়? তোমার রাজ্যে বাস ক'রে কবে কে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পেরেছে? প্রভাতে যাকে দেখেছি, রাত্রিকালে শুনি দুনিয়া থেকে সে জন্মের মত সরে গিয়েছে। তোমার সাম্রাজ্যের মূল মন্ত্র অবিশ্বাস; তোমার জীবনের মূল মন্ত্র অধর্ম্ম; তোমার সর্ব্বনাশের মূলমন্ত্র সংশয়। এই তিন নিয়ে তোমার সাম্রাজ্য; এই তিন নিয়ে তোমার অস্তিত্ব; এই তিন নিয়ে তোমার উচ্ছেদ।

ঔ—পাপিষ্ঠা, মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ তোর কথায় হবে না। আলমগীর যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুনিয়া ব্যাপ্ত করে বিস্তার করে যাচ্চে, সে সাম্রাজ্য অক্ষয় অবিনশ্বর। আকাশ যেমন অনন্তকাল স্থায়ী, পৃথিবী যেমন অনন্তকাল স্থায়ী, আলমগীরের সাম্রাজ্যও তেমনি অনন্তকাল স্থায়ী।

জে—ভুল, ভুল, ভুল বুঝেছ সম্রাট; ভুল ধারণা করেছ। লক্ষ লক্ষ নরনারীর শোণিতসিন্ধু প্লাবিত ক'রে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, শত শত আত্মীয়

স্বজনের মুণ্ডের উপর যে সাম্রাজ্যের সোপান গঠন, পিতা ভ্রাতা ভগ্নী ভ্রাতুষ্পুত্রের অস্থি চর্ম্মে যে সাম্রাজ্যের প্রাচীরবদ্ধ—তিন দিনেই তার উচ্ছেদ হবে; রবিকর স্পর্শে কুজ্ঝটিকার মত সে রাজ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিলিয়ে যাবে। রক্তের সমুদ্রের উপর তোমার সাম্রাজ্য ভাসছে; অধর্ম্মের বাতাসে তা টল্‌মল্‌ কচ্চে। এই সাম্রাজ্যের দম্ভ কর? এই সাম্রাজ্যের গৌরব করে বেড়াও? যথেচ্ছাচারী সম্রাট, একবার মনে ভেবো ভগবান আছেন—খোদা আছেন—এ বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। তুমি যথেচ্ছাচারী—তিনি যথেচ্ছাচারী নন; তোমার অধর্ম্মের সাম্রাজ্য—তাঁর অধর্ম্মের সাম্রাজ্য নয়। স্থির জেনো সেখানে ধর্ম্মের বিচার হয়, অধর্ম্মেরও বিচার হয়; পাপের বিচার হয়, পুণ্যেরও বিচার হয়। তোমারও সেখানে বিচার হবে—তোমার দম্ভ সেখানে চূর্ণ হবে; তাঁর হাত কখনও এড়াতে পারবে না—কখনও এড়াতে পারবে না—কখনও এড়াতে পারবে না—

[প্রস্থান।

ঔ—কি এ, কি এ! পাপিষ্ঠা এ কি বলে গেল? আমার চক্ষের উপর এ কি দেখিয়ে গেল? আমার আপাদ মস্তক বিকম্পিত ক'রে কি ধর্ম্মের আলোক প্রজ্বলিত করে গেল? ধর্ম্ম, ধর্ম্ম—কৈ ধর্ম্ম—কোথা ধর্ম্ম? আলমগীর বাদশা অতি দীন, অতি মন্দ ভাগ্য! এসো ধর্ম্ম, হতভাগ্যের কাছে একবার এসো? একবার তোমার আলিঙ্গন করি। কৈ ধর্ম্ম? কোথা ধর্ম্ম? কৈ ধর্ম্ম? কোথা ধর্ম্ম?

প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

যমুনাতীরে যশোদা শায়িতা;

পার্শ্বে যমুনা।

য—কষ্ট হচ্চে কি মা?

যশোদা—না মা, কষ্ট নয়।

য—তবে চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন?

যশোদা—কি জানি কেন? বুঝি তোমার জন্য; বুঝি তোমায় ছেড়ে যেতে হবে বলে?

য—তুমি রাত দিন মধুসূদনকে ডাক। প্রথম পরিচয়ে বুঝেছিলাম, তোমার কোন বন্ধন নাই। তবে আমার জন্য দুঃখ কেন মা? চোখে জল কেন?

যশোদা—না মা দুঃখ নয়; এ অশ্রু আনন্দ অশ্রু। আমার মধুসূদন দয়াময়। তাঁর নাম দীননাথ। তুমিও মা দয়াময়ী। তাঁর দয়া তোমার হৃদয়ে বিকশিত, মধুসূদন যেমন আমার আপনার, তুমিও তেমনি আমার আপনার।

য—পাগলি, এত ক'রেও তোকে যে বাঁচাতে পাল্লুম না মা—এ ক্ষোভ আমার ম'লেও যাবে না।

যশোদা—ক্ষোভ কি? দুঃখ কি? দীননাথকে ডাক। তিনিই সকল দুঃখ দূর করবেন। আঃ—কি ঠাণ্ডা বাতাস! মা, মা—দেখ্‌তে পাচ্চ, ঐ ঐ, কে আমায় ডাকছে? কি রূপ—কি রূপ—চক্ষু জুড়িয়ে গেল—হৃদয় ভরে গেল! তুমিই দীননাথ! এ রূপ ত এতদিন দেখি নি প্রভু! মেয়ে বলে কি আজ মনে পড়ল? আঃ, দেখি, প্রাণ ভরে দেখি—(নিদ্রা।)

য—আহা, বুঝি একটু ঘুমাল। বালিকা কি পবিত্র, কি পুণ্যময়ী! যথার্থই ও দীননাথকে চিনেছিল।

রামরায়ের প্রবেশ।

রা—কোথায় যাই? আজ সাত দিন বনে বনে ফিরছি। এতো নির্জ্জন স্থান নয়। ঐ যে অদূরে কুটীর দেখা যাচ্চে। তবে কি লোকালয়ে এসে পড়লুম? যদি কেউ দেখে? অনাহারে দীনবেশে কাঙ্গালের মত আর ঘুরে বেড়াতে পারি না। খুব রাজ্য পেয়েছি! নারায়ণ!—না, ও নাম নয়; ও নাম করবার অধিকার আমার নেই। তবে, তবে কি করি? কোথায় গিয়ে প্রাণ রক্ষা করি? কে আমায় আশ্রয় দেবে?

যশোদা—(নিদ্রাবস্থায়) ভয় কি, আমি দেব।

রা—কে, কে, কেও? আশ্রয় দেবে বলে আশ্বাস দিলে? কথা কও; চুপ কল্লে কেন?

যমুনা—(যশোদার প্রতি) কি মা, কি বলচ? কৈ না; এখনও ত ঘুমুচ্চে। (রামরায়কে নিকটে দেখিয়া) কেও?

রা—তুমি কে? কে—যমুনা! তুমি এখানে! তুমি কথা কচ্ছিলে?

যমুনা—না, যে কথা কচ্ছিল সে এই শুয়ে। দেখ, চিন্তে পার?

রা—(দেখিয়া) কে যশোদা? মা—মা, তোর এমন দশা হয়েছে?

যমুনা—হাঁ হাঁ, বালিকা মৃত্যুর পথে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। একটু ঘুমুচ্চে—ডেকো না।

যশোদা—কে, পিতা?—আশ্রয় দাতা? আর ভাল দেখ্‌তে পাচ্চি না। একটু পায়ের ধূলা দাও। বাবা, আমি যাচ্চি; আশীর্ব্বাদ কর যেন দীননাথের চরণে স্থান পাই।

রা—মা মা—যশোদা—চল্লি! আমিই তোর এ দশা করেছি; আমিই তোকে মাল্লুম!

যশোদা—না বাবা, তুমি কেন! তুমি আমার ভালই করেছ। তোমার জন্যই দীননাথকে এক মনে ডাক্‌তে পেরেছি। ঐ দীননাথ আমায় কোলে নিতে আসছেন। বাবা, আমি চল্লুম; মা, যাই? মধু-

সূদন, তোমাদের ভাল করুন। আঃ, ঘুম আসছে। বড় সাধের ঘুম! এ ঘুম আর ভাঙ্গবে না—আর জাগবো না! নদী যেমন সাগরে মিশে যায়, আমিও তেমনি তাঁতে মিশে যাব। ঐ যে; দীন—না—থ; দী—ন—ব—ন্ধু (মৃত্যু।)

যমুনা—যা, সব ফুরাল!

রা—ফুরুল—ফুরুল—সব শেষ হল। মা মা—আমিই তোকে মেরে-ফেল্লুম! কি হবে, কি হবে? মা—বড় কষ্ট পেয়েছ; আমিই তোকে আশ্রয়হীনা করেছিলুম; আমিই তোকে, তোর সর্ব্বনাশ হবে জেনেও সাফদারের হাতে দিয়েছিলাম; তাই আজ এদৃশ্য দেখতে হল! কি কল্লুম, কি কল্লুম; বালিকা হত্যা কল্লুম, নন্দিনী হত্যা কল্লুম, নারী হত্যা কল্লুম। উঃ—

(মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া পতন।)

যমুনা—কি করে হত্যা করেছ ... জান? কি কষ্ট পেয়ে বাছা আমার মরেছে তা জান? তিল তিল করে মা আমার মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করেছে। আর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার জন্য দীননাথকে ডেকেছে! যশোদাকে মেরে তুমি শুধু বালিকা হত্যা কল্লে না—মাতৃহত্যা কল্লে।

রা—ঠিক বলেছ। আমি মাতৃহত্যাই করেছি। তুমি এ বালিকার কে যমুনা?

যমুনা—কেউ নই।

রা—তুমি কে?

যমুনা—আমি কে শুনবে? বোলবো—আজ সে কথা বোলবো। এই অনন্তবিজনমধ্যে অনন্তসাগরাভিমুখগামিনী যমুনা-তীরে, অনন্তময়ের অঙ্কশায়িতা অনন্তনিদ্রাভিভূতা বালিকার পবিত্র দেহের সম্মুখে—আজ সে কথা বোলবো। প্রভু, আমি তোমার পত্নী; আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, আমি তোমার জীবন মরণের সঙ্গিনী।

রা—সে কি যমুনা !

যমুনা—প্রভু, বিশেলির জায়গীরদারকে মনে পড়ে ? আমি তাঁর কন্যা বিরজা। আমার ছদ্মবেশের নাম যমুনা। তুমি আমায় বিবাহ ক'রেই পরিত্যাগ করেছিলে—জীবনে কখনও আমার মুখদর্শন করনি। আমি কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি নি। তোমায় দেখবার জন্য ভিখারিণীবেশে তোমার আশেপাশে ঘুরে বেড়াতুম। শত্রুকন্যা ব'লে তুমি আমায় ত্যাগ করেছিলে; পাছে চিন্তে পাল্লে আর না দেখতে পাই, সেই ভয়ে কখনও তোমায় পরিচয় দিই নি।

রা—মহাপাতকী আমি—আমার মাথায় এখনও বজ্রাঘাত হচ্চে না ? কালভুজঙ্গে এখনও আমায় দংশন কচ্চে না ? বিরজা—বিরজা—

যমুনা—স্থির হও প্রভু।

রা—রাজ্য লালসায় উন্মত্ত হয়ে কি না করেছি ! তোমার মত পত্নী ; যার তুলনা নাই—যার কখন তুলনা হয় না ;—যে পত্নী জগতে দুর্লভ, জগতে চির আকাঙ্ক্ষিত—সেই অশেষগুণশালিনী ভুবনমোহিনীর মুখের দিকে একবারও ফিরে চাই নি ? যে বালিকা পিতৃহারা, মাতৃহারা, আশ্রয়চ্যুতা, জগতের পরিত্যক্তা—নিরুপায়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে ছিল ; একমুষ্টি অন্নের জন্য, এক বিন্দু করুণার জন্য যে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিল—তাকে নির্ম্মম অন্তরে পিশাচের হাতে তুলে দিইচি ? নিজের মঙ্গল ঘট নিজের পদাঘাতে চূর্ণ করেছি। ওঃ জ্বালা জ্বালা—জ্বালার সমুদ্রে আমি ডুবে রয়েছি—আমি স্থির হব ? নরকের অগ্নি আমার অস্থি মজ্জাকে দগ্ধ কচ্চে—আমি স্থির হব ? বিরজা, একটী কথা বলি ; অধিকার না থাকলেও বলি ; তুমি আমায় ভুলে যাও।

যমুনা—ওকি কথা প্রভু ?

রা—আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। পত্নী বলে তোমায় গ্রহণ করি সে অধিকার আমার নেই ; হায়, আমার অতীত জীবনটা যদি মুছে যেতো

তা'হ'লে বোধ হয় তোমার পবিত্রতাময় পুণ্য ছায়ায় ব'সে এই জ্বালাময় জীবন জুড়াতে পাত্তুম।

যমুনা—না প্রভু, এখন তুমি বিপন্মুক্ত। ঐ বালিকার মৃত্যুমুখ বোধ হয় তোমার ভবিষ্যৎ জীবন নূতন আদর্শে গঠিত ক'রবে। আর আমি এখানে থাকব না। ঐ পিতার অশরীরী আত্মা বলছে—'প্রতিশোধ' 'প্রতিশোধ'। তোমার জন্য সে কথা ভুলেছিলাম; কেন না তুমি আমার ইষ্টদেবতা অপেক্ষা—আমার পিতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমার স্বামী—আমার সর্ব্বস্ব; আমার ইহকাল, আমার পরকাল। তুমি বিপন্মুক্ত—আর আমি এখানে থাক্‌বো না। আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

রা—বিরজা—বিরজা—যেও না; আমায় ফেলে যেও না। কৈ কোথায় গেলে? আর দেখ্‌তে পাই না। অন্ধকারে কোথায় খুঁজবো? ভগবান, আর কেন? আর জীবন ধারণে ফল কি? পুণ্যতোয়া যমুনা-জীবনে আত্মদান ব্যতীত আমার জ্বালা নিবারণের আর কোন ঔষধ নাই!

{ যমুনায় ঝম্পোদ্যত; হঠাৎ গুরুগোবিন্দের প্রবেশ এবং রামরায়ের তৎকার্য্যে বাধা দান।

গু—মরবে কেন? ফের।

রা—কে তুমি?

গু—আমি গোবিন্দসিং।

রা—অ্যাঁ, তাই কি? একি স্বপ্ন না প্রহেলিকা?

গু—কিছুই নয়; সত্য।

রা—গুরুদেব, আমি আমার স্বজাতির প্রতি যে অত্যাচার করেছি তা বোধ হয় দানবেও কল্পনা কত্তে পারে না! আপনি কি তাই আমায় স্বহস্তে বধ কত্তে ইচ্ছা করেন?

গু—ছি বাবা, ও কথা বলিতে নেই! সহস্র জিহ্বা বিস্তার ক'রে

অনুশোচনার বহ্নি তোমার অন্তরে জ্বলে উঠেছে; আর কি তোমার উপর কেউ রাগ ক'ত্তে পারে?

রা—উঃ বৃশ্চিক-দংশন—বৃশ্চিক-দংশন! যে পৃথিবীতে আপনার ন্যায় মহাপ্রাণ দেবতার বাস—যে পৃথিবীতে যশোদার ন্যায় দেববালার পুণ্য মন্দির—যে পৃথিবীতে বিরজার ন্যায় শক্তিরূপিণী সহধর্ম্মিণী আমার মত নরপশু স্বামীকে স্বর্গের আলোক দেখাবার জন্য অধিষ্ঠিতা—সে পৃথিবীতে আমার স্থান নাই। পূজ্যপাদ, আমায় মার্জ্জনা করুন—আমি বেঁচে থাকতে পারবো না। ঐ দেখুন, আমার দুষ্কার্য্যের জ্বালাময় জঘন্য চিত্র দেখুন। ঐ বালিকা ধর্ম্মপ্রাণা চিরপুণ্যময়ী। ও আমার আশ্রিতা ছিল—আমার মঙ্গল চিন্তা ব্যতীত ওর আর অন্য কার্য্য ছিল না। আমি কিন্তু রাজ্যলাভের আশায় স্নেহধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে, অকাতরে, ওকে মোগল সেনাপতির হাতে তুলে দিয়েছিলাম। মোগলের অত্যাচারে বাছার আজ এই দশা। আমিই এ সকলের কারণ। এ স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাক্‌তে পারবো না।

গু—তোমার মুখে একথা শোভা পায় না রামরায়! ঐ বালিকার মৃত্যুর কারণ ব'লে তুমি অনুতাপ কচ্চ। কিন্তু ঐ বালিকারই অনুরূপ আমাদের মাতৃভূমি—অমনি পবিত্র, অমনি পুণ্যময়ী—তুচ্ছ স্বার্থের লোভে ক্ষণিক সুখের আশায়, আমরা অকাতরে অত্যাচারীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি। তাদের উৎপীড়নে ঐ বালিকার মত মা আমার মৃত্যু শয্যায়; স্বদেশ বৎসলতারূপ মৃত সঞ্জীবনী সুধায় মাকে না বাঁচিয়ে—সে মাকে উৎপীড়ন অত্যাচার হ'তে রক্ষা না করে মরবে? কাপুরুষের ন্যায় মরবে? এসো, স্বদেশের কার্য্যে, মান অভিমান, দুঃখ শোক—সব ভুলে জীবন উৎসর্গ করবে—এসো।

[রামরায়কে আলিঙ্গন।

যবনিকা

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আনন্দপুরেব দুর্গ।

গুরুগোবিন্দ—চতুর্দ্দিকে অগ্নিবৃষ্টি! আর দুর্গ রক্ষা হয় না। আজ সাতদিন অনশনে অদ্ধাসনে যে সকল প্রভুভক্ত শিখ প্রাণপণে অত্যাচারীর আক্রমণ হতে দুর্গ রক্ষা কচ্ছিল, তাদের সকলেরই প্রায় শেষ হয়েছে। আর চেষ্টা করা বৃথা; মা জন্মভূমি! বৃথা এ দেহ তোমার স্তন্যে পুষ্ট ক'রেছিলাম!

[গুজরীর প্রবেশ।]

গুজরী—বাবা গোবিন্দ, শত্রুদের কোলাহল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হচ্চে, —কি হবে বাবা?

গুরু—কি কোরব মা, আমি তোমার অকৃতী সন্তান। আর আমার মুখ চেয়ো না। মা আত্মরক্ষায় তৎপর হও। গুরুজিৎ ও মঞ্জুসা দুর্গদ্বার রক্ষা কচ্চে। কিন্তু সে কতক্ষণ? যে সব নিরীহ গ্রামবাসী স্ত্রীপুত্র নিয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, আর আমি তাদের রক্ষা ক'ত্তে পাল্লুম না; যে যার আত্মপ্রাণ রক্ষা করুক। মা, তুমি আমার পুত্রদ্বয়কে নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে পালাও। আর তিলমাত্র বিলম্ব কোরো না। দুর্গের পশ্চিমদ্বার দিয়ে পালাও; আমি পূর্ব্বদ্বারে গুরুজিতের সঙ্গে মিলিত হইগে। যতক্ষণ পারি শত্রুদের বাধা দি। যাও, তোমরা আর দেরী কোরো না।

গুজরী—না বাবা, একদিন আমি তোমার কথা শুনিনি; ভবানী-

পূজায় বিঘ্ন করেছি। আমি বুঝতে পাচ্চি তারই ফলে আজ আমার এই সর্ব্বনাশ হচ্চে। আজও আমি তোমার কথা শুনব না? বাবা, তুমি আমাদের মায়া ত্যাগ কর, পুত্রের মমতা ত্যাগ কর, নিজের প্রাণ রক্ষা কর, তুমি বাঁচলে সব হবে।

[মঞ্জুসার প্রবেশ।]

মঞ্জুসা—ওয়া গুরুজী কি কত্তে। শত্রুরা নগরদ্বার আক্রমণ করেছে। যে সকল নিরীহ গ্রামবাসী দুর্গের আশ্রয় ত্যাগ করে পালাচ্ছিল শত্রুরা তাদের শীতল রক্তপাতে ধরণী সিক্ত করেছে! এখন তারা দুর্গের নিকটবর্ত্তী। আর বুঝি আপনাকে রক্ষা কত্তে পাল্লুম না।

গুরু—আর রক্ষার প্রয়োজন নাই, চারিদিকে অত্যাচার! দানবও বুঝি এমন অত্যাচার কল্পনায় আন্‌তে পারে না! কি কল্লুম—কি কল্লুম!

গুজ—বাবা এখনও আমার কথা শোন। নিজেকে রক্ষা ক'ত্তে চেষ্টা কর। আমি বলচি তুমি তা পারবে। তুমি বাঁচলে আবার সব হবে; আমরা মরি ক্ষতি নাই—তুমি পালাও।

ম—পলাবারও আর উপায় নাই। (গুরুগোবিন্দের প্রতি) মুসলমান সেনাপতি ঘোষণা করেছে যে, যে আপনার মস্তক নিয়ে যেতে পারবে, সে লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক পাবে। এ পরিচ্ছদে দুর্গের বাইরে গেলেই শত্রুরা আপনাকে চিন্তে পারবে। আপনি এক কাজ করুন; আমি মুসলমান, আমার এই পরিচ্ছদ আপনি পরুন, আপনার পরিচ্ছদ আমায় দিন। মুসলমানের পরিচ্ছদে আপনাকে দেখ্‌লে শত্রুরা আপনাকে চিন্তে পারবে না।

গুরু—মঞ্জুসা, গোবিন্দ সিং কি এত হীন যে তোমার ন্যায় প্রভু-ভক্তের জীবন বিপন্ন ক'রে নিজেকে রক্ষা করবে? না মঞ্জুসা, আর আত্মরক্ষায় কোন ফল নেই। চল, বীরের ন্যায় যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করি।

[যমুনার প্রবেশ।]

যমুনা—বাবা, মুসলমানের পোষাক নেবে? এই নাও; মুসলমান ফকীরের অঙ্গাবরণ নাও; আমি কৌশলে সংগ্রহ করেছি। বাবা, পালাও।

গুজ—মা ভবানী, ভবভয়হারিণী, কে বলে তুই নেই? তোর যজ্ঞে বিঘ্ন করেছি, তবু তোর এত দয়া? বাবা গোবিন্দ, আর ইতস্ততঃ কোরো না। আমি মা, আমি বলছি, আমার কথা শোন।

গুরু—(যমুনার প্রতি) তুই কে মা?

য—বাবা, পরিচয় দেবার সময় নেই। শত্রুরা নিকটেই এসেছে। এই নাও, পোষাক পর; পালাও। আমার পরিচয় পরে পাবে—আপাততঃ জেনে রাখ আমি তোমার মেয়ে।

গুরু—আত্মীয় স্বজন কারো মুখ না চেয়ে, সকলের বীরদেহ শ্মশানে ফেলে, আমি পালাব? আমার সহায় নেই, সম্পদ নেই, বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই—আমি পালাব? কেন? যদি ভবিষ্যতের অন্ধকারে ক্ষীণ আশার ক্ষণিক আলোকপাতও দেখ্‌তে পেতুম, তা হ'লে না হয় মা তোমার কথা শুনতুম। আর আমি কি জন্য পালাব? অযোগ্য আমি আমার দ্বারা দেশের আর কোন আশা নেই।

য—কে বল্লে আশা নেই? বাবা, আত্মবিস্মৃত হ'য়ো না; তুমি কোন্ মহাবংশে জন্মগ্রহণ করেছ, সে কথা ভুলে যেয়ো না! তুমি বল্‌ছ তোমার কেউ নেই; আমি দেখ্‌ছি যখন তুমি নিজে আছ, তখন তোমার সব আছে। শুনতে পাচ্চ না বাবা, ভারতের প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে কোটি কণ্ঠের হাহাকারধ্বনি, বল্‌ছে—রক্ষা কর! রক্ষা কর! দেখ্‌তে পাচ্চ না চারিদিকে অত্যাচার। এ অত্যাচারের প্রবল তরঙ্গ রোধ ক'ত্তে পারে—এমন ক্ষমতা তুমি ছাড়া আর কারুর নাই। তুমি পালাও; আত্মরক্ষা কর; কারো মুখ চেয়ো না—পালাও; চামকর

দুর্গে যাও। সেখানে দেখ্‌বে যে, যে বিশ্বাসঘাতক রাম রায় এতদিন দেশের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর ছিল, গুরুর কৃপায় সে আজ তোমাদের পক্ষ অবলম্বন ক'রে, পাহাড়ীদের সাহায্যে শত্রুহস্ত হতে দুর্গ রক্ষা করেছে। সেখানে তোমার যে গুপ্তধন ছিল, মুসলমানেরা তার সন্ধান পায়নি। যাও বাবা, তুমি সেইখানে যাও। মা ভবানী তোমার সহায়। আমি চল্লুম—দেখিগে আর কাউকে যদি রক্ষা কত্তে পারি।

[প্রস্থান।

গুরু—যাও মা, দুর্গের মধ্যে যাও—আমি চল্লুম। দেখি, মা ভবানী কি করেন। মঞ্জুসা, এই শিরোপা, এই পরিচ্ছদ ত্যাগ কল্লুম। যদি ভগবান দিন দেন, আবার ঐ সকল এ অঙ্গে উঠ্‌বে; নতুবা এই শেষ।

[মঞ্জুসা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মঞ্জুসা—অন্ধকার ;—চারিদিকে অন্ধকার! খোদা, এ অন্ধকারে আলো দেখাও ; গুরুমহারাজকে রক্ষা কর।

(নেপথ্যে—যাকে পাও হত্যা কর, বালক বৃদ্ধ বিচার কোরো না ; কাফেরের রক্তে বেহেস্তের পথ পরিষ্কার কর। যে গোবিন্দসিংহের মস্তক এনে দেবে, সে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার পাবে।)

মঞ্জুসা—কি সর্ব্বনাশ, শত্রু দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করেছে; এখনও ত গুরুজী দুর্গ অতিক্রম ক'ত্তে পারেন নি। মুসলমানের পরিচ্ছদেও যদি কেউ তাঁকে চিন্তে পারে? মহাপুরুষের শিরোপা, এই অযোগ্য মস্তকে স্থান অধিকার কর ; মহাপুরুষের অঙ্গাবরণ, আমার দেহ সজ্জিত কর। (গুরুর পরিচ্ছদ পরিধান।)

[সাফদার ও মুসলমানসৈন্যগণের প্রবেশ।]

সাফদার—ঐ—ঐ গোবিন্দ সিং, মার—মার, কাফেরকে মার। সকলে এক সঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর।

[সৈন্যদিগের তথাকরণ। মঞ্জুসার পতন।

মঞ্জুসা—অভাগিনী ভারতভূমি, চল্লুম ; কিন্তু বড় দুঃখ এই মা, তোমার কোন কাজ ক'রে যেতে পাল্লুম না। ওয়া গুরুজীকি ফতে—(মৃত্যু)

সা—দুষ্‌মন, তুমি কাজ ক'ত্তে পাল্লে না—আমি কাজ গুছিয়েছি ; রাজদরবারে তোমার মুণ্ডের মূল্য লক্ষ মুদ্রা।

[অনেক সৈনিকের প্রবেশ।]

সৈনিক—গোবিন্দসিংহের মা আর দুই পুত্র বন্দী হয়েছে। অনুমতি হয় ত বধ করি।

সা—না, এখন তাদের বধ কোরো না—বন্দী অবস্থায় তাদের সঙ্গে নিয়ে চল। আর গোবিন্দের মস্তক দেহচ্যুত করে নাও আজ কাফেরের মস্তকের বিনিময়ে বাদশার অতুল মেহেরবাণী ক্রয় কোরব।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

[শিখ সৈন্যগণ।]

সকলে—পালা পালা, ঐ মোগলেরা আসছে।

১ম সৈন্য আবার পেছন দিকে চায় ?

২য় সৈন্য—আমার ভাগ্যেটা পেছিয়ে পড়েছে তাই দেখ্‌ছি।

১ম সৈন্য—তবে দাঁড়িয়ে মর। যে যার আপনার প্রাণ বাঁচা ; ভাগ্যের খবর ভাগ্যে নেবে।

[হঠাৎ কামান গর্জ্জন শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সকলে দণ্ডায়মান। যমুনার প্রবেশ ও সম্মুখে পথ অবরোধ করন।]

যমুনা—কোথা যাও ?

সকল—এ কে ?

১ম সৈন্য—ছাড় ছাড়, পথ ছাড়, যেতে দাও—শত্রুর চর নাকি?

যমুনা—না, আমি তোমাদের ঘরের মেয়ে--পালাচ্চ কোথা?

২য় সৈন্য—তা, তা—তা জানিনি।

যমুনা—কেন পালাচ্চ?

২য় সৈন্য—প্রাণের ভয়ে, আর কেন? মোগলেরা মহামার আরম্ভ করেছ; পঞ্জাব শ্মশান হল।

যমুনা—পঞ্জাব শ্মশান হল—আর তোমরা পালাচ্চ!

২য় সৈন্য—তা কি করব—শুধু দাঁড়িয়ে মাথা দেব?

যমুনা—পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবে ঠিক করেছ? এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আর মরবে না? কেমন?

২য় সৈন্য—তা, তা তুমি—আপনি কি বলছ?

যমুনা—কিছু না, পথ ছেড়ে দিচ্চি পালাও; কিন্তু সাবধান, খবরদার মোরো না, বনে পালিয়ে বাঘের মুখে মোরো না। কাল নদীতে নাইতে গিয়ে দেখলুম একটী সোণার চাঁদ ছেলে স্নান কাচ্ছল—তাকে কুমীরে টেনে নিয়ে গেল। তার মা বাড়ীতে ভাত বেড়ে বসেছিল; ছেলে আর ফিরে খেতে গেল না! সাবধান সে রকম কুমীরের হাতে মোরো না। একদিন ঝড়ের রাত্তিরে আমি একটা মাঠ পার হচ্চি—আমার সামনে একটী লোকের মাথায় বজ্রাঘাত হল। তোমরা খুব মাথা বাঁচিয়ে রেখো। যখন কড় কড় কোরে আকাশ থেকে বাজ পড়বে, অমনি খুব দৌড় দেবে। তাহলে আর বজ্রাঘাতে মৃত্যু হবে না। আপনার ঘরে স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কত্তে কত্তে যখন নাভিশ্বাস হবে, তখন দেখ্‌বো একবার দৌড় দিয়ে জ্বরের হাত থেকে কেমন প্রাণ বাঁচাতে পার! যাও, পথ ছেড়ে দিয়েছি, পালাচ্চ না কেন?

১ম সৈনিক—এ যে মা আসন্ন মৃত্যু, জেনে শুনে মরণ?

যমুনা—তাইত বলচি, যাও—পালাও; কিন্তু এই দুঃখিনী রমণীর একটী কথা রেখো, এমন জায়গায় পালিও যেখানে সাক্ষাৎ শমন নাই।

২য় সৈনিক—ও সব শাস্ত্রের কথা রেখে দাও; যতদিন বাঁচি ততদিনই ভাল।

যমুনা—সেটা কতদিন, তা কি বেশ হিসাব কোরে ঠিক করেছ? তোমরা চাষী লোক, ক্ষেতে চাষ কত্তে কত্তে হয়ত কাঁরো পায়ে একটী ছোট কাঁটা ফুট্‌তে পারে—তাই থেকে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ পচে ধসে যেতে পারে। তেমন করে ভোগার চেয়ে কি তরোয়ালের ঘায়ে মরা ভাল নয়? আলের গা থেকে একটা কেউটে বেরিয়ে দেখ্‌তে না দেখ্‌তে ছোবল মাত্তে পারে; কামানের গোলার সাম্‌নে পুরুষের মত ছাতি পেতে দেওয়ার চেয়ে সে মৃত্যু কি বেশী বাঞ্ছনীয়?

১ম সৈনিক—কি করব মা, অনবরত সাত দিন যুদ্ধ ক'রে আমরা অবসন্ন হ'য়ে পড়েছি। বাহুতে আর বল নেই।

যমুনা—কিন্তু চরণে ত বিলক্ষণ বল আছে দেখ্‌তে পাচ্চি। এই দৌড় যদি পেছন ফিরে না দিয়ে সাম্‌নে দিয়ে দিতে, তা হ'লে চাপে যে শত্রুকে ভূতলশায়ী ক'ত্তে পা'ত্তে। আর বাহুতে বল নেই বলচো? পালিয়ে কোথাও কি শুয়ে জীবন যাপন করবে?

২য় সৈন্য—শুয়ে থাকলে পেট চলবে কেমন ক'রে মা? খাট্‌তে হবে—তা লাঙ্গলই ঠেলি, হাতুড়িই পিটি, আর গাছই কাটি।

যমুনা—তবে যে বলছ বাহুতে তোমাদের বল নেই? তা নয় শিখ সন্তানগণ, পঞ্চনদের বীর পুত্রগণ—তা নয়। তোমাদের বাহুতে যথেষ্ট বল আছে। যে পদ পলায়নে নিযুক্ত করেছ, সেই পদভরে এখনও মেদিনী-কম্পিতা হন; কেবল বল নেই তোমাদের বুকে। মোগল যাদু জানে, তোমাদের যাদু করেছে। মনের বল তাই তোমরা হারিয়েছ; জুজুর ভয়ে তাই তোমরা পালাচ্ছ। পেছন ফিরে যত ছুট্‌বে জুজু ততই সঙ্গ নেবে।

কিন্তু জুজুর সাম্‌নে বুক চিতিয়ে একবার দাঁড়ালে জুজু তখনই মিলিয়ে যাবে। ছি, মরণের ভয়ে পলায়ন!

২য় সৈন্য—না মা, আর পালাব না; তুমি আমাদের যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানে যাব। ওয়া গুরুজীকি ফতে।

[গুরুজিতের প্রবেশ।]

গুরুজিৎ—সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে; আর কোথা যাচ্চ ভাই—গুরুদেব নাই।

সকলে—সে কি—সে কি!

গুরুজিৎ—গুরুদেবের ছিন্ন মস্তক এখন দুরাচার সাফদারের হাতে।

যমুনা—ছিন্ন মস্তক! সব চেষ্টা বিফল হল!

সৈন্যগণ—এঁ্যা, গুরুজী মলেন; আর আমরা মরবার ভয়ে পালাচ্ছিলুম!

যমুনা—মরণ হবে না? মরবে বৈ কি? অপরিচ্ছন্ন ভারতে আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হচ্চে, আর্য্যাবর্ত্তের কলুষিত কার্য্যক্ষেত্রে আবার পুণ্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবার উদ্যোগ ভগবান কচ্ছেন। এখন কত বিশাল শালতরু ভূমিসাৎ হবে, কত অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ চূর্ণীকৃত হবে, কত বজ্রাঘাত, কত উল্কাপাত হবে—তার কি নির্ণয় করা যায়? বিধাতার বিধানে সার্ব্বভৌম মঙ্গলের জন্য যখন একটা মহাবিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তখন কত নিকৃষ্টের সঙ্গে শ্রেষ্ঠেরও বিনাশ হয়ে থাকে। বজ্রাঘাতে পৃথিবীর কলুষিত বায়ু পরিষ্কৃত হয়, কিন্তু তার সঙ্গে দুদশটা সুন্দর বৃক্ষ, সুদর্শন প্রাসাদ ও মহামান্য মানবের প্রাণও বিনষ্ট হয়; যখন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সকলকে উর্ব্বরা করবার জন্য প্রবল বন্যা দেশ প্লাবিত করে তখন কি দুদশটা গ্রাম অধিবাসী সহ ভেসে যায় না? যখন ভীষণ ভূমিকম্প দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা এই পৃথিবীর অংশ বিশেষ পুনঃ সংস্কৃত ক'ত্তে থাকেন, তখন উচ্চ হ'তে উচ্চতর প্রাসাদই সর্ব্বাগ্রে ধুলিসাৎ হয়।

গুরুজিৎ—আহা, কে মা তুমি? তোমার কথায় যে আবার বুকে বল আসছে—আবার আশার সঞ্চার হচ্ছে?

যমুনা—পিতা, আমাদের পিতা, শিখজাতির পিতা, স্বধর্ম্মের নেতা গুরুগোবিন্দ!—আজ ভারতের ধর্ম্মশক্তির—দেশানুরাগ-শক্তির—বীর-শক্তির গর্ব্বোৎফুল্ল পর্ব্বত! তাঁরই বক্ষো ভেদী স্বদেশ প্রেমাগ্নি আজ ভারতে অভিনব ভূকম্পের সূচনা করেছে। এতে যদি তাঁর নশ্বর দেহ কিম্বা তাঁর সন্তানদের দেহ বিনষ্ট হয়, তাতে ক্ষতি কি? মহাপুরুষের মৃত্যু কখনও নিষ্ফল হয় না। সে মৃত্যুর নাম মহাজীবনের সূচনা। সে শোণিতের প্রতি বিন্দুতে কোটি কোটি গোবিন্দ সিং জন্মাবে। ওঠো জাগো, তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নাও। আর ভয় কোরো না।

গুরুজিৎ—ঠিক বলেছ মা। ভাই সব, প্রতিশোধ নাও; আগুন জ্বাল; সে আগুনে দিল্লীর ময়ুর তক্ত পুড়ে ছাই হোক।

১ম সৈন্য—না, আর ভয় নেই; বল মায়ি, আমাদের কোথায় যেতে হবে?

য—তোমরা সকলে চামকর দুর্গে যাও।

গু—তুমি কি মা আমাদের সঙ্গে যাবে না?

য—না বাবা, আমার এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।

গু—তবে কি মা আর তোমার দেখা পাব না?

য—বল্‌তে পারিনে।

গু—এখন কোথায় যাবে মা?

য—স্বামি সকাশে। আমার ফুল শয্যা হয় নি; ফুল শয্যা কত্তে যাব।

[প্রস্থান।

গু—আর এখানে কেন ভাই সব, চল চামকর দুর্গে যাই; রমণীর উপদেশ কেউ লঙ্ঘন কোরো না।

সকলে—জয় মা ভবানী।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[সাফদার, ফতে সিং, জিৎ সিং ও
সাফদারের অনুচরবর্গ।]

সা—(ফতে সিংহের প্রতি) তুমি বড় না? তোমার নাম কি?

ফতে—আমার নাম গুরুজী কি ফতে।

সা—কি? (জিৎ সিংহের প্রতি) তোমার নাম কি?

জিৎ—গুরুজী কি ফতে।

সা—কি, আমার সঙ্গে ঠাট্টা! (জনৈক অনুচরের প্রতি) তুমি জান, এদের নাম কি?

অনুচর—জানি বৈকি সর্দ্দার বাহাদুর—ঐ ছেলেটার নাম ফতে সিং, আর ঐ ছোঁড়ার নাম জিৎসিং।

সা—তবে রে বেয়াদব, আমার সাম্নে মিথ্যা কথা বলছিলি?

ফতে—মিথ্যা কথা কিছুই বলিনি। শিখ জাতির একমাত্র নাম শিষ্য; তার উপর যদি তার আর কোন নাম থাকে, তা হলে ঐ এক কথা—গুরুজী কি ফতে।

সা—আচ্ছা বেশ; এই গুরু নাম, শিখ নাম সাফদারের হাতে আজ দুনিয়া থেকে মুছে যাবে। এখনই তোমাদের প্রাণ সংহার করবো।

ফতে—বেশ ত—তাই করুন; আমরা তজ্জন্য ভীত নই।

সা—কি বালক, মৃত্যুকে ভয় কর না?

ফতে—না; যা অবশ্যম্ভাবী, যা জীবমাত্রেরই জন্মের পরিণাম—তাকে আবার ভয় করব কি? যে জাগে, সেই ঘুমায়; যে জন্মায়, সেই মরে। আপনি আমায় আজ মৃত্যুর ভয় দেখাচ্চেন। আমি আপনার বীরত্বের বাহাদুরী কত্তুম, যদি আপনি এইখানে দাঁড়িয়ে সদর্পে বল্‌তে পাত্তেন যে—ওরে, মারবো, কিন্তু আমি কখনও মরবো না। মদগর্ব্বের মাৎ-

সর্ব্বে, ক্ষমতার ক্ষণিক প্রলাপে, নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আপনি আমাদের রক্তপান পিপাসায় উন্মত্ত হয়েছেন ; কিন্তু আপনি কি নিশ্চয়ই বলতে পারেন যে, খড়্গ উত্তোলনের পূর্ব্বে আপনার বাহুতে পক্ষাঘাত হবে না ? প্রাণবধাজ্ঞা প্রদানের পূর্ব্বে আপনার ওষ্ঠে বিষাক্ত কীট দংশন করবে না ?

সাফদার—ও সব বাজে কথা রেখে দাও। তোমরা বালক ; সেইজন্য আমার প্রাণে একটু মায়াও হচ্চে। এক কাজ কল্লে আমি তোমাদের জীবন রক্ষা কত্তে পারি।

ফতে—কি কাজ ?

সাফদার—যদি তোমরা ঐ বন্য দস্যু জাতির সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে বাদশার পদানত হও, এবং প্রেতপূজার পরিবর্ত্তে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর।

ফতেসিং—জগদীশ্বর, গ্রন্থ আর গুরু—এই তিন ছাড়া শিখ আর কারো পদানত হয় না। আর প্রেতপূজা কাকে বলেন ? মুসলমান একেশ্বরবাদী, আমরাও একেশ্বরবাদী।

সাফদার—একেশ্বরবাদী ! তবে তোমার পিতা ভবানী ব'লে একটা ভূতনীর পূজা করেছিলেন কেন ?

ফতেসিং—মনসবদার, পিতা যে ভবানীর পূজা করেছিলেন, তার মর্ম্ম যদি তুমি বুঝতে তা'হলে সেই মহাশক্তিকে ভূতনী বলে তোমার রসনাকে কলুষিত ক'ত্তে না। যে ঈশ্বরকে তোমরা পূজা কর--সেই ঈশ্বরকে আমরাও পূজা করি। কিন্তু যদি আমরা তার সঙ্গে ঘন-বরণা, আকাশকেশা, দিঙ্‌মণ্ডলবাসা, খর খড়্গধারিণী, দৈত্যমুণ্ডমালিনী ঈশ্বরের অসুর-নাশিনী শক্তিকে পূজা করি, তা'হলে কি সে ভূতের পূজা হয় ? আপনি মোগল রাজসিংহাসনচরণে মস্তক লুণ্ঠন করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মোগলের যে শক্তি আজ সমগ্র ভারতকে করায়ত্ত করেছে সেই শক্তির ও, পূজা করেন না ?

জিং সিং—ঠিক বলেছ ভাই। এসো রক্ত পিপাসু সেনানায়ক, আমাদের মার; আর অমাবস্যার অন্ধকারে ভারতের পাপ রাজশক্তি আচ্ছন্ন হোক। তাহলে অচিরে আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্র গগনে পুণ্যের প্রতিপ-চন্দ্র উদয় হয়ে ধর্ম্মরাজ্যের পূর্ণিমা বিকাশের জন্য কলায় কলায় বর্দ্ধিত হবে।

সাফদার—কমবক্ত বেতমিজ কুত্তা কাফের, মরবার সুখ এইবার টের পাবে। কেমন কোরে তোদের মারবো জানিস্? তোদের জীবন্ত সমাধি দেব।

ফতে সিং—বেশ ত? তার আবার আস্ফালন কচ্চ কি?

[ছুটিয়া গুজরীর প্রবেশ।]

গুজরী—দুষমন্, সেই সঙ্গে আমাকেও মার। শুনলুম আমার সর্ব্বস্ব ধন গোবিন্দকে মেরেছিস; তার সোণার কমল ছেলেদেরও মারতে এনেছিস; আমাকেও আর রাখবার দরকার নাই।

সাফদার—না, তোমায় এখন মারবো না; তোমার চোখের উপর তোমার নাতিদের দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথবো। তারপর তোমায় বাদশার কাছে হাজির করব। সেখানে তোমার কিছু বলবার থাকে বলবে—জেনানা বলে বাদশা ছেড়ে দিলেও দিতে পারেন।

গুজরী—ধিক্ ধিক্! গোখরোর ছোবল খেয়ে কেউটের কাছে যাব নালিশ কত্তে? আমি রাজার মা, ধর্ম্ম গুরুর মা, সমস্ত খালশাজাতি আমার সন্তান। আমি তুচ্ছ প্রাণের জন্য ভিক্ষা ক'ত্তে যাব অত্যাচারীর কাছে? যারা আমার স্বামীকে হত্যা করেছে, পুত্রকে হত্যা করেছে, পৌত্রদের হত্যা কচ্চে; যারা আমার ধর্ম্মকে ঘৃণা করে, জাতিকে ঘৃণা করে, আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব স্বদেশকে যারা একটা লুণ্ঠন ভাণ্ডার বলে মনে করে—তাদের রাজার কাছে যাব আমি বিচার প্রার্থনায়? তা নয়; মার্

তোরা, আমাদের সবাইকে মার ; আমাদের রক্তমাংস অস্থির সারে এই আর্য্যাবর্ত্ত উগ্রভাবে উর্ব্বর হবে ; সুজলা সুফলা অমৃত প্রসবিনী ভারত একবার অসুর নাশের জন্য বিষবৃক্ষের বীজকে উপ্ত, বর্দ্ধিত ও সাংঘাতিক ফলভারে অবনত করবে।

সাফদার—(প্রহরীদের প্রতি) মাগীর বড় কড়া কড়া কথা ; দাড়িয়ে শুন্‌চিস কি ; ছোঁড়াদুটোকে পুঁতে ফেল ?

ফতে সিং—ঠাকুর মা, ঠাকুর মা, আপনি ইতরের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় কচ্চেন কেন ?

জিৎ সিং—(গুজরীকে ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিয়া) ও কি ঠাকুরমা, অমন কচ্চ কেন ?

গুজরী—কি জানি কি হচ্চে ? বুঝি ফুরুলো—বুঝি গেলুম ? এ্যাঁ ;—যাই, যাই। কিন্তু যাবার আগে অভিশাপ। দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহীর সবংশে নিধন ! সতীর বাক্য—ও হো হো—

জিৎসিং—ঠাকুর মা ঠাকুর মা, আমাদের জন্য প্রাণ দিলে !

গুজরী—আবার অভিশাপ—

ফতেসিং—মা ভবানী তোমায় কোলে নিচ্চেন। আর অভিশাপ মুখে রেখো না—আশীর্ব্বাদ কর।

গুজরী—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদ। দেশের জন্য প্রাণ দে, দেশের জন্য সর্ব্বস্ব দে, আর আমি যেখানে যাচ্চি, সেইখানে আয়। আশীর্ব্বাদ—আশীর্ব্বাদ—(মৃত্যু)।

সাফদার—একি, লুকান বিষ ছিল নাকি ?

ফতেসিং—হ্যাঁ ছিল ; কিন্তু ঠাকুর মার কাছে নয়। সে বিষ ছিল তোমার দাঁতে, সে বিষ ছিল তোমার আঁতে, সে বিষ ছিল ভারতের ভ্রাতৃদ্রোহী জাতে !

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[মরুভূমি মধ্যে ফকীরবেশে গুরুগোবিন্দ।]

গুরুগোবিন্দ—(স্বগতঃ) পালিয়ে এলুম; চোরের মত ভীরুর মত ছদ্মবেশে পালিয়ে এলুম। রাজবেশ পরিত্যাগ ক'রে ফকীরের কন্থায় দেহ আবৃত কল্লুম? কে সে রমণী? তার নয়নে কি মোহিনী শক্তি, রসনায় কি ঐন্দ্রজাল! ছি ছি ছি, কল্লুম কি; জননী পুত্র পরিবার শিষ্য সেবক সকলকে শত্রুর সম্মুখে রেখে প্রাণ ভয়ে পালালুম! একজন অপূর্ব্বদৃষ্টা, অপরিচিতা, যোগিনীবেশা যুবতীর কথায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পরিচালিত হলুম? না—না না, প্রাণ ভয়ে নয়; রমণীর কথাই ঠিক। আমার প্রাণ দেবার সময় এখনও হয় নি। লোকে আমায় ভীরু বলবে—বলুক; ইতিহাসে কাপুরুষ উপাধি লাভ করব, ক্ষতি নাই; জগৎ হাসবে হাসুক! ভারতবর্ষের উদ্ধার সাধন, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন—আমার এ জীবনের ব্রত। সে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এখনও আমায় জীবন রক্ষা কত্তে হবে। আমি কে? আমার মান অপমানই বা কি? মা ভবানী, নাও মা তোমার মান অপমান; নাও মা তোমার সুখ্যাতি অখ্যাতি; আমার বীরত্বের গৌরব, ভীরুতার লজ্জা, সকলই তুমি নাও মা। কেবল আমায় আমার ব্রত উদ্‌যাপন কত্তে দাও। ইহকাল কি, আমার স্বদেশের জন্য আমি পরকাল পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। মা ভবানী, উদ্দেশ্য দেখ মা, আমার কার্য্য দেখো না। চল পলায়িত চরণ, চামকর দুর্গে চল; আবার মার পূজার বলি সংগ্রহ করি; মা জন্মভূমির পূজা-প্রাঙ্গণ ভক্ত অভক্তের রক্তে প্লাবিত করি। উঃ কতকাল—কতকাল আর এ রক্ত-প্লাবন চলবে? কেন মা ভারত, তুই কাঙালিনী হোস নি? কেন তোর মুকুট হতে চরণ পর্য্যন্ত এই মরু প্রদেশের মত বালুকাময় হয় নি? কেন তুই সুজলা সুফলা

শস্য শ্যামলা হলি ? বুভুক্ষু মানবের, পরন্ত পিপাসু ধরাবাসীর অসীম লিপ্সা উদ্দীপ্ত করবার জন্য কেন মা তোর জলে স্থলে বৃক্ষে লতায় এত শোভার আতিশয্য, এত আহারের প্রাচুর্য্য ? পরের পরিচারিকা হবি বলে কি এত মণিকাঞ্চন গর্ভে বহন করেছিস মা ?

[সন্ন্যাসিনী বেশে যমুনার প্রবেশ।]

য—কি ফকীর, এখনও পথে ?

গু—পথেই ত বহুকাল। ধর্ম্মশালা ত অনেকদিন অন্বেষণ কচ্চি ; পাচ্চি না। বুঝি এ পথ অনতিক্রমণীয়।

য—সেদিন শুনলুম তোমার পান্থশালা অন্বেষণের কষ্ট দেখে সদয়-হৃদয় সাফদার খাঁ তোমায় একেবারে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে ?

গু—প্রহেলিকা ভেঙ্গে দাও মা ; তোমার কথা বুঝতে পাচ্চি না।

য—শুনলুম সাফদার নাকি তোমায় মেরেছে ; তার হাতে তোমার সকল জ্বালা জুড়িয়েছে।

গু—হাঁ মা, এ জ্বালা কি মলেও জুড়াবে ? তুমি মা যোগিনী ; বিশ্ব-প্রেমে তোমার প্রাণ ভরা ; এ স্বদেশ প্রেম তোমায় বোঝাব কি করে ?

য—সত্য কি তুমি স্বদেশকে এত ভালবাস ?

গু—সে কথা কি বলব ? এই মাত্র বলছিলাম জন্মভূমির জন্য আমি আমার পরকালকেও জলাঞ্জলি দিতে পারি।

য—আচ্ছা গোবিন্দ সিং, মায়ার বন্ধন কি ছিন্ন ক'ত্তে পেরেছ ?

গু—কই পেরেছি ? এই নশ্বর দেহের অভ্যন্তরে অস্থি মাংস পেশী রক্ত কিছুই নাই—সমস্তটা স্বদেশের প্রতি মমতায় ভরা। তবে আর মায়ার বন্ধন ছিন্ন কল্লুম কৈ ?

য—ও মায়া দেব-মহিমায় মণ্ডিত। তুমি জননী জন্মভূমির রক্ষার জন্য বিব্রত ; আর তোমার গর্ভধারিণী মার সংবাদ রাখ কি ?

গু—জগন্মাতা আমার মাকে দেখ্‌বেন ?

য—দেখেছেন ; তোমার মা নিরাপদে আছেন, জগন্মাতা তাঁকে কোলে তুলে নিয়েচেন।

গু—সে কি !

য—তোমার মা আর ইহসংসারে নেই।

গু—মার আমার মৃত্যু হয়েছে ? অভাগা অধম সন্তান আমি, চরমকালে চরণ তলে বসে মার অন্তিমকার্য্য ক'র্ত্তে পাল্লুম না ? কিসে মা গেলেন ?

য—শোকে ?

গু—উঃ, এমন সন্তানও গর্ভে ধারণ করেছিলে মা ! পুত্রশোকে মার আমার মৃত্যু হ'ল !

য—পুত্রশোকে নয়—পৌত্রশোকে !

গু—কি বল্লে !

য—পৌত্রের শোকে ; পুত্রের পুত্রের শোকে।

গু—যাও—যাও যোগিনী। তুমি অনেক মূর্ত্তি ধরেছ— অনেক খেলা খেলছ ? সে দিন তুমি বীরকে পলাতক করেছ, আজ আবার জন্মের মত তার বুক ভেঙ্গে দিতে এসেছ।

য— বুক ভেঙ্গে দিতে আসিনি গোবিন্দ সিং, তোমার ভাঙ্গা বুকে লোহার বর্ম্ম পরাতে এসেছি।

গু—তাই মর্ম্ম ব্যথার উপন্যাস রচনা করে এনেছ ?

য—উপন্যাস নয়। আমি নিজে যা হই, এখন যে বেশ পরিধান করেছি, এর মর্যাদা কখনও ভুলি নি। আমি মিথ্যা কইতে আসি নি।

গু—তবে তুমি আমার পুত্রের মৃত্যুর কথা বলচ কেন ? কোন্ পুত্র ?

য—ফতে সিং।

গু—কি বলচ তুমি—আমার ফতে সিং নেই ?

য—জিৎ সিংও নাই।

গু—তার পর, তার পর? বলে যাও, বলে যাও? না, আর বলবে কি? যার যার কথা বলবার ছিল সবই ত বলা হল। বাস্; তবে তুমি জেনে শুনেই আমায় এই ফকীরি বেশ পরিয়েছিলে? যোগিনী, তুমি অনেক জান দেখছি; আমায় একটী উপায় বলে দিতে পার?

য—কি?

গু—আতহত্যার পাপে লিপ্ত হতে না হয়, অথচ মরা যায় কেমন কোরে?

য—পারি, অতি সহজ উপায়ে। চামকর দুর্গে যাও; কন্থা দূরে নিক্ষেপ কোরে আবার অসি কবচ ধারণ কর; যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু সম্মুখে অগ্রসর হও; সেখানে যম দ্বারের লক্ষ পথ দেখতে পাবে।

গু—আর কার জন্য যুদ্ধ কত্তে যাব?

য—তবে এত দিন কি কেবল আপনার পুত্র পরিবারের জন্য যুদ্ধ করেছিলে? নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য সহস্র সহস্র ধর্ম্ম বিশ্বাসী নির্দোষী সতীর স্বামী, পুত্রের পিতা মাতার পুত্রের রক্তে পঞ্জাব প্লাবিত করে-ছিলে? এই না বলছিলে স্বদেশের জন্য তুমি তোমার আত্মাকে পর্য্যন্ত নিরয়গামী কত্তে পার? যাও গোবিন্দ সিং, সেই স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করগে, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করগে, ভারতবর্ষে চিরশান্তি স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করগে।

গু—আরে মূঢ় গর্ব্বিত মানব—প্রবৃত্তির দাস, বাসনার দাস, মায়ার সংশয়-পাশের দাসানুদাস—আমি আবার স্বদেশ প্রীতির গর্ব্ব করি! মা ভবানী, আমার খুব দর্প চূর্ণ করেছ!

য—যাও গোবিন্দ সিং যাও, শিখ জাতির নেতা যাও; একমাত্র পিতৃহত্যার প্রতিবিধিৎসার আগুন হৃদয়ে প্রজ্বলিত কোরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েছিলে; আজ সেই আগুনে আবার মাতৃহত্যার পুত্রহত্যার

ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হল! আগুন ধূ ধূ জ্বলুক। শুনে রাখ, তোমার পুত্রেরা বীরের মৃত্যু ম'ত্তে পায় নি; পিশাচ সাফদার তাদের জীবন্ত সমাধি দিয়েছে।

গু—এঁ্যা এঁ্যা—

য—ওকি, কাতর কেন? টলচ কেন? দাঁড়াও; খাড়া হয়ে দাঁড়াও; বজ্র মুষ্টিতে অসিধারণ কর; আগুন ধূ ধূ জ্বালাও। অসুর নাশন মূর্ত্তি ধরে সমরাঙ্গণে আগুন ছড়াতে থাক। পাপ ভস্ম কর—পাপ ভস্ম কর!

গু—যোগিনি, তুই কি ভবানী?

য—আমি কে তা শুনে কি করবে বাবা? যা বলি শোন; আগুন ছড়াও—আগুন ছড়াও। সবাই শুনেছে, তুমি মরেছ। বাদশাও হয়ত এতক্ষণ শুনেছে। আমিও তাই শুনেছিলুম; কিন্তু আমার ভ্রান্তি ভেঙ্গে গেছে। তুমি নিজ পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে মোহে আকুল হয়ে উঠেছিলে, আর একটী পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুন।

গু—আবার কে? আবার কার সর্ব্বনাশ হল?

য—সর্ব্বনাশ কি না জানি না; কিন্তু তোমার জন্য একটা মহাপুরুষের মহা প্রাণ গেছে।

গু—সে কি, আমার জন্য!

য—হ্যাঁ তোমার জন্য। বুদ্ধুসা ফকিরকে মনে পড়ে? সেই মুসলমান মহাপুরুষের পুরুষোত্তম পুত্র মঞ্জুসা।

গু—অ্যাঁ, মঞ্জুসা! কি হয়েছে?

য—তোমার পরিচ্ছদ প'রে সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল। শোণিত পিপাসায় অন্ধ সাফদার গুরুগোবিন্দ ভ্রমে মঞ্জুসার মুণ্ড ছেদন করে বাদশাকে উপহার দিতে গেছে।

গু—আর আমি আপনার পুত্রশোকে অবসন্ন হ'য়ে তরবারি পরিত্যাগ

ক'ত্তে উদ্যত হয়েছিলাম? ধিক্, ধিক্, সহস্র ধিক্ আমায়। যোগিনী, আর পিতার নয়, মাতার নয়, পুত্র ফতে সিং, জিৎ সিংহের নয়—মঞ্জুসার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব। সত্যই অসুর-নাশন মূর্ত্তি ধারণ করব; সেই নরপ্রেতের রক্তে মঞ্জুসার প্রেত-তর্পণ করব। যোগিনী, যখনই যখনই আমি বল হারাব, তুমি দয়া ক'রে একবার আমায় দেখা দিও। তোমার বিশ্বনাশী ফুৎকারে আমার প্রতিহিংসাগ্নি ধু ধু করে জ্বলে উঠ্‌বে। দেখা দিও, যোগিনী, দেখা দিও।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ঔরঙ্গজেবের মন্ত্রণা গৃহ।

[বুদ্ধুসা ফকীরকে লইয়া জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।]

সৈনিক—জাঁহাপনা, এই ফকীর ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে কাফেরের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সেনাপতি সাহেবের আজ্ঞায় আমরা একে হজরতের কাছে নিয়ে এসেছি।

ঔরঙ্গজেব—(বুদ্ধুসার প্রতি) তুমি মুসলমান ফকীর; হিন্দুদের সাহায্য ক'রে ইসলাম ধর্ম্মের অবমাননা কচ্চ কেন?

বুদ্ধুসা—অত জবাবদিহিতে কাজ কি সম্রাট, আমায় দণ্ড দিতে এনেছ, দণ্ড দাও।

ঔ—তুমি মুসলমান, সহজে তোমায় দণ্ড দেব না; ফকীর হয়ে এ কাজ কল্লে কেন?

বুদ্ধুসা—কাজ ঠিকই করেছি। তুমি সাম্রাজ্য লাভের আশায় ধর্ম্মের অপলাপ করেছ। আমি ইসলাম ধর্ম্মের উদার নীতি অনুসরণ কর্ত্তে

গিয়ে ধর্ম্মপ্রাণ গুরুগোবিন্দের পক্ষ অবলম্বন করেছি। দোষ কার—ঐ অধর্ম্মের সিংহাসনে ব'সে তুমি তার বিচার কত্তে পারবে না। ইসলাম ধর্ম্ম বড় উচ্চ, বড় পবিত্র। সে ধর্ম্মে ভেদাভেদ নাই, উচ্চ নীচ নাই, হিন্দু মুসলমান নাই; সব এক—সব সমান। তোমার পিতা শাজাহান একদিন ঐ সিংহাসনে ব'সে বলেছিলেন :—

'হিন্দু ধরম কো মৎ বিগাড়ো
দোনো মিলায়কে এক করো।'

বাবা, তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে। তথাপি তুমি পিতৃ-উপদেশ উপেক্ষা কল্লে! এর দণ্ড তোমায় ভোগ কত্তে হবে। ক্ষমতা আছে; আমার মাথা নিতে পার; কিন্তু খোদার কাছে গিয়ে মাথা উঁচু কত্তে পারবে না।

ঔ—(স্বগতঃ) কে এ ফকীর! (প্রকাশ্যে) আমার পিতার দরবারে আপনি উপস্থিত ছিলেন?

বুদ্ধুসা—হাঁ, তিনি আমায় ভালবাসতেন; আমার কাছে শাস্ত্র কথা শুনতেন। তোমাকে ধর্ম্মশীল করবার জন্য তিনি আমাকে তোমার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। আমি বেতনভোগী কর্ম্মচারী ছিলাম না; ভারতের ভবিষ্য-সম্রাট যাতে পবিত্র ধর্ম্মের উদারনীতি অনুসরণ ক'রে সকলের প্রিয়ভাজন হন, প্রাণপণে সে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলুম ধর্ম্মে তোমার আন্তরিকতা নাই, তখন বড় দুঃখে তোমায় ত্যাগ কল্লুম। সে বহু দিনের কথা। ভেবে দেখো, হয়ত তোমার মনে পড়বে।

ঔ—সব মনে আছে, আপনি আমার গুরু। গুরুদেব, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। কবরের যত নিকটে যাচ্চি, ততই আমার জীবনব্যাপী ভ্রমের জন্য আমি অনুতপ্ত হচ্চি। আপনি আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি প্রকৃতই ইসলাম ধর্ম্ম বুঝতে পারিনি।

[সাফদারের প্রবেশ।]

সাফদার—খোদাবন্দ, এই নিন; গণ্ডার ঘাল করেছি। অনেক কষ্টে দেশের শত্রু সম্রাটের শত্রু দুষমন কাফেরের মস্তক জাঁহাপনার সম্মুখে আনিতে পেরেছি।

[সম্রাটের সম্মুখে মঞ্জুসার মস্তক স্থাপন।]

বুদ্ধু সা—বীর শ্রেষ্ঠ গুরুগোবিন্দের কেশস্পর্শ কত্তে পার—এমন পুণ্য ক'রে আসনি সেনাপতি?

ঔ—তবে ও কার মুণ্ড?

বুদ্ধু সা—এই দানের পুত্র মঞ্জুসার। ধন্য পুত্র, ধন্য বীর মঞ্জুসা! খোদা, আমি বড় ভাগ্যবান—আমার পুত্র বীরের মৃত্যু আলিঙ্গন করেছে।

ঔ— এ কি ব্যাপার সাফদার?

সাফদার—না জাঁহাপনা—ফকীরের ও মিথ্যা কথা।

বুদ্ধু সা—রসনা সংযত কোরে কথা কও সেনাপতি? ফকীর মিথ্যা বলতে শেখেনি। এই আমার পুত্র। সম্রাট, পিতাপুত্রের মুখাবলোকন করুন। বলুন দেখি, ঐ মুখে এই ভাগ্যবান পিতার মুখাকৃতি প্রতিফলিত কি না?

ঔ—হাঁ, তাইতো!

[দূতের প্রবেশ।]

দূত—জাঁহাপনা, মুক্তেশ্বরের যুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাজিত। রাম রায় এই যুদ্ধে নেতৃত্ব করেছে। গুরুগোবিন্দের মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা—তিনিও শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

ঔ—সাফদার, তুমি তবে কি কচ্ছিলে?

বু—সম্রাট, একটা কথা বলে যাই—এই সব শয়তানের দ্বারা তোমার সর্ব্বনাশ ঘনীভূত হয়ে আসছে।

সা—ওরূপ বাক্য প্রয়োগ কোরো না ফকীর? সম্রাট জানেন, আমি প্রাণপণে তাঁর কার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করেছি।

বু—কখনই নয়; সম্রাটকে তুমি প্রতারণা করেছ। দুশ্চরিত্র প্রতারক তুমি, পদগৌরবে উন্মত্ত হয়ে, সম্রাটের অজ্ঞাতে কতই না দুষ্কর্ম্ম করেছ?

সা—আমি যে অন্যায় করেছি তুমি তা প্রমাণ কত্তে পার?

বু—অবশ্য। তোমার পাপের তালিকা হয় না। তোমার পাপের বিবরণ ব'লতে শরীর কণ্টকিত হয়—জিহ্বা জড়িয়ে আসে। শোন সাফদার, কোন সাময়িক প্রয়োজনে, মার চেয়েও স্নেহময়ী জরাজীর্ণা বৃদ্ধা পিতামহীর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে, তাঁরই চক্ষের সাক্ষাতে গুরুগোবিন্দের পুত্রদ্বয়কে জীবন্তে সমাধি দিয়েছিলে? কি মহান্ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নারীর অপমান করেছিলে? সাফদার, মায়ের স্নেহ যে কি জিনিশ, কখন কি তা অনুভব কর নি? মা যে কি ধন তা যদি জানতে তবে কখনই মাতৃস্থানীয়া রমণীর প্রতি অত্যাচার কত্তে পাত্তে না। মনে পড়ে না কি, কি ভীষণ পৈশাচিক উদ্দেশ্যে মতি দাসের কন্যাকে হরণ করেছিলে? কখন কারো কন্যাকে পিতা সম্বোধন কত্তে শোন নি সাফদার? তা যদি শুনতে, তাহ'লে কি সেই সরলা ঈশ্বর-ভক্তিপরায়ণা রাম রায়ের দাসী—যে তোমাকে পিতা বলে ডেকেছিল, তার প্রতি পিশাচের ন্যায় ব্যবহার কত্তে পাত্তে? জান না কি সাফদার, শোন নি কি তুমি যে, সতীর উত্তপ্তশ্বাসে মহাপ্রলয় ঘটে। আজ কোটি কোটি নরনারীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘ শ্বাসে মোগল সাম্রাজ্যের অস্থি চর্ম্ম খ'সে যাচ্চে। আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্চি, ধনজনপূর্ণ মণিমাণিক্য-খচিত বিচিত্র প্রাসাদসমূহে শৃগাল কুক্কুর বিচরণ কচ্চে; আর সেই ভীষণ ধ্বংসক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, মহাশূন্য বিকম্পিত করে, অশরীরী কার বাণী যেন শুধু তোমারই

ন্যায় অত্যাচারীর নাম উচ্চারণ কচ্চে! আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে সম্রাট, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

ঔ—সাফদার, আর তুমি সেনাপতি নও—আজ হ'তে তুমি বন্দী। কিন্তু আমি তোমায় দণ্ড দিব না। গোবিন্দ সিং আর আমার শত্রু নন—আমি তাঁর নিকট পরাজিত। তাঁকে আমি আহ্বান কচ্চি—তিনি এসে তোমায় দণ্ড দেবেন। প্রহরী, বন্দীকে কারাগারে নিয়ে যাও।

[সাফদারকে লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান।

[বাহাদুর শার প্রবেশ।]

বাহাদুর। আশিষ তোমার পিতঃ
মস্তকে ধারণ করি
আসিয়াছি বন্দিতে চরণ ;—
কি আজ্ঞা পালিতে হবে,
অনুমতি কর দেব—
সার্থক হউক তব পুত্রের জীবন !

ঔরঙ্গজেব। আসিয়াছ বাহাদুর ?
এস বাপ কাছে এস—
আদেশ দিবার সাধ নাহি মোর আর।
দিগ্বলয় রেখা প্রায়,
অদূরেতে দেখা যায়,
আলো আঁধারের সন্ধি জীবনের পার ॥
আঁধার ঘনায়ে আসে,
ক্রমে মোর চারি পাশে,
কালের করাল ছায়া ঘেরিছে আমায়।
দাঁড়ায়ে এ ছায়াতলে,

হৃদয়ের দ্বার খুলে,
দুই চারি কথা বৎস বলিব তোমায়॥
কোটি কোটি মানবের
শত সাধ শত আশা—
আমারি ইঙ্গিতে বৎস হ'ত নিয়ন্ত্রিত।
রত্ন-প্রসূ ভারতের,
অগণিত রত্ন-রাজি
আমারি চরণতলে আছিল সজ্জিত॥
মোর আজ্ঞা ধরি শিরে,
উন্মুক্ত কৃপাণ করে,
ছুটিত মোগল সেনা মরুবন গিরিশিরে।
আসমুদ্র হিমাচল,
কাঁপাইয়া জলস্থল,
আমারি বিজয় ভেরী বেজেছিল অবিরল॥
কোটি জনমের বৎস,
কোটি সাধনার ফলে—
মানবের ভাগ্যে যেই মহৈশ্বর্য্য নাহি মিলে;
মুক্তহস্তে দিয়েছিল
বিধি মোরে সেই ধন—
পুণ্যক্ষেত্র ভারতের অফুরন্ত ধন জন।
সকলই ঠেলিয়া পায়, ডুবিতেছি আমি আজ
অতলের তলে;
ব্যাদিয়া বিশাল মুখ, অনন্ত আঁধার রাশি
গ্রাসিবারে আসিতেছে মোরে।

বাহাদুর। একি পিতঃ, আগ্নেয়গিরির মত

যাঁর তেজ যাঁর বল—
এই কি তাঁহারি পরিণতি!

ঔরঙ্গজেব। সত্যই বলেছ বৎস, আগ্নেয় গিরির মত
জ্বলিয়াছি আমি সেই দিন হতে,
যেই দিন দক্ষিণাপথের সেই
বিজন প্রাসাদে বসি—
পাষাণ হৃদয়ে মম গড়েছিনু বাপ,
জ্বালাময়ী বাসনার ভীষণ দ্রাবক পূর্ণ
উচ্চাশার নভশ্চুম্বী গিরি।
সে কুক্ষণ হতে, সেই গিরি শির ভেদী
যেই ধুম, যেই বাষ্প, যেই অগ্নিরাশি;
ছড়ায়ে পড়েছে এই ভারত গগনে—
তাহাতে পুড়িয়া ছাই কেবা না হয়েছে?
তাই আজি পিতৃভস্ম ভ্রাতৃভস্ম বন্ধুভস্ম রাশি,
মাখিয়া সকল অঙ্গে;
শ্মশানের শব আমি সাজিয়া বসেছি।
ভাঙ্গিছে ভাঙ্গিবে বৎস,
বিপুল সাম্রাজ্য মম;
এই মাত্র বলি বাপ,
নিক্ষেপ কোরো না কভু,
নূতন ইন্ধন এই মহাধ্বংসানলে।

বাহাদুর— দুর্ব্বিষহ রাজ্য চিন্তা রোগ শোক আর।
জীর্ণ করিয়াছে দেব ও দেহ তোমার॥
মানসিক এ আবেগ করি সম্বরণ।
শ্রান্তিদুর কর পিতঃ, মোর নিবেদন॥

ঔরঙ্গজেব— শ্রান্তিদূর এ জীবনে হবে নাকো আর ;
আত্মজ আমার তুমি,
দেখাব তোমারে—
হৃদয়ের লৌহদ্বার করি উন্মোচন—
তার অন্তস্তলে—
কোথা কি লুকান আছে।
শুন বৎস, হতভাগা জনক তোমার—
শিশুকাল হ'তে,
কপটতা আবরণে
আবরিয়া দেহ মন,
বঞ্চনা করেছে—
শুধু আত্মেতর জনে নহে,
আপনারে আপনিও করেছে বঞ্চিত।

বাহাদুর— আত্ম-নিন্দা আত্মজ সাক্ষাতে
বড়ই দারুণ পিতঃ ?

ঔরঙ্গজেব- বাধা দিয়োনাকো বৎস,
সদা হেরিতেছি পূত পিতৃমুখচ্ছবি,
বিকিরণ করি স্বর্গীয় অপূর্ব্ব দ্যুতি,
ভেদি মোর হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার—
ক্ষণে ক্ষণে হৃদে মোর উঠিছে ফুটিয়া ;
ফুটেছিল যথা প্রথম অলোকর শ্মি
বিধির নিদেশে তমোময় বিশ্বমাঝে !
ভেসে যায় নেত্র পথে মোর—
উদার দারার সেই করুণ নয়ন ;
তেগের সে ছিন্নমুণ্ড

মোর পাশে ঘুরে ঘুরে—
সদাই কহিছে যেন
স্বর্গমর্ত্ত্য এক করে—
"শির দিয়ে সের নিয়ে
আমি ত ছেড়েছি ধরা,
কি নিয়ে ছাড়িবে তুমি,
রাজ্য তব ভোগ্য ভরা।"

বাহাদুর— অতীতের গর্ভে যাহা
হইয়াছে নিপতিত,
কি কাজ তাহারে পিতঃ
পুনঃ উদ্ধারিয়ে ?

ঔরঙ্গজেব— ভবিষ্যের বীজ বৎস
অতীতের গর্ভে থাকে ;
তুচ্ছ কভু নহে জেনো
অতীতের আলোচনা।
আগ্নেয় পর্ব্বতসম অগ্নিপূর্ণ ছিনু আমি,
নিভিয়াছে সে আগুন মোর।
সঞ্চিত হয়েছে এবে
সারাটা অন্তরে মম, বিপুল হিমানী।
সেই হিমরাশি গলি
নবীন করুণা-ধারা,
মহাবেগে ছুটিতেছে শিরায় শিরায় ;—
স্নিগ্ধতনু তাহার পরশে ;
দীর্ঘ জীবনের পথ অতিক্রম করি,
মানবের যাহা কিছু আদরের ধন,

স্বার্থপরতার পায়ে দিয়ে বলি দান,
এই শিক্ষা লাভ বৎস করিয়াছি আমি—
"উন্নতির পথ অতি সরল মহান,
স্বার্থত্যাগ সে পথের প্রথম সোপান।"
মম কর্ম্ম ভুলে গিয়ে,
মোর শিক্ষা শিরে লয়ে,
শান্তির নূতন রাজ্য করগে স্থাপন।
সেথা যেন উচ্চ নীচ হিন্দু মুসলমান।
সকলেই পায় তব আদর সমান॥
সাধের ভারতে মোর পুনঃ সাজাইও তুমি।
সেখানে যে লোকে থাকি জানিও দেখিব আমি

যবনিকা।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[মুক্তেশ্বরের শ্মশানে রামরায়ের চিতা-সম্মুখে
গুরুগোবিন্দ ও গুরুজিৎ।]

গুরুগোবিন্দ—ঐ দেখ গুরুজিৎ, রামরায়ের চিতা প্রজ্বলিত! গুরু বংশের চিরশত্রু হয়েও সে আমার পুত্রের কাজ করে গেল। সে যদি পূর্ব্বাহ্নে এসে শত্রুদের আক্রমণ না কত্ত, তবে আমরা কিছুতেই বিজয়-লাভ কত্তে পাত্তুম না। সকলই মা ভবানীর খেলা!

[পুষ্পমালা মণ্ডিতা যমুনার প্রবেশ।]

তুমি এ বেশে কেন মা?

যমুনা—আমি সতী—সহমরণে এসেছি। ঐ চিতায় আমার ইষ্ট-দেবতা আছেন; আমি তাঁর কাছে যাব।

গুরুগোবিন্দ—কেন মা, অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন করবে?

যমুনা—কে বলে অনল? ও যে আমার অমৃত? আমি অমৃত সাগরে ডুব দেব। অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আসিনি; নশ্বর দেহ ফেলে দিয়ে অনন্ত জীবন লাভ কত্তে এসেছি। ঐ মা ইঙ্গিত কচ্চেন? পথ ছেড়ে দাও—দেখ্‌ছ না, মা আমায় ডাকছেন, যাই মা যাই—

[চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে]

গীত।

কে বলে মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী আমার তারা;
মার বিশ্বে জড় কোথা সবই যে চেতনা ভরা।
মার বারি বিন্দু ধূলি কণা অনলের শিখাচয়।
চেতনা সাগরে ভাসে সকলই চেতনাময়॥

মৃন্ময়ীর অঙ্গে মাখা কিবা জ্যোতি মনোহরা।
হৃদে হেরি সেই ভাতি হয়েছি আপন হারা॥

[চিতায় প্রবেশ।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পার্ব্বত্য পথ।

[আলিজান ও নবিবক্স।]

নবি—বাবা, মোগলদের সঙ্গে কাফেরের খুব যুদ্ধ হচ্চে। বোধ হয় এবার ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারলে? আর তোমাকে কষ্ট করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে না। এই বেলা চল, একবার দেশে গিয়ে দিন কতক আরাম করে আসবে।

আলি—আরাম কিরে বেটা? আমার বাবা কি একদিনও আরাম করেছিলেন যে আমি আরাম কোরবো? তিনি এই রকম প্রতিহিংসার ছুরী বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখে আজীবন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, কিন্তু সুবিধা পেলেন না। আমি যদি শুই তাহলে তোর পালা আরম্ভ হবে। তুই শুলে তোর ছেলে—তার পর তার ছেলে। যতদিন না রক্তের বদলে রক্ত পাই ততদিন এই রকম চলবে।

নবি—বাবা, তোমার কষ্ট দেখেই বলচি। আমি জোয়ান; আমার জন্ম ভাবিনা।

আলি—নবি, যদি ঠাকুরদাদা আমার অতুল বিষয় সম্পত্তি রেখে যেতেন, তাহলে তো বেশ পুরুষানুক্রমে মজা করে ভোগ কত্তুম। পৈতৃক টাকায় পোলাও কোর্ম্মা খেয়ে মসলন্দে শুয়ে বাইজীর গান শুনতে শুনতে আরামে ঘুমুতুম। সেই সম্পত্তির এক কড়া কড়ি যদি অন্য কেউ নিতে আসতো, তাহলে তো প্রাণপাত করে, তার সঙ্গে লড়াই ঝগড়া

কত্তুম; মোহরের বস্তা কাঁমড়ে পড়ে থাকতুম—কেউ খোঁচা মাল্লেও তা ছেড়ে নড়তুম না। আর এখন সেই পিতামহের অন্যায় হত্যার প্রতিশোধের ভার আমাদের বংশের উপর পড়েছে। এখন কিনা একটু শরীরের কষ্টের জন্য এ কাজ ছেড়ে পালাব? ওরে নবি, এযে আমাদের বিষয় সম্পত্তি, পাঠানের রক্ত গিয়েছে। যে দুরাচার সেই রক্ত নিয়েছে, তার পুত্রের হোক, পৌত্রের হোক—বুকের রক্ত আমরা চাই।

নবি—তা বাবা তুমি যাও; আমি শপথ কচ্চি, যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন প্রতিহিংসার চেষ্টা ছাড়বো না।

আলি—পাগল, সে যে বে-আইনী হবে রে বেটা? বাপ থাক্‌তে কি ছেলে বিষয় পায়? এখন সম্পত্তি যে আমার। উদ্ধার করবার আগে যদি আমাকে যেতে হয়—তখন ত সে ভার তোর উপর পড়বেই পড়বে। এখন তুই বরং বাড়ী যা, আমার কাজ আমি করি।

নবি—বাবা, আমিও পাঠানের ছেলে; তুমি একা ঘুরে ঘুরে বেড়াবে আর আমি বাড়ী যাব? সম্পত্তি এখন তোমার বটে; কিন্তু তোমার সঙ্গে সঙ্গে একটু ভোগ করবার অধিকার আমায় দাও।

আলি—পাঠানের বেটা পাঠান বলে গর্ব্ব কল্লি; তবে পাঠানের প্রতিহিংসা কেমন শোন। আমাদের গাঁয়ে একজন বড় মানুষ বেণে ছিল। একদিন রাত্তিরে সে বাড়ী ফিরছিল; পথে দুটো কেউটে সাপ তার সামনে পড়ে। একটাকে সে লাঠির ঘায়ে মেরে ফেলে; আর একটা পালিয়ে যায়। দিনকতক পরে সে তার বাগানে একটা সাপ দেখে—সেটা সেই মরা কেউটের জোড়া। তাড়া কর্ত্তেই সেটা পালিয়ে যায়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সাপটাকে এখানে ওখানে দেখ্‌তে পাওয়া যেত—বিস্তর চেষ্টাকরেও কেউ সেটাকে মারতে পারে নি। শেষে একদিন সকালে উঠে বেণে দেখ্‌লে তার একমাত্র ছেলে বিছানায়

মরে পড়ে আছে—সমস্ত শরীর নীলবর্ণ,কপালে দংশনের দাগ! সাপটাও মড়ার মত হয়ে ঘরের এক কোণে পড়েছিল। তুঘা দিতেই সেটা মরে গেল। মনে রাখিস, তুই পাঠানের ছেলে। পাঠানের প্রতিহিংসা কেউটে সাপের প্রতিহিংসার মতন। একটা মরে, আর একটা মরবার জন্য ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু বধকারীর বংশলোপ ক'রে তবে মরে।

নবি—বাবা, আর বোঝাতে হবে না। তোমার দ্বারা কাজ সফল হয় হবে; নইলে পৈতৃক বিষয় ছুরীখানি আমায় দিয়ে যেও—গোবিন্দসিংহের রক্তে রাঙ্গা করে সেই ছুরী নিয়ে মাকে দেব।

আলি—বেটা তুই আমায় বুকের ছাতি বাড়িয়ে দিলি। তুই পাঠানের বেটা বটে; আমার বেটা বটে। চল যাই, গোবিন্দসিংকে বীরের মরণ মত্তে দেওয়া হবে না—মোগলের তরোয়ালে তাকে মত্তে দেওয়া হবে না। প্রতিহিংসার ছুরী তার বুকে বিঁধতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাহাদুরশার কক্ষ।

[বাহাদুর ও আমির ওমরাহগণ।]

বা—আমীর ওমরাহগণ, পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে আমি এই ভারতে শান্তির রাজ্য স্থাপন কত্তে চেষ্টা করব। অতঃপর তোমরা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ভুলে যেতে চেষ্টা করো। আমার কাছে সব সমান। তোমরাও আর কখনো হিন্দুর প্রতি অত্যাচার কোরো না।

ও—সম্রাট যা বলচেন তাই হবে। তবে কি না, হিন্দুদের দ্বারা

রাজকার্য্য চল্‌বে কেমন করে? বলবুদ্ধিতে তারা ত আর আমাদের সমকক্ষ হতে পারবে না।

বা—ও সব ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ কর। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দুর হস্তে রাজ্য রক্ষার গুরুভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। আজই বা তা হবে না কেন? হিন্দুর তুল্য সূক্ষ্মবুদ্ধি জাতি পৃথিবীতে আর আছে কি?

ও—কথাটা ঠিক বটে; কিন্তু জাঁহাপনার কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, হিন্দুর উপর রাজকার্য্য নির্ভর কল্লে সে নিজের দিকেই টান্‌বে; রাজ্যের তাতে সমূহ ক্ষতি।

বা—তা মনে কোরো না। হিন্দু অবিশ্বাসের পাত্র নয়। হিন্দুর সাহায্যেই মোগলদের ভারতে এত প্রতিপত্তি।

ও—জাঁহাপনা যা বলছেন তার ওপর কি আর কথা আছে?

[খোজার প্রবেশ।]

খো—গুরুগোবিন্দসিং হজরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে এসেছেন।

বা—ভালই হয়েছে, তাঁকে সম্মান-পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসি।

[বাহাদুর ও খোজার প্রস্থান।]

ও—বলি ওহে আমির ভায়া, সম্রাটের দেখ্‌ছি মতিভ্রম হল। হিন্দু মুসলমানের গোলযোগ মিটে গেলে আমাদের মহা গোলযোগ উপস্থিত হবে। এমন লুটপাটের সুবিধেটা আর থাকবে না। চারিদিকে গোলমালের ভেতর কেমন আমাদের পেট ফেঁপে উঠ্‌ছিল—সেটী আর হচ্চে না। বুড়ো বাদশা দেখ্‌ছি শেষটা বাহাদুরশার মাথাটা বিগড়ে দিয়ে গেছে।

আমির—আরে ভায়া, যা হয় হোক না, আমাদের ভাবনা কি? আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব।

ও—তাও কি কখন হয় হে ভায়া ?

আ—হয়—হয়—খুব হয়। মোগল-সাম্রাজ্যে থেকে অন্দি-সন্ধি ফিকির ফন্দী ঢের শিখেছি। একটা গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে নিজেদের পেট ভরান হল আমাদের কাজ। তা খুব পারব। মোগল সিংহা-সনের ওপর সকল জাতেরই নজর আছে। হিঁদু মুসলমানে যদি মিল হয়, একটা অন্য জাতকে লেলিয়ে দেব। তারা এসে কামড়া কামড়ি কত্তে থাকবে—আর আমরা দিব্যি সুখে দূর থেকে মজা দেখব আর লুট করব।

ও—এ কথা মন্দ নয়। এখন চল ভায়া—ঐযে, গোবিন্দসিংএর হাত ধরে বাদশা আসছে।

[সকলের প্রস্থান ।

[গোবিন্দসিংহের হাত ধরিয়া বাহাদুর শার প্রবেশ ।]

বা—পূর্ব্বকথা ভুলে যাও ভাই ! তোমায় অভ্যর্থনা ক'রে আনবার মুখ খোদা আর আমাদের রাখেন নি। বুঝে দেখদেখি কত অপরাধে আমরা অপরাধী যে তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কত্তেও আমাদের আর সাহস হয় না! পিতা মৃত্যুকালে যেরূপ অনুতপ্ত হয়েছিলেন, তা ভাবলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

গুরু—ভেবোনাকো এদুঃখ শুধু তোমারই। ভারতবাসীর অদৃষ্ট যদি মন্দই না হবে, তাহলে এমন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কর্ম্মকুশল রাজ-নীতিজ্ঞ সম্রাটের মতিভ্রমই বা ঘটবে কেন ? উচ্ছন্নমতি না হলে কি কেউ একই মাতৃগর্ভজাত দুই পুত্রের মধ্যে বিরোধের আগুন প্রজ্বলিত করে দেয় ? এতো শুধু হিন্দুর দেশ নয়; শস্যশ্যামল পর্ব্বতমৌলি ভারতবর্ষ হিন্দুরও যেমন মুসলমানেরও তেমনি চিরপূজ্যা স্বর্গাদপি গরী-য়সী জন্মভূমি। নিতান্ত নিয়তি-পরিচালিত না হলে কি কারো এমন ভ্রান্তি হয়—এমন বিষম ভেদনীতি কি কেউ অবলম্বন করে? অথবা

ভারতের ভাগ্যে চিরদিনই বুঝি এইরূপই ঘটে আসছে। নবীন সম্রাট, আমি সেই অতীত যুগের কথা বলছি। যখন ব্রহ্মাবর্ত্তে, ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে, পঞ্চনদ-ধৌত পঞ্জাবে প্রতি পুণ্যতোয়া প্রবাহিণীকূল প্রাতঃ সন্ধ্যায় মন্ত্র-দ্রষ্টা মহর্ষিগণের মুখনিঃসৃত বেদমন্ত্রে ধ্বনিত হত—যখন এই পুণ্যভূমির নির্জ্জন গিরিকন্দর, হিংস্রজন্তু-সমাকুল অরণ্যানী—যোগবিভূতিসম্পন্ন ঋষিতপস্বিগণের আশ্রয়স্থল ছিল ;—যখন ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার বিজয় বৈজয়ন্তী পূর্ণগৌরবে ভারতগগনে উড্ডীয়মান ছিল—সেই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক উন্নতির যুগেও, কে জানে কোন অখণ্ডনীয় নিয়তির প্রেরণায়, মহাকাল গৃহবিবাদের রূপ ধারণ ক'রে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে, কোশল পাঞ্চালে, মগধ গান্ধারে, ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুরে—এক কথায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে—যেখানে যত ক্ষত্রিয় ছিল, শৌর্য্যে বীর্য্যে যাঁদের তুলনা ছিল না—সকলকেই ভীমবেগে আকর্ষণ করে কুরুক্ষেত্রে প্রজ্বলিত মহাসমরানলে আহুতি দিয়েছিল। সেই স্মরণাতীত কাল থেকে গৃহবিবাদই ভারতের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মূলীভূত কারণ হ'য়ে উঠেছে। অতীতের ইতিহাস, বর্ত্তমান ঘটনাবলী অভ্রান্ত ভাবে দেখিয়ে দিচ্চে যে, এই হিন্দুমুসলমানের বিরোধ হ'তেই অচিরে আবার এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হবে।

বাহা—অন্তিমকালে পিতাও আমায় ঐরূপ কথা বলতেন। যাহোক ভাই, আজ আমরা সকল শত্রুতা ভুলে পরস্পর ভাই ভাই। আমায় আলিঙ্গন দাও। (উভয়ে আলিঙ্গন) দৌবারিক, সাফদারকে হাজির কর।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

গুরু—ওকি, তাকে এখানে কেন? মার্জ্জনা কর সম্রাট, সাফ-দারের সম্মুখে আমায় থাকতে অনুরোধ কোরো না।

বাহাদুর—গোবিন্দ সিং, বন্দিভাবে তাকে এখানে আনা হচ্চে ; যে দণ্ড ইচ্ছা, তাকে তুমি দণ্ড দাও।

গুরুগোবিন্দ—পৃথিবীতে এসে নিজে অনেক দণ্ড ভোগ করেছি—অপরকে দণ্ড দেবার প্রবৃত্তি আর নাই। কেবল আমার জন্য যদি সে বন্দী হয়ে থাকে, অনুরোধ করি, তাকে মুক্তি দাও।

বাহা—তুমি কি উপহাস কচ্চ? যে তোমার সর্ব্বনাশ করেছে, যার পক্ষে মৃত্যুদণ্ডও অতি সামান্য, কোন্ প্রাণে তাকে ছেড়ে দিতে চাও?

গুরু—আমি নির্ম্মমও নই, উপহাসও করিনি। সকলে যাকে পায়ে ঠেলেছে—মহাপাতকে যে ডুবে আছে—সে কি দয়ার পাত্র নয়? অন্ন-হীনকে দেখে যদি করুণার উদ্রেক হয়, পুণ্যহীনকে দেখে হবে না কেন ভাই? দৈহিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি সহানুভূতি পায়, সমুদয় মান-সিক সংবৃত্তি যার পক্ষাঘাতগ্রস্ত—সে কি সহানুভূতি পেতে পারে না? তাকে ছেড়ে দাও—পশুহননে প্রয়োজন নাই। আর কে বলতে পারে, যে মানব-দেহ পেয়েছে, সে পশু বই আর কিছুই নয়—তার পশুত্বের আবর্জ্জনারাশির মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ প্রচ্ছন্ন নাই! অন্তর্নিহিত সেই মনুষ্যত্বকে ফুট্তে না দিয়ে, যে মহাপাতকের বোঝা মাথায় কোরে আছে, তাকে ইহলোক হ'তে অপসারিত কোরো না সম্রাট? বোলো তাকে, সে গোবিন্দের ঘৃণার পাত্র নয়, পশুপাশনাশিনীর রাঙ্গা পায়ে তার পশুত্ব মোচনের জন্য গোবিন্দসিং নিয়ত কামনা করবে।

[শৃঙ্খলাবদ্ধ সাফদারকে লইয়া দৌবারিকের প্রবেশ।]

বাহা—সাফদার, জান কি জন্য তোমায় এখানে আনা হয়েছে?

সাফ—জানি জাঁহাপনা, দুনিয়ার দিন আমার ফুরিয়ে এসেছে; জাহান্নামে যাবার আমার সময় হয়েছে। কিন্তু যাবার আগে,—সব শেষ হবার পূর্ব্বে গোলামের একটী মাত্র নিবেদন আছে; যদি মেহের বাণী করেন বলি।

বাহাদুর—বল্‌তে পার।

সাফদার—জনাব, আমার সমস্তসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে; আমিও চল্লুম; কিন্তু জাঁহাপনা, একজন পলিতকেশ, চক্ষুহীন, চলৎ-শক্তিশূন্য বৃদ্ধ যে কটা দিন দুনিয়ায় আছেন, ততদিন তাঁর যদি এক টুকরা রুটীর ব্যবস্থা করে দেন, তবে শেষ দণ্ড গ্রহণ কালে গোলাম খোদার কাছে জনাবের নাম ক'রে যাবে।

বাহা—কার কথা বলচ?

সাফ—আমার পিতা জীবিত।

গুরু—(আবেগের সহিত) সম্রাট, আমি মিনতি কচ্চি—অনুরোধ কচ্চি—করজোড়ে ভিক্ষা চাচ্চি, বন্দীকে এই মুহূর্ত্তে মুক্ত করুন। বন্দীকে ক্ষমা করবেন না—তার বৃদ্ধ পিতাকে ক্ষমা করুন। পুত্রশোক কি শোক, তা এই হৃদয় খুলে দেখুন! বৃদ্ধকে আর সে দণ্ড দিও না। ছেড়ে দাও, সম্রাট ছেড়ে দাও।

বাহা—তবে তাই হোক। যাও সাফদার, তুমি মুক্ত।

[সাফদারকে লইয়া দৌবারিকের প্রস্থান।

তুমি মহাপুরুষ; নইলে যে তোমাকে গৃহশূন্য করেছে, এমন ক'রে সর্ব্বান্তঃকরণে তাকে ক্ষমা কত্তে পাত্তে না।

গুরু—ভুল বুঝেছ ভাই, আমার গৃহ শূন্য নয়। শিখজাতির ঘরে ঘরে আমার সংসার পাতা আছে। এক ফতেসিং, এক জিৎসিং গিয়ে আমি শত ফতেসিং, শত জিৎসিং পেয়েছি। আর আমার সেই মা—সেই সাক্ষাৎ ভবানী—রমণীমাত্রেই আমি এখন তাঁর বিভূতি দেখতে পাই। আমার সংসারে কিসের অপ্রতুল? আমার জন্য দুঃখিত হয়ো না। যে কর্ম্মক্ষয় কত্তে এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসেছি—জানি না সে কর্ম্ম কত দূর ক্ষীণ হয়েছে। তবে ঘর-সংসারের কাজ আমার ফুরিয়েছে। আশীর্ব্বাদ

করি, তোমার মহৎ উদ্দেশ্য যেন সফল হয়—জয়শ্রী মণ্ডিত হ'য়ে তুমি ইহ পরলোকে ধন্য হও।

[প্রস্থান।

বাহাদুর—যাও গোবিন্দ সিং, আজ থেকে তুমি আর শুধু শিখের নও, সমগ্র ভারতবাসীর পূজনীয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[মাখোয়ালের পাহাড়; ময়নাদেবীর মন্দির সম্মুখ।]

আলিজান। (পদচারণ করিতে করিতে)

দারুণ বিদ্বেষ বহ্নি দাবানল প্রায়,
জ্বলিয়া উঠেছে হৃদে আত্মায় শরীরে,
অস্থিমজ্জা মেদগ্রন্থি শিরায় শিরায়,
প্রতি কেশে নখ অগ্রে, কার সাধ্য তার
মর্ম্মদাহী শিখাচয় নিভায় এখন ?

[নবিবক্সের প্রবেশ।]

নবি—বাবা, গোবিন্দসিং যোদ্ধ্‌বেশে এই দিকেই আস্‌ছে। আপনি প্রস্তুত হউন।

আলি—সঙ্গে কেউ আছে ?

নবি—না।

আলি—তবে তুমি দূরে থাক। একজনকে হত্যা করবার জন্যে দুজনের আবশ্যক নাই।

নবি—যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

আলি—আমিও এখন লুক্কায়িত থাকি। দেখি কি উদ্দেশ্যে সে এখানে আসছে।

[প্রস্থান।

[গুরুগোবিন্দের প্রবেশ।]

গুরুগোবিন্দ। (ভবানীমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া) ত্রিলোকপালনী জগজ্জননী, তোমার সোনার ভারতকে অত্যাচারের হাত থেকে চিরমুক্ত কোরো মা—দেখো যেন তোমার কোটি কোটি সন্তান মাতৃহারা হয়ে, দুর্ভাগ্যের অতল আবর্ত্তে আত্মবিসর্জন না করে। নিয়তিসূত্রে যদি কখনো ভারতের সে দুর্দ্দিন আসে তবে, মা দয়াময়ী, যেন তোমার রোষ কটাক্ষে ক্ষুব্ধসিন্ধু উদ্বেলিত হয়ে এই হতভাগ্য দেশকে অতলের তলে নিক্ষেপ করে। আর আমার কোন প্রার্থনা নাই। মা ভবানী, তুমি আমার সকল সাধ পূর্ণ করেছ। আমার সকলকেই তোমাকে দিয়েছি। এখন তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমিই আমার দারাসুত পরিজন—তুমিই আমার সুখ দুঃখ, ভোগ ঐশ্বর্য্য, বিলাস বৈভব। চরণতলে স্থান দিও মা। এত দিন সংসারের মধ্যে থেকে তোমার সেবা করেছি। এইবার একবার অন্তরের অভ্যন্তরে তোমার অন্বেষণ করব মা। তোমারই কৃপায় সে পথের পথ প্রদর্শক পেয়েছি তাই আজ তোমার সাক্ষাতে তাঁর কাছে নূতন করে দীক্ষা নিতে এসেছি। (হঠাৎ তীর লাগিয়া গুরুর শিরোপা পড়িয়া যাওয়া) এ কি ? আবার শত্রু !

[তরবারি হস্তে আলিজানের প্রবেশ।]

আলিজান। আবার শত্রু ! গোবিন্দ সিং, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। আর বল বিক্রম বৃথা। (তরবার উত্তোলন। গুরুগোবিন্দেরও তথাকরণ। উভয়ের যুদ্ধ। (হঠাৎ গুরুগোবিন্দের তরবারির আঘাতে আলিজানের পতন।)

আলিজান। গোবিন্দ সিং, ভেবেছিলুম তোমায় মেরে হৃদয়ের প্রতিহিংসাগ্নি নির্ব্বাপিত করব; কিন্তু পাল্লুম না।

গুরুগোবিন্দ। সে কি, কিসের প্রতিহিংসা?

আলিজান। তবে শোন। আমার পিতামহ পেয়াদা খাঁকে তোমার পিতামহ নিষ্ঠুর হরগোবিন্দ অন্যায়রূপে হত্যা করেছিল। তোমায় হত্যা ক'রে তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি সমস্ত জীবন সুযোগ খুঁজেছি; কিন্তু খোদা এতদিন সে সুযোগ দেন নি। যখন সুযোগ পেলুম, তখন খোদা আমাকেই ডাকলেন। আমি চল্লুম; কিন্তু প্রতিশোধ নেবার জন্য আমার পুত্রকে রেখে যাচ্চি। সাবধানে থেকো গোবিন্দ সিং।

গুরু—আগে একথা কেন বল নি ভাই? তাহলেত কখনই আমি অস্ত্র ধর্তুম না।

আলি—আর—কথা বলবার—শক্তি নাই—প্রা—ণ—যা—য়।

গুরু—নিশ্চিন্ত হয়ে যাও ভাই। তোমার পুত্র যখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে আসবে, তখন নিশ্চয়ই সে জয়ী হবে। এই দেখ, জন্মের মত সাধের তরবারি ভবানীর চরণে সমর্পণ কল্লুম।

আলি—গো—বি—ন্দ—সিং— (মৃত্যু)

[উদ্ধশ্বাসে নবিবক্সের প্রবেশ।]

নবিবক্স। পিতা—পিতা। (আলিজানকে মৃত দেখিয়া) কাফের, তোর এই কাজ?

গুরু—আমারই এই কাজ। পিতৃহন্তাকে শাস্তি দাও বাপ।

ন—নিশ্চয়।

[গুরুগোবিন্দের পেটে অস্ত্রাঘাত, গুরুর পতন;
গুরুজিতের প্রবেশ।]

গুরুজিৎ—একি, নিশ্চয় তোমারই এই কাজ। কিন্তু তুমি যাবে কোথা?

গুরুগোবিন্দ—ছেড়ে দাও, বালক নিরপরাধ—ও শুধু পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে।

গুরুজিৎ—সে কি গুরুদেব, গুরুহন্তাকে ছেড়ে দেব? যে আমাদের সর্ব্বনাশ কল্লে, তাকে ছেড়ে দেব?

গুরুগোবিন্দ—কি ঘটেছে যে অধীর হচ্চ? বাল্যকাল হ'তে যে ত্যাগব্রত গ্রহণ করেছি, আজ সেই মহাব্রত উদ্‌যাপনের দিন। যে ত্যাগাগ্নিতে ফতে সিং পুড়ে ছাই হয়েছে. জিৎ সিং পুড়ে ছাই হয়েছে, সেই মহাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিতে হবে। তুমি কি জান না যে "না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম জন্মকোটিশতৈরপি"—ভোগ ব্যতীত কর্ম্মের ক্ষয় নাই। আমার ইহ জন্মের কর্ম্মভোগ শেষ হ'য়ে আসছে। এতে কাতর হবার ত কিছুই নেই।

গুরুজিৎ—(গুরুর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া) তবে তাই হোক। যাও-বালক, তোমার গন্তব্য স্থানে যাও।

[নবিবক্সের প্রস্থান।

গুরুগোবিন্দ—(জড়িত স্বরে) আজ যে আমার দীক্ষা গ্রহণের কথা। কৈ এখনও ত তিনি এলেন না।

গুরুজিৎ—আসবেন বৈ কি?

(নেপথ্যে গীত ধ্বনি)

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

গুরুগোবিন্দ—গুরুদেব, দীক্ষাগ্রহন কি আমার অদৃষ্ট নাই?

সন্ন্যাসী—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হ'য়ে চিরকাল কর্ম্মানুষ্ঠান ক'রে এসেছ। তুমি ত চির সন্ন্যাসী। তোমার আর লৌকিক দীক্ষার আবশ্যক কি বৎস?

গুরুগোবিন্দ—তবে পদধূলি দিন।

[ক্রমে গুরুগোবিন্দের নিস্পন্দ ভাব
মুমূর্ষু গোবিন্দকে একদৃষ্টে দেখিতে —

সন্ন্যাসী—আহা, কি দেখলুম! আজীবন বিশ্বেশ্বরের যে নির্ব্বিকার রূপ ধ্যান করে আসছি, আজ তাই প্রত্যক্ষ হল! মরি মরি, কি সুন্দর! এ ত মৃত্যু নয়—এ মহা জীবনের প্রারম্ভ। ঘুমাও গোবিন্দ ঘুমাও—সেই মহাপ্রাণ সাগরের মহা কল্লোল শুনতে শুনতে ঘুমাও—

গীত।

সেই মহান্ একাকার, অদ্বৈত পারাবার
(তাহে) দ্বৈত তরঙ্গ তুলি জীবহংস সন্তরে।
অনাদি বাসনা লয়ে, সে মহা বারিধি পরে,
(জীব) উঠি ডুবি, ডুবি উঠি নিত্যকাল কেলি করে॥
সে যে সচ্চিদানন্দ পাথার, তরঙ্গে তরঙ্গে তার,
কত বিশ্ব ফুটে উঠে কত বিশ্ব লয় পায়।
নাহি তার পরপার, বিস্তার অনন্ত তার,
বাক্য মন অগোচর (তাহে) ধ্যানে ধরা নাহি যায়॥

যবনিকা পতন।

—:o:—

সম্পূর্ণ।